ব্যবস্থার্ণব

বা

দায়ভাগ কল্পদ্রুম।

মঙ্গলাচরণ।

প্রণম্য গুরুপাদাব্জৌ ভবাব্ধিতারণৌ শুভৌ।
যত্নেন ক্রিয়তে চায়ং দায়ভাগকল্পদ্রুমঃ॥
ব্যবস্থার্ণব এষো হি ব্যবস্থাপরিপূরিতঃ।
স্মৃত্যাদি-শাস্ত্রাদুদ্ধৃত্য শ্রমেণ পরয়া মুদা॥

যাহার প্রসাদে ভবসাগর হইতে অবহেলে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই মঙ্গলপ্রদ গুরু-পাদপদ্ম-যুগলে প্রণাম করিয়া যত্ন সহকারে এই দায়ভাগ কল্পদ্রুম রচনা করিতেছি। ইহারই অপর নাম ব্যবস্থার্ণব। আমি বহু পরিশ্রম ও পরম আনন্দ সহকারে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নানাবিধ ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম।

অথ দশবিধ-সংস্কারব্যবস্থা।

গর্ভাধানব্যবস্থা।

যথা জ্যোতিষে—

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥

জ্যোতিষে এই প্রকার বর্ণিত আছে যে, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই সমস্ত দিনে গর্ভাধান করিতে নাই।

অপিচ স্মার্ত্তঃ—

জ্যেষ্ঠা মূলা মঘাশ্লেষা রেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরাত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেদৃতৌ।
ষোড়শর্ত্তুর্নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ কীর্ত্তন করেন যে, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র আর পঞ্চপর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ষোড়শ দিনের মধ্যে যুগ্মদিনে গর্ভাধান করিতে হয়। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, অযুগ্মদিনে গর্ভাধান হইলে কন্যা জন্মে গর্ভাধান সংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা সামবেদীয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ।

অপিচ—

ষোড়শর্ত্তুর্নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

অত্র চতুর্থ্যাং রাত্রৌ যদ্গর্ভাধানমুক্তং তৎ রজোনিবৃত্তৌ বোদ্ধব্যং ত্রিরাত্রং রজস্বলা অশুচির্ভবতি সা নাঞ্জ্যাৎ নাপ্সু স্নায়াদধঃশায়ীত ন দিবা স্বপ্যাৎ ন রজ্জুং বিসৃজেৎ নাগ্নিং স্পৃশেৎ ন দন্তান্ ধাবয়েৎ ন মাংসমশ্নীয়াৎ ন গ্রহান্নিরীক্ষেত ন হসেৎ কিঞ্চিদাচরেৎ নাঞ্জলিনা জলং পিবেৎ ন লোহিতায়সেন খর্পরেণ বা।

স্নাতো নরকমভ্যেতি হীয়েতাত্রাপি চায়ুষঃ।
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ॥
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষনৃতাবপি।
প্রোঃ গর্ভামপি অত্যন্তকামানুপেয়াৎ॥

জ্যেষ্ঠামূলামঘাশ্লেষারেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরাত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্বকঞ্চ ব্রজেদৃতৌ ॥
ঋতৌ নোপৈতি যো ভার্য্যামনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি।
তুল্যমাহুস্তয়োর্দোষমযোনৌ যশ্চ গচ্ছতি ॥
পর্ব্বানারোগ্যবর্জ্জমৃতাবগচ্ছন্ পত্নীস্ত্রিরাত্রমুপবসেৎ।
স্ত্রীণাং সংপ্রেক্ষণাৎ স্পর্শাৎ তাভিঃ সংকথনাদপি।
ব্রহ্মচর্য্যং বিপদ্যেত ন দারেষ্বৃতুসঙ্গমাৎ ॥

শ্রাদ্ধাহনি তু নিষেধঃ।

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অস্বর্গ্যাঃ শূদ্রবদ্দ্বিজাঃ ॥
ঋতুস্নাতাং চ যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নাধিগচ্ছতি।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং ব্রহ্মহেতি তথোচ্যতে ॥
ঋতৌ তু গর্ভশঙ্কিত্বাৎ স্নানং মৈথুনিনঃ স্মৃতং।
অনৃতৌ তু সদা কার্য্যং শৌচং মূত্রপুরীষবৎ ॥
দ্বাবেতাবশুচী স্যাতাং দম্পতী শয়নং গতৌ।
শয়নাদুত্থিতা নারী শুচিঃ স্যাদশুচিঃ পুমান্ ॥
প্রদোষপশ্চিমৌ যামৌ বেদাভ্যাসেন বৈ নয়েৎ।
যামদ্বয়ং শয়ানস্তু ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ইত্যেতদখিলং প্রোক্তং অহোরাত্রাশ্রিতং ময়া।
ব্রাহ্মণানাং কৃত্যমেতদপবর্গফলপ্রদং ॥
নাস্তিক্যাদথ বালস্যাৎ ব্রাহ্মণো ন করোতি যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং পশুযোনৌ চ জায়তে ॥

তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুদিবস হইতে ষোড়শ দিবসের মধ্যে যুগ্মদিনে নারীগত হইবে; কিন্তু পর্ব্ব ও চতুর্থ দিন নিষিদ্ধ। এই কালই গর্ভাধানের পক্ষে প্রশস্ত। যদি রজঃ দৃষ্ট না হয়, তাহা

হইলে চতুর্থ রাত্রিতেও সহবাস করিতে পারে। ঋতুমতী অবস্থায় নারীজাতি তিন রাত্রি অশুচি থাকে। তদবস্থায় নেত্রে অঞ্জন প্রদান করা বিধেয় নহে; অবগাহন স্নান করা নিষিদ্ধ। দিবাভাগে শয়ন করিতে নাই, রজ্জু পাকাইবে না, অগ্নি স্পর্শ করা যুক্তিবিরুদ্ধ, দশন ধাবন করিবে না, মাংস ভোজন করিবে না এবং অপরের গৃহ বা স্বীয় শয্যা দর্শন করিবে না। ঐ কয় দিন হাস্য অথবা কোন প্রকার কার্য্যই করিবে না। ঐ কয়দিন অঞ্জলি দ্বারা জল পান এবং তাম্রপাত্রে কিম্বা বাম হস্ত দ্বারাও জলপান করিবে না। পরস্ত্রীতে উপগত হইলে ইহলোকে সকলে ঘৃণা করে, আয়ুর হ্রাস হয় এবং পরলোকে নিরয়ে পতিত হইতে হয়, এইটী জ্ঞান করিয়া ঋতুকালে স্বীয় নারীতে উপগত হইবে। সকাম হইলে ঋতু ব্যতীত অন্য সময়েও নারীগমন করা যায়। গর্ভবতী স্ত্রী যদি কামার্ত্তা হয়, তাহা হইলে প্রসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সহবাস করিতে পারে। তাহাতে কোনরূপ গর্ভহানির ভয় নাই; কেন না ইন্দ্রের বর আছে। গর্ভবতী স্ত্রী অত্যন্ত কামাতুরা হইলে তাহার সহিত সহবাস করিলে সেই পুরুষকেও দূষিত হইতে হয় না। জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরফল্গুনী এই সকল নক্ষত্রে আর পর্ব্বদিবসে নারী গমন নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি ঋতুকালে স্ত্রী গমন না করে, ঋতু ভিন্ন অন্য সময়ে অকামা স্ত্রীতে উপগত হয় আর যে ব্যক্তি অযোনিতে গমন করে, তাহাকে পাতকী হইতে হয়। যদি পূর্ব্বদিবসে অথবা ঋতু ভিন্ন অন্য কালে অনারোগ্য অবস্থায় স্ত্রী গমন করে, তবে তিনরাত্রি অনাহারে থাকিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। নারীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টি করা কিম্বা তাহার সহিত কামভাবে কথোপকথন করা বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ আচরণ না করিলে তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। পিত্রাদির শ্রাদ্ধদিনে স্ত্রীসহবাস করা অবিধেয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন আহার করিয়া নারীগমন করে, যদি তাহার ঔরসে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র পূর্ব্বোক্ত অন্নদাতা শূদ্রের পুত্র বলিয়াই গণনীয় হইবে এবং সে শূদ্রের সদৃশ ও বিপ্রকার্য্যাদিতে অনধিকারী হইবে। ঋতুস্নাতা স্ত্রী নিকটে উপস্থিত থাকিতেও যে ব্যক্তি

তাহাতে গমন না করে, তাহাকে ভয়ঙ্কর নরকে নিমগ্ন হইতে হয় এবং সে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে। যদি বিদেশে থাকে, তবে কোন দোষ নাই। ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিলে স্নানান্তে সেই পুরুষ বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু যদি ঋতু ব্যতীত অন্য কালে উপগত হয়, তাহা হইলে মূত্রপুরীষাদিশৌচের ন্যায় শৌচাচরণ করিবে। * পুরুষ ও স্ত্রী শয্যা স্পর্শ করিলে উভয়কেই অশুচি হইতে হয়। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া বস্ত্র ত্যাগাদি করিলেই নারী জাতি শুচি হয়। ঋতুকালে গমন করিলে স্নান করিয়া এবং অন্যকালে গমন করিলে মলমূত্রশৌচবৎ শৌচক্রিয়া করিয়া পুরুষ শুচি হয়। রাত্রির প্রথম প্রহরে ও শেষ প্রহরে নারীগমন করা নিষিদ্ধ। শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ঐ দুই প্রহর যাপন করিবে। মধ্য দুই প্রহরে শয়ন ও স্ত্রী [illegible] করিতে পারে। এইরূপ আচরণ করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। [illegible] বা আপন [illegible] তাহাকে [illegible] নরকে মগ্ন হইতে হয় আর নরকভোগের পর সেই ব্যক্তি নপুংসকের দেহ ধারণ করে সন্দেহ নাই।

ইতি গর্ভাধানব্যবস্থাকথনং।

পুংসবনব্যবস্থা।

অধুনা পুংসবন ব্যবস্থা বলা যাইতেছে। গর্ভাধান যে মাসে হয়, সেই মাস হইতে গণনা করত তৃতীয় মাসে, দশম দিনান্তরে পুংসবন ক্রিয়া সমাহিত করা কর্তব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয়ে যে প্রমাণ বলিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

তৃতীয়স্য গর্ভমাসস্য দশমদিবসে পুংসবনস্য কালঃ।

ইতি পুংসবনব্যবস্থাকথনং।

---

* মূত্রপুরীষাশৌচের ব্যবস্থা যথাস্থানে লিখিত আছে।

সীমন্তোন্নয়নব্যবস্থা।

সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালাচ্চেৎ কথঞ্চন।
হুত্বা তদৈব কুর্ব্বীত যে তূপনয়নাদধঃ॥

সীমন্তোন্নয়নের অগ্রে যদি পুংসবন না হয়, তবে সীমন্তোন্নয়নের অগ্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধা পূর্ব্বক তদন্তে সীমন্তোন্নয়ন সমাধা করিতে হয়।

অপিচ স্মার্ত্ত—

সা নাযাকৃতসীমন্তা প্রসূতে চ কদাচন।
অঙ্কে নিধায় তং বালং পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত এই যে, চতুর্থ মাসে, ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য। দৈববশে তাহা না হইয়া প্রসব হইলে শিশুকে অঙ্কে রাখিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিতে হয়।

ইতি সীমন্তোন্নয়নব্যবস্থাকথনং।

জাতকর্ম্মব্যবস্থা

আ
অং
তিন
দৃষ্টি
ব্র

পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক, জন্মিলে তৎপিতা সবস্ত্র স্নান অন্তে বিধানে জাতকর্ম্ম সমাধা করিবেন।

ইতি জাতকর্ম্মব্যবস্থাকথনং।

নামকরণব্যবস্থা।

যথা স্মৃতিঃ—

একাদশে দ্বাদশে বাহনি পিতা নাম কুর্য্যাৎ।

---

* ... কন্যা জন্মিলে যে সচেল স্নানাদি করতঃ বিশুদ্ধ হইতে হয়, তাহা ...র্ণিত আছে।

অধুনা নামকরণ ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে।—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যে, জন্মের পর একাদশ দিবসে বা দ্বাদশ দিবসে নামকরণ করিতে হয়।

জ্যোতিষে—

ধ্রুবচরমৃদুবর্গে বাজিহস্তা সমেতে
ক্ষণমুদরমথৈষাং সৎসু কেন্দ্রস্থিতেষু।
দিগবিশিবশতাহে তৎকুলাচারতো বা
শুভদিনতিথিযোগে নাম কুর্য্যাৎ প্রশস্তং ॥

জ্যোতিষেও দৃষ্ট হয় যে, ধ্রুবগণে, চরগণে ও মৃদুগণে এবং শুভদিনে জাতবালকের নামকরণ করা বিধেয়। † আর যাহার যেরূপ কুলাচার আছে, তদ্রূপ করিলেও দোষ নাই।

অপিচ মতান্তরে—

ততস্তু নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যাতং শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতং ॥
শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতিদত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥

মতান্তরে আরও বর্ণিত আছে যে, জাত বালকের জন্মের অবসানে দশম দিবসে তৎপিতা নামকরণ করিবে। ব্রাহ্মণেরা দেবশর্ম্মা, ক্ষত্রগণ ত্রাতা ও বর্ম্মা, বৈশ্যগণ ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রজাতি দাস এই উপাধিযুক্ত করিয়া নামকরণ করিবে।

ইতি নামকরণব্যবস্থাকথনং।

---

† ধ্রুবগণ—উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী। চরগণ স্বাতি, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা। মৃদুগণ—চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী।

অন্নপ্রাশনব্যবস্থা।

অধুনা অন্নপ্রাশন-ব্যবস্থা কথিত হইতেছে।—ছয় মাসে বা অষ্টম মাসে বালকের এবং পঞ্চম মাসে বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন দিতে হয়। শুভচন্দ্রে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে আর দ্বাদশী, সপ্তমী, প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, একাদশী এবং পঞ্চপর্ব্ব ব্যতীত রবি, সোম, শুক্র এই কয়বারে, শুক্লপক্ষে, প্রশস্ত নক্ষত্রে প্রথমতঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গৌরী প্রভৃতি মাতৃকার্চ্চনা, বসুধারা ও আয়ুষ্য জপ পূর্ব্বক বিহিত বিধানে পৌষ্টিক হোমাদি সমাপন করতঃ শিশুর মুখে অন্ন দিতে হয়। ইহার জ্যোতিষোক্ত প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

অন্নস্য প্রাশনং প্রোক্তং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বুধৈঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পঞ্চমে মাসি সপ্তমে প্রজগৌ মনুঃ।
পূর্ব্বে শাস্তকসর্পমূলরহিতেষ্ক্ষেষ্বার্ত্তবিস্তে তিথৌ
ষষ্ঠে মাসি সিতে জীবদিবসে গোজ্যক্ষমীনোদয়ে।
কেন্দ্রাষ্টান্ত্যত্রিকোণভৈঃ শুভযুতৈস্ত্রৈরেব পাপোজ্‌ঝিতৈঃ
হিত্বেন্দুং রিপুরন্ধ্রগং শিশুজনস্যান্নাশনং শোভনং।
দ্বাদশীসপ্তমীনন্দারিক্তাসু পঞ্চপর্ব্বসু।
বলমায়ুর্যশো হন্যাৎ শিশূনামন্নভোজনং॥

ইতি অন্নপ্রাশনব্যবস্থাকথনং।

চূড়াকরণব্যবস্থা।

জ্যোতিষে—

জন্মর্ক্ষে জন্মবারে চ যুগ্মমাসেঽথ বৎসরে।
ন কুর্য্যাৎ প্রথমং ক্ষৌরং বিশেষাচ্চৈত্রপৌষয়োঃ॥

ব্রাহ্মণের চূড়াকরণ ব্যবস্থা বলা যাইতেছে।—জ্যোতিষে এইরূপ কথিত আছে যে, জন্মমাস, জন্মতিথি, জন্মনক্ষত্র এবং দক্ষিণায়ন, এই

সকল কালে আর যুগ্মবর্ষে চূড়াকরণ করিতে নাই। চৈত্র ও পৌষ-মাসেও নিষিদ্ধ।

মনুসংহিতায়াং—

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমাব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিদর্শনাৎ॥

মনু বলিয়াছেন যে, জন্ম হইলে তৎপরে তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ করা কর্ত্তব্য। কোন কোন ব্যক্তিকে কুলনিয়মানুসারে প্রথম বৎসরে ও পঞ্চম বৎসরেও চূড়াকরণ করিতে দেখা যায়।

অন্যচ্চ জ্যোতিষে—

শ্রবণাদিত্রয় স্বাতী চিত্রা পুষ্যাশ্বিচন্দ্রকে।
আদিত্যে রেবতী হস্তা জ্যেষ্ঠা মূলে চ চৌড়কং॥
কৃত্তিকাস্থং রবিং ত্যক্ত্বা জ্যৈষ্ঠে জ্যেষ্ঠস্য কারয়েৎ।
উৎসবানি চ কার্য্যাণি দিক্ দিনানি বিবর্জ্জয়েৎ॥

জ্যোতিষের প্রমাণে আরও দৃষ্ট হয় যে, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, স্বাতী, চিত্রা, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, রেবতী, রোহিণী, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্র চূড়াকরণ ক্রিয়ায় উপযুক্ত। যদি কৃত্তিকা নক্ষত্রে রবি থাকে, তাহা হইলে চূড়াকরণ করিতে পারে না।

অপিচ—

জ্যেষ্ঠপুত্রস্য জ্যৈষ্ঠে দশাহাভ্যন্তরেপি চূড়ানিষেধঃ।

আরও লিখিত আছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের চূড়াকরণ নিষিদ্ধ। অগত্যা করিলে প্রথম দশদিন বর্জ্জন করতঃ উক্ত কার্য্য করিবে। এতদ্ব্যতীত রবি কুজ, মন্দ ভিন্ন অন্য বারে এবং রিক্তা, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ব্যতীত তিথিতে চূড়াকরণ যুক্তিসম্মত।

ইতি চূড়াকরণব্যবস্থাকথনং।

কর্ণবেধসংস্কারব্যবস্থা।

সংপ্রতি কর্ণবেধ সংস্কার ব্যবস্থার বিষয় বলা যাইতেছে।—উত্তরায়ণে, অযুগ্ম বৎসরে, চৈত্র পৌষ অগ্রহায়ণ ব্যতীত অন্য মাসে, শুক্লপক্ষে, সোম বুধ গুরু দৈত্যগুরু এই সকল বারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, আর পুষ্যা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রেবতী, অশ্বিনী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা, অনুরাধা, চিত্রা, স্বাতী এই কয় নক্ষত্রে যদি চন্দ্র তারা শুদ্ধ থাকে, তবে কর্ণবেধ করিতে দোষ নাই।

ইতি কর্ণবেধসংস্কারব্যবস্থাকথনং।

উপনয়নব্যবস্থা।

যথা স্মার্ত্তঃ—

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নমিতি।

অধুনা উপনয়নব্যবস্থা বলা যাইতেছে।—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন যে, যে কার্য্য দ্বারা অধ্যয়নার্থ আচার্য্যসকাশে নীত হয়, তাহার নাম উপনয়ন।

গোভিলঃ।

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্‌যোগ্যাং তস্যোপনয়নং বিদুঃ॥

এ বিষয়ে গোভিলের প্রমাণেও লিখিত আছে যে, যাহা দ্বারা অধ্যয়নার্থ আচার্য্যসকাশে নীত হওয়া যায়, তাহারই নাম উপনয়ন।

অধুনা উপনয়নের শাস্ত্রোক্ত কালাদি কথিত হইতেছে, যথা—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ষোড়শাব্দা হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বাবিংশতি।
বিংশতিঃ সচতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা।
সাবিত্রী নাতিবর্ত্তেত অত ঊর্দ্ধং নিবর্ত্ততে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বর্ণিত আছে যে, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইতে পারে এবং ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি ও বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিয়ম। ইহার ঊর্দ্ধ হইলেই সাবিত্রী পতিত হইয়া থাকে। ষোড়শবৎসরের মধ্যে উপনয়ন না হইলে তদূর্দ্ধে সেই ব্রাহ্মণকে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে শঙ্খ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ব্রাত্যশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ গোপ্রদানঞ্চ কুর্য্যাৎ চান্দ্রায়ণাশক্তৌ ধেন্বষ্টকং তন্মূল্যম্বা সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীগোমূল্যং কার্ষাপণ একঃ দক্ষিণার্থং মিলিত্বা সার্দ্ধত্রয়োবিংশতিকার্ষাপণী দেয়া।

অর্থাৎ ব্রাত্য ব্যক্তিকে চান্দ্রায়ণ বা গোদান করিতে হয়। তাহাতে অক্ষম হইলে আটটী ধেনু বা তন্মূল্য সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি কার্ষাপণী এবং এক কাহন দক্ষিণা, এই মোট সার্দ্ধত্রয়োবিংশতি কার্ষাপণী দান করা কর্ত্তব্য। তদন্তে উপনীত হইতে হয়।

শাস্ত্রান্তরে—

ব্রাত্যোচান্দ্রায়ণং ভুক্তানি সম্যক্ পাদেন শুদ্ধ্যতি।
যশ্চোপনয়েৎ ব্রাত্যান্ ত্রিঃ কৃচ্ছ্রৈঃ স শুদ্ধ্যতি॥

মতান্তরে আরও বর্ণিত আছে যে, যদি উপনয়নের প্রকৃত কালে উপনয়ন না হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে উপনীত হইবে। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে ৮ কাহন আর আচার্য্যকে নয় কাহন কড়ি দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাই শাস্ত্রসম্মত।

গোভিলঃ—

গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং।

গর্ভ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের আর একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও দ্বাদশবর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া বিধেয়। ইহার ঊর্দ্ধ হইলেই গৌণকাল বলা যায়।

অপিচ—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য নাতীতঃ কালো ভবতি।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য।
আচতুর্ব্বিংশাৎ বৈশ্যস্য।
অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকো ভবতি॥

যোড়শবর্ষ যাবৎ ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে এবং ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ আর বৈশ্যের পক্ষে চতুর্ব্বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিধি। যদি ইহার ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রম হয়, তাহা হইলে সাবিত্রী পতিত হয়।

অপিচ মনুবিষ্ণুঃ—

পিতৃমাতৃরহিতস্য নিঃস্বস্য দেশোপপ্লবাদিনা পতিতসাবিত্রীকস্য বিষয়ে তু।

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুতিষ্ঠেৎ যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ।
তত্ত্বয়াশক্তৌ ধেনুত্রয়ং বা তন্মূল্যং নবকার্ষাপণী দেয়া।

পিতামাতা অভাবে, অর্থের অভাবে, অথবা রাজবিপ্লব বশতঃ যদি প্রকৃত কালে উপনয়ন না হয়, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রত করত উপনয়ন গ্রহণ করিবে। যদি তাহাতে অক্ষম হয়, তবে তিনটী ধেনু দান করিবে বা তাহার মূল্যস্বরূপ ৯ কাহন বরাটক দান করা কর্ত্তব্য।

উপনয়নস্য বিহিত-কালবিচারঃ।

স্বাতীশক্রধনগশ্বামিত্রকরভে পৌষ্ণজ্যচিত্রাহরিম্বিন্দৌ, তোয়পতৌ ভগে দিতিসুতে ভাদ্রদ্বয়ে নাগরে। কেন্দ্রস্থে ভৃগুজেহঙ্গিরে শশিসুতে চন্দ্রে চ তারে শুভে, কর্ত্তব্যং ব্রতকর্ম্ম মঙ্গলতিথৌ বারাঃ সিতার্কেজ্যকাঃ।

স্বাতী, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা, অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, পুষ্যা, চিত্রা, শ্রবণা, মৃগশিরা, শতভিষা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, এই সমস্ত নক্ষত্রে; দৈত্যগুরু, দেবগুরু; বুধ ইহারা লগ্নের যদি চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থলে হয় এবং সোম, বুধ, গুরুবারে আর তারাচন্দ্র শুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তৎকালে উপনয়ন সংস্কার দিতে পারে।

অপিচ জ্যোতিষে—

জীবার্কেন্দুভৃগুশুদ্ধৌ হরিশয়নবহির্ভাস্করে চোত্তরস্থে,
স্বাধ্যায়ে দেববর্ণাধিপ ইহ শুভদে ক্ষৌরিভেনাদিতৌ চ।
শুক্রার্কেজ্যর্ক্ষলগ্নে রবিমদনতিথিং প্রোহ্য ষষ্ঠাষ্টমেন্দুং,
নোজীবাস্তাতিচারেকসিতগুরুদিনে কালশুদ্ধৌ ব্রতং স্যাৎ॥

পূর্ব্বোক্ত সকল নক্ষত্রে আর এখানে অতিরিক্ত যে সপ্তমী ও ত্রয়োদশী এই তিথিদ্বয় ও তিথিকৃত্য ব্যবস্থাতে যে স্মৃতিলিখিত অনধ্যায়ের উল্লেখ আছে, সেই সকল তিথি ভিন্ন অন্য তিথিতে উপনয়নসংস্কার করিবে।

পুনর্ব্বসৌ কৃতো বিপ্রঃ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

অর্থাৎ পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে উপনয়ন দিবে না।

সামগানাং কুজবারেপ্যুপনয়নং।

সামবেদীয়েরা মঙ্গলবারে উপনয়ন দিলে ক্ষতি নাই।

উপনয়নস্য মাসাদিবিচারঃ।

কৃত্যচিন্তামণৌ—

মাঘে দ্রবিণশী[illegible]ঢ্যঃ ফ[illegible] দৃঢ়ব্রতঃ।
চৈত্রে ভবতি মেধা[illegible] কাবিদো ভবেৎ।
জ্যৈষ্ঠে গহনশী[illegible]ভাজনঃ।
শেষেষন্যেষু শাস্ত্রিঃ স্যা[illegible]পি চ ব্রতং॥

কৃত্যচিন্তামণিতে বর্ণিত আছে যে, মাঘমাসে সে ব্যক্তির উপনয়ন হয়, সে ধনবান্ ও সুশীল হইয়া থাকে; ফাল্গুনমাসে হইলে দৃঢ়ব্রত হয়, চৈত্রমাসে হইলে সে মেধাবী হইয়া থাকে; বৈশাখে উপনয়ন হইলে বিদ্বান্ হয়, যদি জ্যৈষ্ঠমাসে উপনয়ন সংস্কার হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়। আষাঢ়মাসে হইলে যজ্ঞশীল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মাসে উপনয়ন দিবে না।

অনধ্যায়েপি কুর্ব্বীত যস্য নৈমিত্তিকং ভবেৎ।

প্রায়শ্চিত্তাত্মক উপনয়নসংস্কার হইলে তাহাকে উপনয়ন দিতে কালাকাল বিচার করিতে নাই।

স্মৃতিযুক্তাননধ্যায়ান্ সপ্তমীঞ্চ ত্রয়োদশীং।
পক্ষযোর্মাঘমাসস্য দ্বিতীয়াং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অনধ্যায় দিন, সপ্তমী এবং মাঘমাসের উভয়পক্ষীয় দ্বিতীয়া এই সমস্ত দিনে উপনয়ন নিষিদ্ধ।

অপিচ স্মার্ত্তঃ—

বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যাপি মৌঞ্জী স্যাদুত্তরায়ণে।
দক্ষিণে চ বিশাং কার্য্যং নানধ্যায়ে ন সংক্রমে॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এইরূপ বলেন যে, উত্তরায়ণকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মৌঞ্জী গ্রহণ করিবে এবং দক্ষিণায়নে বৈশ্যগণের ধারণ করা বিধেয়, পরন্তু অনধ্যায় দিবস ও সংক্রান্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ জানিবে।

ইতি উপনয়নসংস্কারব্যবস্থা কথনং।

বিবাহসংস্কারব্যবস্থা।

বিবাহই শূদ্রের পক্ষে প্রধান সংস্কার, অন্যান্য সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। এই যে দশটী সংস্কারের কথা বলা হইল, বিপ্র, ক্ষত্র ও বৈশ্যজাতি

ইহা মন্ত্র সহকারে সমাধা করিবে। বিবাহের ব্যবস্থা উদ্বাহখণ্ডে বিশেষ লিখিত আছে।

ইতি দশসংস্কারব্যবস্থাকথনং।

উদ্বাহব্যবস্থা।

উদ্বাহস্য প্রকারনির্ণয়ঃ।

অধুনা উদ্বাহব্যবস্থা বলা যাইতেছে। অগ্রে বিবাহ কয় প্রকার, তাহাই কথিত হইতেছে।—বিবাহ অষ্টবিধ; ব্রাহ্ম, দৈব আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। পৈশাচ বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ইহার প্রমাণ নিম্নে দৃষ্ট হইবে, যথা—

মনুসংহিতায়াং—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথা বার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

ইতি উদ্বাহস্য প্রকারনির্ণয়ঃ।

ব্রাহ্মবিবাহনিরূপণং।

এক্ষণে ব্রাহ্মবিবাহ কাহাকে বলে, তাহাই লিখিত হইতেছে।—বসন, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বরকে আবরণ ও পূজা করত বিদ্যানিপুণ সদাচারী সেই বরকে যে কন্যা প্রদান করা যায়, তাহার নাম ব্রাহ্মবিবাহ। প্রমাণ যথা,—

মনুসংহিতায়াং—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ইতি ব্রাহ্মবিবাহনিরূপণং।

দৈববিবাহনিরূপণং।

অধুনা দৈববিবাহ বিবৃত হইতেছে।—কোন বিস্তৃত যজ্ঞে যে পুরোহিত কর্ম্মকর্ত্তা থাকেন, তাঁহাকে বিভূষিতা কন্যা দান করিলেই তাহাকে দৈব বিবাহ বলা যায়। ইহার প্রমাণ যথা,—

মনুসংহিতায়াং—

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

ইতি দৈববিবাহনিরূপণং।

আর্ষবিবাহনিরূপণং।

এক্ষণে আর্ষবিবাহের নিরূপণ কথিত হইতেছে।—ধর্ম্মার্থে বরপক্ষ হইতে একটী বা দুইটী গোমিথুন লইয়া ঐ বরকে যে কন্যা সম্প্রদান করা যায়, তাহারই নাম আর্ষবিবাহ।* ইহার প্রমাণ যথা,—

মনুসংহিতায়াং

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥

ইতি আর্ষবিবাহনিরূপণং।

* ধর্ম্মার্থে অর্থাৎ যাগাদি সাধনার্থ কন্যা বিক্রয় করণ। একটি গাভী ও একটি বৃষ, ইহাকেই গোমিথুন কহে।

প্রাজাপত্যবিবাহনির্ণয়ঃ।

অধুনা প্রাজাপত্যবিবাহের নিয়ম বলা যাইতেছে।—"তোমরা দুইজন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তদনুসারে আচরণ কর" এই কথা বলিয়া বর ও কন্যাকে পূজাকরত বরপাত্রকে যে তনয়া সম্প্রদান করা যায়, তাহাকেই প্রাজাপত্যবিবাহ কহে। ইহার প্রমাণ যথা,—

মনুসংহিতায়াং—

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

ইতি প্রাজাপত্যবিবাহনির্ণয়ঃ।

আসুরবিবাহনির্ণয়ঃ।

এক্ষণে আসুর বিবাহের নিয়ম কথিত হইতেছে।—কন্যার পিতা বা অন্য যে কেহ অভিভাবক থাকে, তাহাদিগকে আর কন্যাকে সাধ্যানুসারে শুল্ক দিয়া বরের ইচ্ছামতে যে কন্যা গ্রহণ, তাহারই নাম আসুর বিবাহ। ইহার প্রমাণ যথা—

মনুসংহিতায়াং—

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

ইতি আসুরবিবাহনির্ণয়ঃ।

গান্ধর্ব্ববিবাহনির্ণয়ঃ।

গান্ধর্ব্ব বিবাহের নিয়ম কথিত হইতেছে।—বর ও কন্যা এই উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ যে বিবাহ হয়, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। এইরূপ বিবাহ মৈথুনাভিলাষে কামহেতু সংঘটিত হয়। ইহার প্রমাণ, যথা—

মনুসংহিতায়াং—

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥

ইতি গান্ধর্ব্ববিবাহনির্ণয়ঃ।

রাক্ষসবিবাহনির্ণয়ঃ।

রাক্ষস বিবাহের প্রণালী বলা যাইতেছে।—সবলে কন্যা হরণ করিলে সেই কালে কন্যা রোদন করিতে থাকে। তখন তাহার পিতা, মাতা বা আত্মীয় স্বজন সেই অপহারীকে আক্রমণ করিলে যদি হারক সবলে কন্যাকে আনয়ন করত বিবাহ করে, তাহা হইলেই তাহাকে রাক্ষস বিবাহ কহে। ইহার প্রমাণ, যথা—

মনুসংহিতায়াং—

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

ইতি রাক্ষসবিবাহনির্ণয়ঃ।

পৈশাচবিবাহনির্ণয়ঃ।

পৈশাচ বিবাহের প্রণালী বলিতেছি।—যদি কোন রমণী নিদ্রায় অজ্ঞানা থাকে, অথবা সুরাপানে অচেতন থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া বিহার করিলেই তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহই পাতকজনক ও অতীব অধম।

ইতি অষ্টবিধবিবাহনির্ণয়ঃ।

উদ্বাহস্য মাসাদিনিরূপণং।

অধুনা বিবাহের মাসাদি নিরূপণ বর্ণিত হইতেছে। যদি আষাঢ় মাসে কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ধনধান্যভোগশূন্য হয়; যদি শ্রাবণ মাসে বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার সন্তান ধ্বংস হয়; যদি ভাদ্র মাসে বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা বেশ্যা হইয়া থাকে; আশ্বিন মাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা আশু মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; কার্ত্তিক মাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা রোগিণী; পৌষ মাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা মৃতবৎসা ও বিয়োগী এবং চৈত্র মাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা মদনাতুরা হইয়া থাকে। এই কয় মাস ভিন্ন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, মার্গশীর্ষ ও ফাল্গুন মাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা ধনশালিনী ও পুত্রবতী হয়। ইহার প্রমাণ, যথা—

আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে
বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষে চ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে।
পৌষে প্রেতপতী বিয়োগবহুলা চৈত্রে [illegible] [illegible]মাদিনী
অন্যেষ্বেব বিবাহিতা সুতবতী নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ॥

অপিচ ভুজবলভীমঃ—

গ্রহশুদ্ধিমন্দ[illegible] [illegible] মাসায়নতু দিবসানা
অষ্টাদশ [illegible] মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাং।

ভুজবলভীম এই প্রকার বলিয়া গিয়াছেন যে, মলমাস ও কালাশুদ্ধিতে কন্যাদান করিবে না। যদি বয়ঃক্রম দশমোত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে মাসাদি বিচার করিতে নাই।

অপিচ গর্গঃ—

জ্যৈষ্ঠমাসি তথা মার্গে ক্ষৌরং পরিণয়ং ব্রতং।
জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্রোশ্চ যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

গর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে যে জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের এবং জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতে নাই।

ইতি উদ্বাহস্য মাসাদিনিরূপণং।

উদ্বাহস্য নক্ষত্রাদিবিচারঃ।

জ্যোতিষে—

শনৈশ্চরদিনে চৈব যদা রিক্তাতিথির্ভবেৎ।
তস্যাং বিবাহিতা কন্যা পতিসন্তানবর্দ্ধিনী॥

বিবাহের নক্ষত্রাদি বিচার বলা যাইতেছে।—জ্যোতিষে বর্ণিত আছে যে, শনিবার রিক্তা তিথি হইলে সেই দিন তনয়ার বিবাহ হইলে সেই কন্যা পতির পরমায়ু বর্দ্ধন করে এবং তদ্দ্বারা বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রিক্তা তিথি, বিষ্টিভদ্রা ও অমাবস্যা এই তিনটী ভিন্ন সকল তিথিতেই বিবাহ হইতে পারে। ঐ তিথিত্রয়ে বিবাহ হইলে পরমায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সোম, বুধ, গুরু ও শুক্র এই কয়টী বারেই বিবাহ দেওয়া বিধেয়। যদি রবিবার, শনিবার ও মঙ্গলবারে বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা বেশ্যা হইয়া থাকে। বিবাহে রোহিণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, মূলা, রেবতী, মৃগশিরা, মঘা, হস্তা, অনুরাধা, স্বাতী এই সকল নক্ষত্র প্রশস্ত। কেহ কেহ বলেন যে, যজুর্ব্বেদীয় বিবাহে ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, চিত্রা, অশ্বিনী এই সকল নক্ষত্র মধ্যম। মঘা ও মূলার আদ্যপাদ আর রেবতীর চতুর্থাংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক বিবাহের নক্ষত্র নির্ণয় করিতে হয়।

ইতি উদ্বাহস্য নক্ষত্রাদিবিচারঃ।

উদ্বাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিনিরূপণং।

অধুনা বিবাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি নির্ণয় বলা যাইতেছে।—বিবাহার্থ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিলে যদি তৎপরে কোন প্রকার অশৌচ ঘটে, তাহা হইলেও

ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ শ্রাদ্ধ, হোম ও দেবপূজা করিতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আরম্ভের অগ্রে অশৌচপাত হইলে ঐ সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধ। উহার প্রমাণ, যথা—

বিষ্ণুসূত্রে—
ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমার্চ্চনে তথা।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকঃ॥

পুত্রের নামকরণ, চূড়া, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে পিতা-পিতামহাদিকে পিণ্ডদান করা পুত্রের পিতারই কর্ত্তব্য। কি কন্যা, কি পুত্র, যাহারই কোন সংস্কার হউক না কেন, পিতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পুত্রস্থলে নামকরণ, চূড়া, যজ্ঞোপবীত ও বিবাহ এই সকল কর্ম্মে এবং কন্যার কেবল বিবাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। পুত্রের জাতকর্ম্মে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে নাই। কোন কারণে পিতা অসমর্থ হইলে অন্যকে প্রতিনিধি দিবে। ইহার প্রমাণ, যথা—

ছান্দোগ্যে—
স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিণ্ডানোদ্বহনাত্তেষাং তস্যাভাবেপি তৎক্রমাৎ॥

উদ্বাহে মাসোল্লেখঃ।

বিবাহ হেতু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইলে সৌরমাস উল্লেখ করিবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কালে চান্দ্রমাস এবং যজ্ঞ প্রভৃতিতে সাবন মাস গণনা করিবে। এ বিষয়ে পিতামহকথিত প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

আব্দিকে পিতৃকৃত্যে তু মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো ...

কন্যায়া বিবাহকালনির্ণয়ঃ।

রাজমার্ত্তণ্ডে—

অযুগ্মে দুর্ভগা নারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ।
তস্মাৎ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহে যা পতিব্রতা॥

অধুনা কন্যার বিবাহের উপযুক্ত কাল বলা যাইতেছে।—রাজমার্ত্তণ্ডে লিখিত আছে যে, অযুগ্মবর্ষে কন্যার বিবাহ দিলে সেই কন্যা ভাগ্যহীন হয় আর যুগ্মবর্ষে বিবাহ দিলেও বিধবা হইয়া থাকে; সুতরাং গর্ভান্বিত যুগ্মবর্ষে বিবাহ দেওয়াই বিধেয়; তাহা হইলে সেই কন্যা পতিব্রতা হয়, ইহাতে এই বুঝা গেল যে, গর্ভস্থ নয় মাস ধরিয়া গণনা পুর্ব্বক যুগ্মবর্ষে বিবাহ দিবে। সুতরাং বোধগম্য হইল যে, ছয়বর্ষ ত্রিমাস বয়ঃক্রমের পর সপ্তবর্ষ ত্রিমাস যাবৎ এবং আটবর্ষ ত্রিমাসের পর নবমবর্ষ ত্রিমাস যাবৎ বিবাহের যোগ্য কাল। ইহার জ্যোতিষোক্ত প্রমাণ, যথা—

মাসত্রয়াদূর্দ্ধমযুগ্মবর্ষে যুগ্মে তু মাসত্রয়মেব যাবৎ।
বিবাহশুদ্ধিং মুনয়ো বদন্তি গর্গাদয়ো জ্যোতিষি জন্মমাসাৎ॥

স্মৃতৌ—

সপ্তসম্বৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥

স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, কন্যার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমের পরই বিবাহ দেওয়া যাবতীয় বর্ণের উচিত। ইহার অতিক্রম করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী, দশমবর্ষীয়াকে কন্যকা এবং তদূর্দ্ধ বয়ঃক্রম হইলেই তাহাকে রজস্বলা কহে। সুতরাং যখন কন্যা দশমবর্ষে উপনীত হইবে, তৎকালে সুধীগণ যত্নসহ কন্যাদান করিবেন। তখন চৈত্র ও পৌষ মাস ভিন্ন আষাঢ়াদি নিষিদ্ধ কাল বিচার করিবে না। ফল কথা, আটবর্ষ হইতে দশবৎসর বয়ঃক্রম যাবৎই কন্যাদানের প্রশস্ত কাল। ইহার পরে হইলেই তাহাকে

গৌণকাল কহে। গৌণকালে কালাশুদ্ধি দোষ নাই। কিন্তু দশম বর্ষ হইলে আর যুগ্মবর্ষ বিবেচনা করিবে না, তৎপরেই রজস্বলা হইবার সম্ভব। এই যে সকল বিষয় উক্ত হইল, অঙ্গিরা এই বিষয়ে যে প্রমাণ দেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ॥

মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, যদি উত্তম ও গুণশালী পাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে যখন ইচ্ছা কন্যার বিবাহ দিবে, তাহাতে কালাকাল বিচার করিবে না। প্রমাণ যথা—

মনুসংহিতায়াং—
উৎকৃষ্টাভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥

মনু আরও বলিয়াছেন যে, অবিবাহিতা কন্যা গৃহে মৃত্যুকাল যাবৎ থাকিবে, তথাপি নির্গুণ পাত্রে দান করিবে না। প্রমাণ যথা—

অপিচ মনুসংহিতায়াং—
কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

ইতি কন্যায়া বিবাহকালনির্ণয়ঃ।

অনূঢ়াকন্যায়া রজোযোগতো দোষঃ।

অনূঢ়াবস্থায় তনয়া পিত্রালয়ে থাকিয়া যদি রজস্বলা হয়, তাহা হইলে সেই পিতাকে ভ্রূণহত্যার পাপে মগ্ন হইতে হয়। সেই কন্যার নাম

বৃষলী। যে ব্যক্তি তাহাকে নারীরূপে গ্রহণ করে, তাহাকে বৃষলীপতি কহে। বৃষলীপতি ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না এবং তৎসহ আহার-বিহারাদি করাও ধর্ম্মসিদ্ধ নহে। এই বিষয়ে অত্রি ও কশ্যপ যেপ্রকার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

পিতৃগৃহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা।
যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্‌বৃষলীপতিং॥

ইতি অনূঢাকন্যায়া রজোযোগতো দোষঃ।

নিষিদ্ধকন্যালক্ষণং।

যেপ্রকার কন্যাকে বিবাহ করিবে না, এক্ষণ তাহা কথিত হইতেছে।—কাশ্যপ বলিয়া গিয়াছেন যে, সপ্তবিধ পুনর্ভূ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। সপ্তবিধ পুনর্ভূ কন্যার লক্ষণ বিবৃত হইতেছে। যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা হইয়াছে, যাহাকে মন দ্বারা দান করা হইয়াছে, যাহার মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন হইয়াছে, যাহাকে উদকাদি স্পর্শপূর্ব্বক দান করা হইয়াছে, যাহার একবার বিবাহ হইয়াছে, যে কন্যা অগ্নি-সমক্ষে সাক্ষ্যরূপে বিবাহে প্রতিশ্রুতা, আর এই সকল কন্যার গর্ভে যে তনয়া জন্মে, তাহারাই বিবাহের অযোগ্য ও অধমা বলিয়া পরিগণিত। ইহাদিগকে বিবাহ করিলে পরিণেতার বংশ নষ্ট হইয়া যায়। এ বিষয়ে কাশ্যপোক্ত প্রমাণ, যথা—

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যা তু যা চ পাণিগৃহীতিকা।

অগ্নিং পরিগতা যা তু পুনর্ভূপ্রসবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ ॥

ইতি নিষিদ্ধকন্যালক্ষণং।

অকৃতদারে জ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠস্য বিবাহ দোষঃ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহে কি দোষ হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—জ্যেষ্ঠ সহোদর অকৃতদার থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি বিবাহ করে, তবে কনিষ্ঠ পরিবেত্তা এবং জ্যেষ্ঠ পরিবিত্তি ও কন্যা পরিবেদনীয়া হয়, আর দাতাকে পরিদায়ী হইতে হয় ও যাজক পরিকর্ত্তা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে পতিত বলিয়া জানিবে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি ইহাদের সংসর্গে বাস করে, তাহাদিগকেও পতিত হইতে হয়। হারীতসংহিতায় ইহার যে প্রকার প্রমাণ আছে, তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইল, যথা—

জ্যেষ্ঠেঽনির্ব্বিষ্টে কনীয়ান্নির্ব্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি।
পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা পরিদায়ী দাতা।
পরিকর্ত্তা যাজকঃ তে সর্ব্বে তত্তৎসংসর্গিনশ্চ পতিতাঃ ॥

জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদেশে থাকিলে, ক্লীব বা পতিত হইলে, চিররুগ্ন হইলে, অথবা জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, কুষ্ঠী, বামন, অতিবৃদ্ধ, কিম্বা যথেচ্ছাচারী হইলে, অথবা যদি সে তস্কর বা বেশ্যাসক্ত হয়, তাহা হইলে পরিবেত্তা দোষের ভয় নাই; সে স্থলে জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে। ইহার প্রমাণ যথা—

ছন্দোগপরিশিষ্টে—
দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণা ন সহোদরান্।
বেশ্যাভিসক্তপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ।

জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্ ।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিশক্তান্ নৃপস্য চ ।
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা ।
কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ন দুষ্যতি ॥

ইতি অকৃতদারে জ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠস্য বিবাহে দোষঃ ।

অনূঢ়ায়াং জ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়া বিবাহে দোষঃ ।

যথা দেবলঃ—
জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়াং মুহ্যতেঽনুজা ।
সা চাগ্রে দিধিষুর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা চ দিধিষুঃ স্মৃতা ॥

জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনূঢ়া বিদ্যমানে কনিষ্ঠার বিবাহে যে দোষ হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—যদি জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনূঢ়া বিদ্যমানে কনিষ্ঠার বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা দিধিষু ও তৎপতি দিধিষুপতি হয় ।

ইতি অনূঢ়ায়াং জ্যেষ্ঠাযাং কনিষ্ঠায়া বিবাহে দোষঃ ।

অথ তিথিকৃত্যব্যবস্থা ।

জন্মতিথিকৃত্যং ।

তিথিকৃত্য ব্যবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে জন্মতিথি ব্যবস্থা বিবৃত হইতেছে।—প্রতিবর্ষেই জন্মতিথিতে সেই তিথির ও জন্মনক্ষত্রের অর্চ্চনাদি করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু মলমাস হইলে তখন না করিয়া শুদ্ধমাসে করিতে হয়। গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ করাই

জন্মতিথিতে বিধেয়। উক্ত তিথিতে দূর্ব্বা, গোরোচনা, গুগ্‌গুল, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পূজান্তে সপ্তচিরজীবীর নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। যাহাহউক, জন্মতিথিতে যেরূপে যাহার যাহার পূজা করিবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মপুরাণে—

গুরুদেবাগ্নিবিপ্রাশ্চ পূজনীয়া প্রযত্নতঃ।
স্বনক্ষত্রঞ্চ পিতরৌ তথা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
প্রতিসম্বৎসরঞ্চৈব কর্ত্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ॥

জন্মতিথিদিবসে গুরু, দেব, বহ্নি, বিপ্র, জন্মনক্ষত্র, পিতা, মাতা ও ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া মহোৎসব ও বিপ্রভোজনাদি করাইতে হয়। ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

অপিচ স্মার্ত্তঃ—

তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোমী তিলপ্রদঃ।
তিলভুক্ তিলবাপী চ ষট্‌তিলী নাবশীদতি॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন যে, তিলোদ্বর্ত্তন, তিলজলে স্নান, তিলহোম. তিলদান, তিলভক্ষণ, তিলবপন জন্মতিথিতে এই ছয় কার্য্য করিতে হয়। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কদাচ অবসন্ন হয় না।

জন্মতিথিতে ব্যাস, পরশুরাম, দ্রৌণি, কৃপাচার্য্য, বলি, প্রহ্লাদ, হনুমান ও বিভীষণ এই সকল চিরজীবীদিগের পূজা করিয়া ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়ের অর্চ্চনা করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে যথা—

চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা।
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥

তৎপরে স্বনক্ষত্র, জন্মতিথি, ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজা করিবে; কিন্তু অগ্রে বিষ্ণুপূজা করিতে হয়, নচেৎ কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। প্রমাণ যথা—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

জন্মতিথিদিবসে নখচ্ছেদন, কেশকর্ত্তন, মৈথুন, আধ্বান, আমিষভোজন, কলহ, হিংসা প্রভৃতি করিতে নাই। প্রমাণ যথা—

স্কন্দপুরাণে—
খণ্ডনং নখকেশানাং মৈথুনাধ্বানমেব চ।
আমিষং কলহং হিংসাং বর্ষবৃদ্ধৌ পরিত্যজেৎ॥

কুজবারে যাহার জন্মতিথি হয়, তাহার জন্মনক্ষত্র যোগ না থাকিলে সে বর্ষে নানারূপ বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং গ্রহবিপ্র, দেবতা প্রভৃতির অর্চ্চনা বা গ্রহহোম করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ গ্রহের উদ্দেশে দানাদি করা বিধেয়। যদি নক্ষত্র যোগ না হয়, তবে কাঞ্চন দান, অশুভ বারের যোগ হইলে মুক্তা দান আর সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

কৃতান্তকুজয়োর্ব্বারে যস্য জন্মদিনং ভবেৎ।
অনৃক্ষ-যোগনংপ্রাপ্তৌ বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।
তস্য সর্ব্বৌষধিস্নানং গ্রহবিপ্রসুরার্চ্চনং।
গ্রহানুদ্দিশ্য হোমো বা গ্রহাণাং প্রীতিমিচ্ছতা॥

যে মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে॥

ইতি জন্মতিথিকৃত্যং।

---

* শূদ্রেরা মন্ত্র পাঠ করিবেনা, সে স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইলেই চলিবে।

অথ প্রতিপৎকৃত্যং।

পরাশরসংহিতায়াং—
ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ॥

এক্ষণে প্রতিপৎকৃত্য বলা যাইতেছে।—ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী প্রতিপৎ তিথিই প্রশস্ত। উহাতে যুগ্মাদরতা নাই। কেবলমাত্র হরিবাসরে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়া পঞ্চমী বেধা দশমী চ ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশী চোপবাসে হন্যুঃ পূর্ব্বোত্তরে তিথিঃ॥

কৃষ্ণপ্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্তা শুক্ল প্রতিপৎ অমাবস্যাযুক্তা হইলেই প্রশস্ত; পরন্তু উপবাসস্থলে দ্বিতীয়াযুক্তা কৃষ্ণা প্রতিপৎ প্রশস্ত হইতে পারে না।

বলিপ্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ।
অত্র ত্বাং নরশার্দ্দূল হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সালঙ্কৃতাঃ।
পুষ্পদীপপ্রদানেন পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

কার্ত্তিকমাসের শুক্ল প্রতিপৎ তিথিতে বলির পূজা করিবে, তাহা হইলে হৃষ্টপুষ্ট ও ধনবান্ হইতে পারে। *

---

* মতান্তরে এই প্রতিপৎকে দ্যূতপ্রতিপৎ কহে। এই দিনে হরগৌরী দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন। উহাতে গৌরীর জয় হয়, সুতরাং শিব দুঃখিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ দিবসে লোক ক্রীড়া করিয়া সম্বৎসরের জয় পরাজয়ের ফলাফল নিরূপণ করে। এই দিনে গঙ্গাস্নান ও দান করিলে শতগুণ পুণ্য হয়। প্রমাণ যথা—

শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে।
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিতা।
তস্মাৎ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধস্তু লব্ধনাশকরো ভবেৎ।
স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেস্যাস্তিথৌ ভবেৎ॥

রোহিণী প্রতিপদ্‌যুক্তা মার্গে মাসি সিতেতরা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমাঃ ॥

অগ্রহায়ণের রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথি হইলে সেই দিন গঙ্গাস্নানে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফললাভ হইয়া থাকে।

নন্দাসু নাভ্যঙ্গমুপাচরেচ্চ ক্ষৌরঞ্চ রিক্তাসু জয়াসু মাংসং।
পূর্ণাসু যোষিৎ পরিবর্জনীয়া ভদ্রাসু সর্ব্বাণি সমাচরেচ্চ ॥

নন্দা তিথিতে তৈলমর্দ্দন, রিক্তা তিথিতে ক্ষৌর ক্রিয়া, জয়া তিথিতে মাংস সেবন, পূর্ণা তিথিতে মৈথুন এবং ভদ্রা তিথিতে উক্ত সকল কার্য্যই পরিত্যাগ করিবে।

দ্বিতীয়াকৃত্যং।

প্রতিপৎযুক্তা কৃষ্ণা দ্বিতীয়া বা শুক্লা দ্বিতীয়া প্রশস্ত। প্রমাণ যথা—

প্রতিপৎ সদ্বিতীয়া স্যাৎ দ্বিতীয়া প্রতিপদ্‌যুতা।

দ্বিতীয়া, একাদশী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা এই সমস্ত তিথি উপবাসবিধিতে পরযুক্তা হইলে প্রশস্ত। কিন্তু শুক্লা তিথিতে নহে। আর শুক্লা একাদশী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা উপবাসবিধিতে পরযুক্তা গ্রাহ্য। প্রমাণ যথা—

দ্বিতীয়ৈকাদশী ষষ্ঠী তথা চৈবাষ্টমী তিথিঃ।
বেধাদধস্তাদ্ধন্যুস্তা উপবাসে তিথীস্ত্বিমাঃ।
একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া চ চতুর্দ্দশী।
ত্রয়োদশ্যাপ্যমাবস্যা উপোষ্যাঃ স্যুঃ পরান্বিতাঃ ॥

আষাঢ় মাসের পুষ্যাযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হয়। নক্ষত্রযুক্তা না হইলেও তদ্দিনে যাত্রা মহোৎসব ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইলে জগন্নাথ প্রীত থাকেন। প্রমাণ যথা—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যাত্রোৎসবং প্রকুর্ব্বীত প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্।
ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম॥

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে। তদ্দিনে ভগিনীরা ভ্রাতার পূজা না করিলে সপ্তজন্ম ভ্রাতৃহীন হয়। প্রমাণ যথা—

কার্ত্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভ্রাতৃপূজনং।
যা ন কুর্য্যাদ্বিনশ্যন্তি ভ্রাতরঃ সপ্তজন্মনি॥

কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে যম ও যমুনার পূজা করিবে। তদ্দিনে নিজগৃহে আহার না করিয়া ভগ্নীর হস্তে আহার, ভগিনীদত্ত দান গ্রহণ ও ভগিনীকে দান করিবে। প্রমাণ যথা—

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহে স্বয়ং।

তস্মান্নিজগৃহে পার্থ ন ভোক্তব্যমতো বুধৈঃ।
যত্নেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিশেষতঃ॥

নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িয়া ভ্রাতার হস্তে অন্ন দিতে হয়, যথা—
ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

জ্যেষ্ঠা হইলে ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং পাঠ করিবে।

পঞ্চমে চ তথা ভাগে সম্বিভাগো যথার্হতঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
সম্বিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুগ্‌ভবেৎ॥

পঞ্চম যামার্দ্ধকালে ভ্রাতাকে আহার করাইয়া পরে গৃহস্থেরা আহার করিবে। *

প্রেতকাচ্চ দ্বিতীয়া যা প্রেতপক্ষে গতে তু যা।
যা তু কোজাগরে যা তু চৈত্রাবল্যাঃ পরেপি চ।
চাতুর্মাস্যসমাপ্তে চ দ্বিতীয়া যা ভবেত্তিথিঃ।
সর্ব্বাস্বেতাস্বনধ্যায়ঃ পুরাণৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অপর পক্ষান্তে শুক্লা দ্বিতীয়া, কোজাগরের পর কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া, চৈত্র পূর্ণিমার পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তৃতীয়ার সহিত যুগ্মাদর, সুতরাং ঐ সকল দিনে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।

তথা যমদ্বিতীয়ায়াং যাত্রায়াং মরণং ভবেৎ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হয়।

তৃতীয়াকৃত্যং।

রম্ভাখ্যাং বর্জ্জয়িত্বা তু তৃতীয়াং মুনিসত্তম।
অন্যেষু সর্ব্বকার্য্যেষু গণযুক্তা প্রশস্যতে॥

রম্ভাব্রত ভিন্ন যাবতীয় দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য চতুর্থীযুক্তা তৃতীয়াতে করিবে।

বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র শুক্লপক্ষে তৃতীয়িকা।
অক্ষয়া যা তিথিঃ প্রোক্তা কৃত্তিকা রোহিণীযুতা।
তস্যাং দানাদিকং পুণ্যমক্ষয়ং সমুদাহৃতং॥

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াকে অক্ষয় তৃতীয়া কহে। উহা কৃত্তিকা ও রোহিণীযুক্তা। ঐ দিনে দানাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। †

---

* দিবসকে আটভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে। উহার পঞ্চম যামার্দ্ধকালে ভ্রাতাকে ভোজন করাইতে হয়।

† ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়াতে জগদীশ্বর যবসৃজন করত সত্যযুগ উৎপাদন করেন, এই হেতু তদ্দিনে যবদ্বারা হরির পূজা যবহোম ও যবান্ন বিপ্রকে ভোজন করাইবে। ঐ দিনে গঙ্গাদেবী ধরায় অবতীর্ণ হন; সুতরাং

চতুর্থীকৃত্যং।

চতুর্থী সংযুতা কার্য্যা তৃতীয়য়া চ চতুর্থিকা।
তৃতীয়য়া যুতা নৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ ক্বচিৎ।
অমা বৈ সোমবারেণ রবিবারেণ সপ্তমী।
চতুর্থী ভৌমবারেণ অক্ষয়াদপি চাক্ষয়া॥

চতুর্থীর পঞ্চম যুগ্মাদর হইয়া থাকে, সুতরাং পঞ্চমীযুক্তা চতুর্থীই প্রশস্ত, তদ্দিনেই দৈবাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, পরন্তু গণেশব্রত তৃতীয়া যুক্তাতে করিতে হয়। সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী আর কুজবারে চতুর্থী হইলে অক্ষয়া হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ্যাশ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশীতিথেঃ।
প্রদোষেধ্যয়নং ধীমান্ ন কুর্ব্বীত সপাক্রমং॥

ত্রযোদশী, চতুর্থী, সপ্তমী, দ্বাদশী এই সকল তিথিতে প্রদোষসময়ে অধ্যযন নিষিদ্ধ। *

পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষযোরুভয়োরপি।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন॥

শিব গঙ্গা হিমালয কৈলাস ভাগীরথী ও সগর রাজার অর্চ্চনা করিবে। এই দিবসে শ্রদ্ধাবান হইয়া গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক তপহোমাদি করিলে অক্ষয স্বর্গলাভ হয। প্রমাণ যথা।

বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ।
যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চারব্ধবান্ কৃতং।
ব্রহ্মলোকাত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ।
তস্যাং কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
যবান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রয়তঃ প্রাশয়েদ্‌যবান।
পূজয়েচ্ছঙ্করং গঙ্গাং কৈলাসঞ্চ হিমালয়ং।
ভগীরথঞ্চ নৃপতিং সাগরাণাং সুখাবহং;
স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং জপহোমাদিকঞ্চ যৎ।
শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে তত্র তদনন্ত্যায় কল্পতে॥

* প্রথম প্রহরের নাম প্রদোষ।

ভাদ্র মাসের কি শুক্লা কি কৃষ্ণা চতুর্থীতে চন্দ্রদর্শন করিতে নাই, উহাকে নষ্টচন্দ্র কহে।

পঞ্চমীকৃত্যং।

চতুর্থীসংযুতা গ্রাহ্যা পঞ্চমী পরয়া ন তু।

পঞ্চমী চতুর্থীসংযুক্তা হইলে তাহাই প্রশস্ত। ষষ্ঠীযুক্ত হইলে তাহা গ্রাহ্য নহে।

সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাং দেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাং॥

জনার্দ্দনের শয়নাবস্থায় কৃষ্ণাপঞ্চমীতে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে প্রাঙ্গণে সিজবৃক্ষবাসিনী মনসা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ইহারই নাম নাগপঞ্চমী।

চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী প্রপূজিতা।
সৌভাগ্যমতুলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ং।
পঞ্চম্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ।
মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ॥

মাঘমাসীয় শুক্লা চতুর্থীর নাম বরদা। তদ্দিনে গৌরীর অর্চ্চনা করিবে। ঐ মাসের পঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অর্চ্চনা করত মস্যাধার এবং লেখনীর অর্চ্চনা করিবে। এই দিনে লেখন ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠীকৃত্যং।

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠী চারণ্যসংজ্ঞিকা।
ব্যজনৈককরাস্তস্যা নটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ॥

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ষষ্ঠীর নাম অরণ্য ষষ্ঠী। এই দিবসে নারীগণ ব্যজন হস্তে লইয়া বনমধ্যে ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা করিবে। *

---

* দেশবিশেষে লোকাচারে ইহাকে জামাইষষ্ঠী কহে।

যেয়ং ভাদ্রপদে শুক্লা ষষ্ঠী ভবতসত্তম।
স্নানদানাদিকং তত্র সর্ব্বমক্ষয়মুচ্যতে ॥

ভাদ্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠীর নাম অক্ষয়া ষষ্ঠী। এই দিনে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।

আশ্বিনমধিকৃত্য—
ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরোর্ব্বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষমূলে দুর্গাদেবীর বোধন করিবে।

যেয়ং মার্গশিরে মাসি ষষ্ঠী ভবতসত্তম।
পুণ্যা পাপহরা ধন্যা শিবা শান্তা গুহপ্রিয়া ॥

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম গুহষষ্ঠী। ইহা পুণ্যপ্রদা, পাপ নাশিনী ও ধন্যা।

চৈত্রমধিকৃত্য —
ষষ্ঠ্যাং স্কন্দস্য কর্ত্তব্যা পূজা সর্ব্বোপচারিকা।
ইহৈব সুখসৌভাগ্যমন্তে বিষ্ণুপুর ব্রজেৎ ॥

চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকের পূজা করিলে ইহলোকে সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয় এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করে। ইহারই নাম স্কন্দষষ্ঠী।

কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী।
এতাঃ পূর্ব্বযুতাঃ কার্য্যাস্তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ ॥

জন্মাষ্টমী, স্কন্দষষ্ঠী, শিবরাত্রি এই সকল তিথি পূর্ব্বযুতা গ্রাহ্য, তিথি অন্তে পারণা কর্ত্তব্য।

সপ্তমীকৃত্যং।

সা চ ষষ্ঠীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।

যুগ্মাদরবশতঃ ষষ্ঠীযুতা সপ্তমীই প্রশস্ত।

পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সম্মুখী তিথিঃ॥
ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ॥

পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ ও নবমী এই সমস্ত তিথি উপবাসবিধিতে ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী পূর্ব্ববিশিষ্টা গ্রহণীয়া, কিন্তু হরিবাসরে পরযুক্তা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ষষ্ঠীসমেতা কর্ত্তব্যা সপ্তমী নাষ্টমীযুতা।

ষষ্ঠীযুক্তা সপ্তমীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য, অষ্টমীবিশিষ্ট সপ্তমীতে করিবে না।

শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ।
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলং॥

শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিযুক্তা রবিবারকে বিজয়া সপ্তমী বলে। এই দিনে দান করিলে মহাফল হইয়া থাকে।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং ললিতালয়ে।
স্থাপ্য শিবং লেখয়িত্বা মণ্ডলে তু সমাহিতঃ।
পূজয়েচ্চ সদা তস্য দুষ্প্রাপ্যং নৈব বিদ্যতে॥

ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ললিতা দেবীর গৃহে মণ্ডলমধ্যে শিবদুর্গা অঙ্কন করত বিধানে পূজা করিলে তাহার দুর্লভ জগতে কিছুই থাকে না।

সূর্য্যগ্রহণতুল্যা হি শুক্লমাঘস্য সপ্তমী।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলং।

মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তমী কোটিভাস্করা।
দদ্যাৎ স্বর্য্যার্ঘ্যদানাভ্যামায়ুরারোগ্যসম্পদঃ।
অরুণোদয়বেলায়াং শুক্লমাঘস্য সপ্তমী।
গঙ্গা.াং যদি লভ্যেত স্বর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীর দিন অরুণোদয় কালে গঙ্গাস্নান করিলে শতস্বর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল হইয়া থাকে। তৎকালে যদি দানাদি করে তবে বহুসম্পত্তি লাভ হয়। এই সপ্তমীর নাম মাকরী সপ্তমী। ইহার অন্য নাম যুগাদ্যা। মাকরী সপ্তমীতে স্নানাদি করত সপ্ত বদরীপত্র ও সপ্ত অর্কপত্র মস্তকে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—

যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী।

আশ্বিনী শুক্লপক্ষীয়া নবমী, কার্ত্তিকী দ্বাদশী, চৈত্রী শুক্লাতৃতীয়া, ভাদ্রমাসের শুক্লা তৃতীয়া, ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা, পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী, আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী, আষাঢ় কার্ত্তিক ফাল্গুন চৈত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার নাম মন্বন্তরা। এই সমস্ত দিনে দানাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়, প্রমাণ যথা—

অশ্বযুক্ শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকী তথা।
তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ।
ফাল্গুনস্যাপ্যমাবস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।
আষাঢ়স্যাপি দশমী তথা মাঘস্য সপ্তমী।
শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়স্য পূর্ণিমা।
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী সিতা।
মন্বন্তরাদয়স্তে তা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ।

অষ্টমীব্রতং।

(জন্মাষ্টমী দূর্ব্বাষ্টমী ভীষ্মাষ্টমী অশোকাষ্টমী ইত্যাদি)

সা চ শুক্লানবমীযুক্তা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ কৃষ্ণা চ সপ্তমীযুক্তা গ্রাহ্যা।

শুক্লাষ্টমী তিথি শুক্লনবমীযুক্তা এবং কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণাসপ্তমী সমন্বিতা হইলেই গ্রাহ্য।

কৃষ্ণপক্ষেষ্টমী চৈব কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী।
পূর্ব্বাবিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা পরবিদ্ধা ন কুত্রচিৎ।
উপবাসাদিকার্য্যেষু এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

কৃষ্ণাষ্টমী ও চতুর্দ্দশী উপবাসস্থলে পূর্ব্বতিথিসমেতা হইবে, আর শুক্লপক্ষে পরতিথিযুক্তা প্রশস্তা।

শনৈশ্চরস্য বারেণ তথৈবাঙ্গারকস্য চ।
কৃষ্ণাষ্টমীচতুর্দ্দশ্যৌ পুণ্যাৎ পুণ্যতরে স্মৃতে॥

শনৈশ্চরবারে ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণাষ্টমী ও চতুর্দ্দশী হইলে অতীব পুণ্যপ্রদ হয়।

সোমবারেপ্যমাবস্যা আদিত্যাহে তু সপ্তমী।
চতুর্থ্যঙ্গারবারে তু অষ্টমী চ বৃহস্পতৌ।
অত্র যৎ ক্রিয়তে পাপমথবা ধর্ম্মসঞ্চয়ং।
ষষ্টিজন্মসহস্রাণি প্রতিজন্ম তদক্ষয়ং॥

সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী আর বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে যদি সেই সেই দিনে পাপ বা ধর্ম্ম ক্রিয়া করা যায়, তবে সেই পাপ বা পুণ্য ষষ্টিসহস্র বর্ষ যাবৎ অক্ষয় হয়।

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোসৌ দেবকীসুতঃ॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে সাবর্ণিক মন্বন্তরের আদ্যযুগে দেবকীর উদরে শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভব হয়।*

* বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, শ্রীহরি মহামায়াকে বলিয়াছিলেন, আমি বর্ষাকালে

শ্রাবণে বা নভস্যে বা রোহিণী সহিতাষ্টমী।
যদা কৃষ্ণে নরৈর্লব্ধা সা জয়ন্তীতি কীর্ত্তিতা॥

শ্রাবণ অথবা ভাদ্রমাসের রোহিণীসমেতা কৃষ্ণাষ্টমীকে জয়ন্তী কহে। ইহারই নাম জন্মাষ্টমী। *

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা নিশার্দ্ধে দৃশ্যতে যদি।
মুখ্যকালঃ স বিজ্ঞেয়স্তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ।
অর্দ্ধরাত্রে তু রোহিণ্যাং যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
তস্যামভ্যর্চ্চনং শৌরের্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজং॥

বোহিণীসমেতা অষ্টমীব নিশার্দ্ধসময়ে মুখ্যকাল বশত ব্রত কবিতে হয়। বোহিণীসমেতা কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধনিশাসময়ে ভগবান হবিব আবাধনা কবিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ ধ্বংস হয়।

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎ নবমী সকলা যদি।
ভবেত্তু বুধসংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে মানবা বিভো॥

যদি সূর্যোদয় সময়ে কিঞ্চিৎ বোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকে, আব তাহাব পবে পূর্ণ নবমী হয় আব সোম বা বুধবাব হয়, তবে সন্ধ্যাকাল ত্যাগ কবত তৎকালে ব্রত কর্তব্য।

ভাদ্রমাসেব কৃষ্ণাষ্টমীতে নিশীথকালে জন্মগ্রহণ কবিব, তুমি নবমীতে অবতীর্ণ হইও। যথা—

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিস্ত্বমবাপ্স্যসি॥

* একবার ভাদ্রমাসেব নাম এবং পুনরায় শ্রাবণ মাসেব নাম উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রাবণ মাসেব মুখ্যচন্দ্রে আর ভাদ্রমাসের গৌণচন্দ্রে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী হয়; সুতবাং দুই মাসেরই নাম উল্লেখ হইয়াছে। ফলকথা ভাদ্রের উল্লেখই বিশেষ। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষেব যে অষ্টমী রোহিণীসমন্বিতা, তাহাতেই জন্মাষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্য।

শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।
ন করোতি নরো যস্তু স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ
বর্ষেবর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।
ন করোতি মহাক্রূরা ব্যালীভবতি কাননে॥

শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে উক্ত ব্রত না করিলে সে ক্রূররাক্ষস রূপে জন্মগ্রহণ করে। যে নারী প্রতি বর্ষে জন্মাষ্টমীব্রত না করে, সে মহাক্রূরা সর্পরূপিণী হইয়া বনমধ্যে অবস্থিতি করে।

তুষ্টার্থং দেবকীসূনোর্জয়ন্তীসংজ্ঞকং ব্রতং।
কর্ত্তব্যং চিন্ত্যমানেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরিহ।
অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

কৃষ্ণের প্রীত্যর্থ জয়ন্তীব্রত করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই ব্রত না করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতনকাল যাবৎ নরকে যাতনা পায়।

অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।
হন্যাৎ পুরাকৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলং।
তিথিরষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণং।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাৎ তিথিভান্তে চ পারণং॥

রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে পারণ করিবে না, যে ব্যক্তি ঐ কালে পারণ করে, তাহার পুরাকৃত কর্ম্ম ও উপবাসার্জ্জিত ফল ধ্বংস হয়। তিথি অষ্টগুণ এবং নক্ষত্র চতুর্গুণ ফল ধ্বংস করে, এহেতু সযত্নে তিথি নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে।

তিথিনক্ষত্রসংযোগে তূপবাসো যদা ভবেৎ।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥

যে তিথি ও যে নক্ষত্রের যোগে উপবাসাদি করিতে হয়, তাহার একটীর হ্রাস না হইলে পারণ করা বিধেয় নহে।

শ্রাবণী দৌর্গনবমী দূর্ব্বা চৈব হুতাশনী।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রিবলের্দিনং ॥

দুর্গানবমী, দূর্ব্বাষ্টমী, রম্ভাতৃতীয়া, শিবরাত্রি, দ্যূতপ্রতিপৎ এই সমস্ত পূর্ব্বতিথিসমেতা হইলেই প্রশস্তা।

পক্ষে ভাদ্রপদে চৈব শুক্লপক্ষে যুধিষ্ঠির।
দূর্ব্বাষ্টমীব্রতং পুণ্যং যঃ করোতীহ মানবঃ।
ন তস্য ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানং সাপ্তপৌরুষং।
নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলং ॥

ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত করা বিধেয়। এই ব্রত করিলে সপ্তপুরুষ যাবৎ সন্ততিবিচ্ছেদ হয় না; দূর্ব্বার ন্যায় তাহার বংশ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়।

কন্যাসংস্থে বরারোহে শুক্লাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ।
সোপবাসো নিশার্দ্ধে তু মহাবিভববিস্তরৈঃ।
পূজা সমারভেৎ দেব্যা নক্ষত্রে বারুণেপি বা।
উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান ন সমাচরেৎ।
অষ্টম্যাং সমুপোষ্যৈব নবম্যামপরেহনি।
সংপূজ্য মাংসোপহারেণ দদ্যাৎ বেদ্যমুত্তমং।
তেনৈব বিধিনান্নন্তু স্বয়ং ভুঞ্জীত নান্যথা ॥

আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীকে মহাষ্টমী কহে। এই দিনে দুর্গার পূজা ও উপবাস করিতে হয়, পুত্রবান ব্যক্তি উপবাস করিবে, নারীজাতি অপুত্রা বা সপুত্রা সকলেই করিতে পারে। তৎপর দিবস মীনমাংসাদি দ্বারা পারণা করা কর্ত্তব্য।

গোষ্ঠাষ্টম্যাং গবাং পূজাং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং।
গবানুগমনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে ॥

কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্ঠাষ্টমী বলে। তদ্দিনে গোপূজা, গোগ্রাস দান, গবানুগমন করিলে সর্ব্বপাপ ধ্বংস হয়। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা বলা যায়। অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাষ্টমীকে পূপাষ্টকা বলে। ঐ দিনে পিষ্টক দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। পৌষের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা; ঐ দিনে মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। মাঘের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম শাকাষ্টকা; ঐ দিনে শাক দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

শুক্লাষ্টম্যান্তু মাঘস্য দদ্যাৎ ভীষ্মায় যো জলং।
সম্বৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

মাঘের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীষ্মাষ্টমী। ঐ দিনে ভীষ্মতর্পণ করিলে বৎসরকৃত পাপ নাশ পায়। ঐ দিনে সকল জাতিই ভীষ্মকে তিলোদকাদি অর্পণ করিবে। যে মন্ত্রে তর্পণ ও প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

বৈয়াঘ্রপদগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥ (তর্পণমন্ত্র)

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥ (প্রার্থনা)

চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীকে অশোকাষ্টমী কহে। ঐ দিনে অষ্ট অশোককলিকা সেবন, স্নান, দান ইত্যাদি করিলে শোক নষ্ট হয়. লৌহিত্যজলে স্নান কর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা—

মাসে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীং।
পিবেদশোককলিকাং স্নায়াৎ লৌহিত্যবারিণি।
পুনর্ব্বসুবুধোপেতাং চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীং।
স্রোতঃসু বিধিবৎ স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ॥

নবমীকৃত্যং।

(মহানন্দা রামনবমী প্রভৃতি)

কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষে তু পূর্জায়ত্বার্দ্রভেপি বা।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥

অষ্টমীযুক্তা নবমী তিথি গ্রাহ্য। ভাদ্রের শুক্লানবমীর নাম দুর্গানবমী। কৃষ্ণানবমী আর্দ্রানক্ষত্রসমেতা হইলে বোধন নবমী কহে, আর্দ্রাযুক্ত না হইলেও বোধন হয়। পরন্তু সঙ্কল্পকালে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিবে। আশ্বিন মাসের শুক্লানবমীর নাম উদয়গামিনী মহানবমী ও মন্বন্তরা।

মাসৈশ্চতুর্ভির্যৎ পুণ্যং বিধিনা পূজ্য চণ্ডিকাং।
তৎফলং লভতে বীর নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ ॥

কার্ত্তিকের শুক্লানবমীকে যুগাদ্যা কহে। ঐ দিন যথাবিধি চণ্ডীপূজা করিলে চতুর্মাসকৃত পূজাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাঘে মাসি তু যা শুক্লা নবমী লোকপূজিতা।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা সদানন্দকরী নৃণাং।
স্নানং দানং তপো হোমো দেবার্চ্চনমুপোষণং।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং যদস্যাং ক্রিয়তে নরৈঃ ॥

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা। ঐ দিনে স্নান, দান, তপ, হোম, দেবপূজা, উপবাস ইত্যাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

চৈত্রে শুক্লনবম্যান্তু সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা।
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
উপোষণং জাগরণং পিতৃনুদ্দিশ্য তর্পণং।
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ।

চৈত্রমাসের শুক্লানবমীর নাম শ্রীরামনবমী। ঐ দিন রামচন্দ্রের উদ্ভব হয়। সেই দিনে উপবাস, জাগরণ, তর্পণ ইত্যাদি করিলে ব্রহ্মপদ

প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা দশমীযুক্তা শ্রীরামনবমীতে উপবাসাদি করিবে। প্রমাণ যথা—

নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।

দশমীতে পারণা করিবে। পরদিন দশমী না থাকিলে কি বৈষ্ণব, কি শাক্তাদি সকলেই অষ্টমীবিদ্ধাতে উপবাস করিবে।

দশমীকৃত্যং।

(দশহরা, বিজয়া দশমী প্রভৃতি)

শুক্লপক্ষস্য দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তম।
হরতে দশপাপানি তস্মাৎ দশহরা স্মৃতা।
শুক্লপক্ষে তিথিগ্রাহ্যা যস্যামভ্যুদিতো রবিঃ।
কৃষ্ণপক্ষে তিথিগ্রাহ্যা যস্যামস্তমিতো রবিঃ।

শুক্লাদশমী একাদশীসমেতা হইলে এবং কৃষ্ণাদশমী নবমীসমেতা হইলেই প্রশস্তা। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমীর নাম দশহরা। কিন্তু ঐ দশমী নবমীবিশিষ্টা হইলেই গ্রাহ্য হয়। হস্তাযোগ ও মঙ্গলবার হইলে গঙ্গাস্নানে প্রশস্ত জানিবে। যদি দুই দিনেই হস্তানক্ষত্রের যোগ থাকে, তবে যে দিন মঙ্গলবার হইবে, সেই দিন গঙ্গাস্নানে প্রশস্ত। দশজন্মকৃত পাপ নাশ করে বলিয়া এই দশমীর নাম দশহরা।

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লা দশমী সম্বৎসরমুখী স্মৃতা।
তস্যাং স্নানং প্রকুর্ব্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ॥

হস্তানক্ষত্র হইলে দশমীতে পূর্ব্বদিনে স্নান পূর্ব্বক পরদিন শুদ্ধ দশমীতে স্নান বিধেয়। এই দিনে স্নান ও দানাদি করিবে।

ভগবত্যাঃ প্রবেশাদি বিসর্গান্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
তিথ্যাবুদয়গামিন্যাং সর্ব্বাস্তাঃ কারয়েদ্বুধঃ॥

আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়া দশমী। ঐ দিনে ভগবতীর বিসর্জ্জন দিবে। ঐ তিথি উদয়গামিনীই প্রশস্ত।

আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য দশম্যাং পূজয়েত্তথা।
একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত পূজনঞ্চাপরাজিতাং ॥

দশমীতে অপরাজিতা পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য এই দশমী নবমীবিশিষ্টা প্রশস্তা, একাদশীযুক্ত প্রশস্তা নহে।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিস্তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

দশমীসমেতা একাদশীতে উপবাস করিতে নাই, দ্বাদশীবিশিষ্টা একাদশীই প্রশস্তা। গৃহী, যতি   চারী, সাগ্নিক সকল ব্যক্তি শুক্ল বা কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই একাদশীর উপবাস করিবে। যে ব্যক্তি পু   তাহার পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে একাদশীর উপবাস নিষিদ্ধ।

আদিত্যেহহনি সংক্রান্ত্যাবসিতৈকাদশীদিনে।
ব্যতীপাতে কৃতে শ্রাদ্ধে পুত্ত্রী নোপবসেদ্গৃহী ।

রবিবারে সংক্রান্তিতে, কৃষ্ণা একাদশীতে আর ব্যতীপাতজন্য শ্রাদ্ধ দিনে পুত্ত্রবান গৃহী উপবাস করিবে না।

উত্তরাস্থাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী।
বিধবায়াশ্চ তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ।

একাদশী দ্বাদশীমিশ্রা পরতোপি ন বর্দ্ধতে।
যতিভির্গৃহিভিশ্চৈব নৈবোপোষ্যা সদা তিথী।
একাদশীমুপবসেৎ দ্বাদশীমথবা পুনঃ।
বিমিশ্রাং বাপি কুর্ব্বীত ন দশমীযুক্তাং ক্বচিৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥

যদি পরদিনে দ্বাদশী না থাকে, তাহা হইলে যতি, বিধবানারী পরদিনে, গৃহীরা পূর্ব্বদিনে উপবাস করিবে। পূর্ব্বদিন দশমীসমেতা এবং পরদিন দ্বাদশীবিশিষ্টা একাদশী হইলে পারণদিনে দ্বাদশী থাকুক্

আর নাই থাকুক্‌, দশমীযুক্তাতে উপবাস কর্ত্তব্য। বরং ত্রয়োদশীতে পারণা হইতে পারে।

শয়নীবোধনীমধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন ॥

কৃষ্ণা একাদশী শয়ন ও বোধন মধ্যে হইলে পুত্রবান্‌ গৃহী তাহাতেও উপবাস করিতে পারে, কিন্তু অন্য কৃষ্ণা একাদশীতে পারে না।

পত্যৌ জীবতি যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
আয়ুষ্যং হ্রীয়তে পত্যুঃ কুর্ব্বীতানুজ্ঞয়া ব্রতং ॥

পতি বর্ত্তমানে নারীর একাদশী করা অকর্ত্তব্য, করিলে পতির পরমায়ুর হ্রাস হয়, কিন্তু পতির আদেশে করিতে পারে।

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে।

বিধবানারী একাদশীতে আহার করিলে তাহার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হয় এবং সে ভ্রূণহত্যাপাপে নিমগ্ন হয়।

নিত্যং ভক্তিসমাযুক্তৈর্নরৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
পক্ষে পক্ষে তু কর্ত্তব্যমেকাদশ্যামুপোষণং ॥

বৈষ্ণবেরা ভক্তিশীল হইয়া পক্ষে পক্ষে একাদশী উপবাস করিবে। *

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতৈঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি সপুত্রই হউক আর সস্ত্রীকই হউক, উভয় পক্ষীয়

---

* শুক্লা একাদশীতে ও কৃষ্ণা একাদশীতে যাহার সমজ্ঞান, তাহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণব কহে, প্রমাণ যথা—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথৈব সা।
তুল্যতে মন্যতে যস্তু স চ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥

একাদশীতেই উপবাস করিবে, কেন না, একাদশী তাহাদিগের পক্ষে নিত্যব্রত বলিয়া গণনীয়।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
তদ্দিনে সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নাশ্রিতানি চ॥

ব্রহ্মহত্যাদি অখিল পাতক একাদশীতে অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, এহেতু সেই দিনে অন্ন আহার করিলে কেবল পাপ আহার করা হয়।

অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং স পাপকৃৎ॥

আট বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অশীতিবর্ষ বয়স যাবৎ একাদশী উপবাস না করিলে পাপভাগী হইবে।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
মৃতকে সূতকে বাপি অন্যস্মিন্নাপ্যশৌচকে।
সর্ব্বথা ন পরিত্যজ্যা ইচ্ছতা শ্রেয় আত্মনঃ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় কল্যাণ কামনা করে, সে যে কোনরূপ অশৌচ হউক না কেন, উভয় পক্ষেই একাদশী উপবাস করিবে। ইহাতে শৌচাশৌচ বিচার নাই।

গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদা শুদ্ধা [illegible] ন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥

গর্ভিণী, সূতিকা, রজস্বলা প্রভৃতি নারী একাদশী উপবাস করিয়া অন্য দ্বারা পূজাদি করাইবে।

উপবাস[illegible] ফলমূলাদিভোজনং।
সকৃদ্‌ভু[illegible]ন্নং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ।

ন ভবেৎ প্রত্যবায়ী স উপবাসফলং লভেৎ।
উপবাসাসমর্থশ্চ একং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।
কিঞ্চিদ্ধনানি বা দদ্যাৎ যদ্ভুক্তা দ্বিগুণং ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি উপবাস করিতে অক্ষম, সে ফল মূল জল সেবন করিলে, অথবা হবিষ্য কিম্বা বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ করিলে পাপভাগী হয় না। সেই ব্যক্তি একটী ব্রাহ্মণকে আহার করাইবে এবং স্বয়ং যাহা ভোজন করিবে, তাহার মূল্যের দ্বিগুণ সেই বিপ্রকে দিবে। পরন্তু এ নিয়ম হরিশয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান এই তিনটী একাদশীতে নহে। তাহার প্রমাণ যথা—

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং সমর্পয়েৎ॥

অধুনা একাদশীব্রতকাল নিরূপিত হইতেছে। ষষ্ঠীদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয় দিনে কিঞ্চিৎ একাদশী থাকিলে সেই দিনেই উপবাস কর্ত্তব্য। দ্বাদশীতে পারণোচিত কাল না পাইলে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ষাটিদণ্ড একাদশী, পরদিনে একদণ্ড, তৎপরে দ্বাদশী আর ..শেষে দ্বাদশী সমাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশী পড়িয়াছে, এরূপ হইলে পূর্ণাই গ্রাহ্য অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকাতেই উপবাস করিবে। পূর্ব্বদিনে দশমীযুক্তা একাদশী হইলে, পরদিনে দ্বাদশীসমন্বিতা একাদশী হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বদিবসে পঞ্চদশ দণ্ডের পর একাদশী পড়িয়াছে আর পরদিবস যদি পারণোচিত কাল যাবৎ দ্বাদশী থাকে এবং যদি না থাকে, তত্রাচ দশমীসমন্বিতা একাদশী পরিত্যজ্যা হইবে। ভাস্করোদয়ের পর কিঞ্চিৎ দশমী, পরে একাদশী ও তাঁহার হ্রাস হইয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করত ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এইরূপ হইলে শতযজ্ঞের ফললাভ হয়। একাদশী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পরদিনে না থাকিলে ও দ্বাদশী হইলে দ্বাদশীর একপাদ বর্জ্জনপূর্ব্বক পারণ করিতে হয়; কেন না দ্বাদশীর প্রথম পাদ একাদশীর সমান।

দ্বাদশীকৃত্যং।

যুগ্মাদর হেতু একাদশীযুক্তা দ্বাদশী গ্রাহ্যা, ত্রয়োদশীসমন্বিতা গ্রাহ্যা নহে। কেবল বৈশাখের শুক্লা একাদশীসমন্বিতা দ্বাদশীতে পিপীতকী ব্রত করিবে! জ্যেষ্ঠের শুক্লা দ্বাদশীর নাম বিশোকা দ্বাদশী, এই দিনে বিষ্ণুপূজা করিবে। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে নিশাকালে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। ভাদ্রের দ্বাদশীতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকের দ্বাদশীতে উত্থান হয়, যদি দ্বাদশীতে নক্ষত্রযোগ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে তিথিতে অনুরাধাযোগ হইবে, তাহার প্রথম পাদে শয়ন করাইবে। আর তাহাতেও যোগ না হইলে ঐ দ্বাদশীর সন্ধ্যায় শয়ন করাইবে। আর দ্বাদশীতে অনুরাধা কিঞ্চিৎ থাকিলে অন্য তিথিতে সম্পূর্ণ পাদ পাইলেও দ্বাদশীতে শয়ন হইবে। পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ও উত্থানেও এই প্রকার। প্রমাণ যথা—

একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত উপবাসং মনীষিণঃ।
উপাসনায় দ্বাদশ্যাং বিষ্ণোর্বদ্‌যদিয়ং তিথিঃ।
শেতে বিষ্ণুঃ সদাষাঢ়ে ভাদ্রে চ পরিবর্ত্ততে।
কার্ত্তিকে পরিবুদ্ধ্যেত শুক্লপক্ষে হরের্দ্দিনে।
মৈত্রাদ্যপাদে স্বপিতীহ বিষ্ণুর্ব্বৈষ্ণব্যমধ্যে পরিবর্ত্ততে চ।
পৌষ্টাবসানে চ মুরারিহন্তা প্রবুধ্যতে মাসচতুষ্টয়েন।
নিশি স্বাপো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনং।
অপ্রাপ্তে দ্বাদশীঋক্ষে উত্থানশয়নে হরেঃ।
পাদযোগেন কর্ত্তব্যো নাহোরাত্রং বিচিন্তয়েৎ॥
দ্বাদশ্যাং সন্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে।
আভাকাসিতপক্ষে তু শয়নাবর্ত্তনাদিকং।
দ্বাদশ্যাং ঋক্ষসংযোগো পাদযোগো ন কারণং॥

ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হইলে তাহার নাম শ্রবণাদ্বাদশী। কিন্তু একাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে এক একাদশীর উপবাসেই শ্রবণা-দ্বাদশীর ব্রত সম্পন্ন হয়। আর দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না। যদি

একাদশীতে না হইয়া দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হয়, তবে একাদশী দ্বাদশী দুই দিন উপবাস করিবে, শ্রবণানক্ষত্রের শেষ না হইলে পারণা করিবে না। প্রমাণ যথা—

যাঃ কাশ্চিৎ তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ।
তাস্বেব তদ্‌ব্রতং কুর্য্যাৎ শ্রবণাদ্বাদশীং বিনা।
একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
তিথিনক্ষত্রযোগে চ উপবাসং যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥

শ্রবণার শেষে দ্বাদশীতে পারণা করিতে হয়। শ্রবণাদ্বাদশী উভয়-যোগে ব্রত হইলে তিথি বা নক্ষত্রের শেষে পারণা হইবে। প্রমাণ উপরে লিখিত হইয়াছে। একাদশী হইতে দ্বাদশীর কাম্যত্ব আছে; এহেতু একাদশীর উপবাস বর্জ্জন করিতে নাই। অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বাদশীর নাম অখণ্ডদ্বাদশী, ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যাসমন্বিতা হইলে তাহাকে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। উহা মহাপাপবিনাশিনী। প্রমাণ যথা—

দ্বাদশ্যামুপবাসেন সিদ্ধার্থং নৃপ সর্ব্বশঃ।
চক্রবর্ত্তিত্বমতুলং সংপ্রাপ্নোত্যতুলাং শ্রিয়ং।
ফাল্গুনে শুক্লপক্ষস্য পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী॥

ত্রয়োদশীকৃত্যং।

(অর্থাৎ মঘাত্রয়োদশী, গজচ্ছায়াযোগ, বারুণী ত্রয়োদশী প্রভৃতি)

ত্রয়োদশী প্রকর্ত্তব্যা দ্বাদশীসহিতা বিভো।
শুক্লা ত্রয়োদশী দ্বাদশীযুক্তা গ্রাহ্যা।
ষষ্ঠ্যষ্টমী ত্বমাবাস্যা কৃষ্ণা চৈব ত্রয়োদশী।
এতাঃ পরযুতা গ্রাহ্যাঃ পরাঃ পূর্ব্বেণ সংযুতাঃ॥

ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও কৃষ্ণা ত্রয়োদশী পরযুতা গ্রাহ্য হয়। ভাদ্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী মঘাযুক্ত হইলে মধুপায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। প্রমাণ যথা—

প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং মঘাযুক্তাং ত্রয়োদশীং।
পাপ্য শ্রাদ্ধং হি কর্ত্তব্যং মধুনা পায়সেন চ।
প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ।
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাস্বিন্দুকরে রবিঃ।
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে॥

আশ্বিন মাসের দশম দিবস যাবৎ হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন, তাহাতে যদি কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীতে মঘানক্ষত্র যোগ হয়, তবে গজচ্ছায়াযোগ বলিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু একাদশী দিনে মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী থাকিলে তাহারও নাম গজচ্ছায়া। কিন্তু পুনরায় সে দিনে আর শ্রাদ্ধ করিবে না। এ যোগে শ্রাদ্ধের বিস্তর ফল, সাধারণ পুরুষ-মাত্রেই এ শ্রাদ্ধে অধিকারী, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদি বিচার নাই, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়েই শ্রাদ্ধ করিবে, কিন্তু পুত্রবান্ ব্যক্তির পক্ষে মঘাত্রয়োদশীতে পিণ্ডদান নিষিদ্ধ, করিলে জ্যেষ্ঠ সন্তান বিনাশ পায়। প্রমাণ যথা—

বিভক্তা অবিভক্তা বা কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমবৈদিকং।
মঘাসু চ তথান্যত্র নাধিকারঃ পৃথগ্বিবঃ।
ঋক্ষে পিণ্ডপ্রদানন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রী বিবর্জ্জয়েৎ।
মঘায়াং পিণ্ডদানেন জ্যেষ্ঠপুত্রো বিনশ্যতি॥

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলেই সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে অধিকারী আর মঘাশ্রাদ্ধেও অধিকারী হয়, কেবল সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত অধিকারী অনধি-কারীর বিচার। ফাল্গুনী কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শতভিষা যোগ হইলেই বারুণী হয়, শনিবার পাইলে মহাবারুণী আর শুভ কি শুক্রযোগ ও শনিবার শতভিষা নক্ষত্র ত্রয়োদশীতে যোগ হইলে মহা মহাবারুণী হয়। প্রমাণ যথা,—

বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা।
শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।

গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমা।
শুভশুক্রসমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥

ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্রকে চৈত্রের গৌণচন্দ্র কহে। পরন্তু স্নানকালে চৈত্র মাস উল্লেখ করিবে। সধবার পক্ষে বারুণীতে স্নান নিষিদ্ধ, আর সামান্য শতভিষানক্ষত্রেও স্নান করিতে নাই। প্রমাণ যথা—

স্নানং কুর্ব্বন্তি যা নার্য্যশ্চন্দ্রে শতভিষাং গতে।
সপ্তজন্ম ভবেয়ুস্তা দুর্ভগা বিধবা ধ্রুবং॥

শতভিষানক্ষত্রে স্নান করিলে সেই স্ত্রী সপ্তজন্ম দুর্ভগা ও বিধবা হয়।

দিবারাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং গঙ্গায়াঞ্চ প্রসঙ্গতঃ।
স্নাত্বাশ্বমেধজং পুণ্যং গৃহেঽপ্যুদ্ধৃতজ্জলৈরিতি॥

বারুণী দিবারাত্রের মধ্যে যখন হইবে, তখনি স্নান কর্ত্তব্য আর গঙ্গাহীন দেশ হইলে গৃহস্থিত গঙ্গাজলে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল হয়।

মহাহানিকরী হ্যেষা দ্বাদশী লঙ্ঘিতা নৃণাং।

একাদশীর পারণদিনে বারুণী হইলে দ্বাদশী লঙ্ঘন করিয়া পারণা করিতে নাই, অর্থাৎ প্রভাতে স্নান ও নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া পারণা করিবে, কারণ দ্বাদশী লঙ্ঘনে হানি হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশীকৃত্যং।

(অর্থাৎ ভূতচতুর্দ্দশী, পাষাণচতুর্দ্দশী, শিবরাত্রি, মদনচতুর্দ্দশী ইত্যাদ)

চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যা যদা ভবতি নারদ।
উপোষ্যা পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥

যুগ্মাদর বশতঃ পূর্ণিমাযুক্তা চতুর্দ্দশী গ্রাহ্যা. ত্রয়োদশীযুক্তা কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে কর্ম্ম করিবে, কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী পূর্ব্ববিদ্ধা গ্রাহ্যা॥

বৈশাখের বা জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী কহে। এই ব্রতে চতুর্দ্দশী পরবিদ্ধা কর্ত্তব্যা, যদি উভয় দিনে ব্রতসময়ে তিথি পায়, তবে পরদিনে ব্রত কর্ত্তব্য।

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অঘোরাখ্যা চতুর্দ্দশী।
তামুপোষ্য নরো নিত্যং শিবলোকে মহীয়তে॥

ভাদ্রের গৌণ শ্রাবণের মুখ্যচান্দ্রের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম অঘোর-চতুর্দ্দশী। তদ্দিনে শিবপূজা করিবে। উপবাস করিলে শিবলোকে গমন হয়।

অনন্তব্রতমেতদ্ধি সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং।
তথা শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে ভবেৎ।
মধ্যাহ্নে ভোজ্যবেলায়াং সমুত্তীর্য্য সরিত্তটে।
দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং রক্তবাসসাং॥

ভাদ্রীয় শুক্লা চতুর্দ্দশীতে অনন্তব্রত করিতে হয়। ঐ চতুর্দ্দশী মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্য।

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যরুণোদয়ে।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ।
ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ।
নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সংপূজ্য দেবতা।
বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু যা পাষাণচতুর্দ্দশী।
অনর্কাভ্যুদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
স্নাত্বা সংতর্প্য তু যমান্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষে উদয়গামিনী চতুর্দ্দশীকে ভূতচতুর্দ্দশী কহে। ইহাতে স্নান করিয়া যমতর্পণ ও দীপদান করিবে। অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে পাষাণচতুর্দ্দশী, পৌষের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীকে রটন্তী চতুর্দ্দশী কহে। ঐ চতুর্দ্দশীতে যদি দুই দিন অরুণোদয়কাল পায়, তবে পূর্ব্বদিনে স্নান ও যমতর্পণ করিবে, আর নিশামুখে প্রাপ্ত হইলে সেইদিন রটন্ত্যাখ্যা কালিকার অর্চ্চনা হইবে।

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাদিদেবো মহানিশি।
মাঘমাসস্থ শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্থ চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং রবিবারো যদি ভবেৎ।
ভৌমে বাপি ভবেদ্দবি কর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমং ॥

মাঘের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীকে শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী কহে। যে দিন সন্ধ্যা অবধি মধ্যরাত্রি যাবৎ পায়, সেই দিনেই হইবে। যে দিনে প্রদোষ-ব্যাপিনী চতুর্দ্দশীও অন্য দিনে মধ্যরাত্রি ব্যাপিনী হয়, সে স্থলে মধ্যরাত্রি-ব্যাপিনী দিন গ্রাহ্য। পূর্ব্বদিনে মধ্যবাত্রিব্যাপিনী হইয়া পরদিনে প্রদোষ মাত্র হইলে পরদিনেই করিবে, ইহাতে ফাল্গুন উল্লেখ করিবে. রবি বা কুজবার পাইলে উত্তম ফল হয়।

শিবচতুর্দ্দশীব্রতে চতুর্দ্দশীতে পারণা করিলেই অধিক ফল হয়, কিন্তু চতুর্দ্দশী না থাকিলে অমাবস্যাতেই পারণা করিবে। অর্থাৎ শিবরাত্রি অঘোরা ভূত, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী অমাবস্যাযুক্তাতে ব্রত করিয়া অমাবস্যাতেই পারণ করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

শিবা ঘোরা তথা প্রেতা সাবিত্রী চ চতুর্দ্দশী।
কুহ্বর্য্যৈব কর্ত্তব্যা কুহ্বামেব হি পারণং।
ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
পূজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে ॥

ফাল্গুনের মুখ্য, চৈত্রের গৌণ, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কুজবার হইলে গঙ্গাস্নানে ও গঙ্গাজল পানে পিশাচত্ব দূর হয়, আর চৈত্রের শুক্লা চতুর্দ্দশী অর্থাৎ মদনচতুর্দ্দশীতে শিবসমীপে গঙ্গাস্নান করিলেও পিশাচত্ব বিনাশ পায়। যথা—

চৈত্রে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং অঙ্গারকদিনং ভবেৎ।
পিশাচত্বং পুনর্ন স্যাৎ গঙ্গায়াং স্নানভোজনাৎ।
চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং যঃ স্নায়াৎ শিবসন্নিধৌ।
পিশাচত্বং ন তস্য স্যাৎ গঙ্গায়াস্তু বিশেষতঃ।

পূর্ণিমাকৃত্যং।

(অর্থাৎ মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ, কোজাগরীকৃত্য ইত্যাদি)

জ্যৈষ্ঠসম্বৎসরে চৈব জ্যৈষ্ঠমাসস্থ পূর্ণিমা।
জ্যেষ্ঠা তেন সমাযুক্তা মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
ঐন্দ্রে গুরুঃ শশী চৈব প্রাজাপত্যে রবিস্তথা।
পূর্ণিমা গুরুবারেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকির্ত্তিতা॥
ঐন্দ্রে গুরুঃ শশী চৈব প্রাজাপত্যে রবিস্তথা।
পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠমাসস্থ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥
ঐন্দ্রে মৈত্রে যদা জীবস্তৎপঞ্চদশকে রবিঃ।
পূর্ণিমা শক্রচন্দ্রেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥
ঐন্দ্রেঽর্কে ঽথবা মৈত্রে গুরুচন্দ্রে যথা স্থিতৌ।
পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠমাসস্থ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥

যুগাদির হেতু চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমাতে দৈবাদি কার্য্য করিবে। পূর্ণিমাতে স্রোতোজলে স্নান করিলে যমপুরী দর্শন দূর হয়, আর বৈশাখাদি মাসের পৌর্ণমাসীতে স্নানদানে বহু ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পৌর্ণমাসীতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের যোগ হইলে তাহার নাম মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ। ঐ দিনে গঙ্গাস্নানে মহাফল, আর ঐ পূর্ণিমাতে স্নানযাত্রা হয়। বৃশ্চিকরাশিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে চন্দ্র ও বৃহস্পতি থাকিলে এবং রোহিণী বৃষে রবি আর বৃহস্পতিবার হইলে তাহারও নাম মহাজ্যৈষ্ঠী। জ্যেষ্ঠা অনুরাধা বৃশ্চিকে গুরু থাকিলে, রোহিণী বৃষে সূর্য্য থাকিলেও গুরুবারে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। অনুরাধা বৃশ্চিকে চন্দ্র অথবা গুরু থাকিলেও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী নামে গণিত হয়।

মহাজ্যৈষ্ঠ্যান্তু যঃ পশ্যেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমং।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গাম্বুমজ্জনাৎ॥

মহাজ্যৈষ্ঠীযোগে গঙ্গাস্নান করিলে মুক্তি হয়, আর পুরুষোত্তম দর্শন করিলে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করে।

পৌর্ণমাসী তথা মাঘী শ্রাবণী চ নরোত্তমং।

প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ॥

এই পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা মন্বন্তরা, আর মাঘ শ্রাবণের পূর্ণিমা, আশ্বিনের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।

শুক্লপক্ষে তিথির্গ্রাহ্যা যস্যামভ্যুদিতো রবিঃ।
শুক্লপক্ষে তু পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
কৃষ্ণপক্ষেপরাহ্নে তু রোহিণীন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ॥

সঙ্গবকালে পূর্ণিমা তিথির লাভ হইলে, সেই দিবস শ্রাদ্ধ করিবে। উভয় দিনে সঙ্গবকালে অলাভ হইলেও পরদিনে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্ত্ত্যনুভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।
নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৄন্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ॥

আশ্বিনের প্রদোষব্যাপিনী বা মধ্যরাত্রিব্যাপিনী পূর্ণিমাকে কোজাগরী কহে। ঐ দিন লক্ষ্মীপূজা করিয়া নারিকেলোদক পানপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় রাত্রি জাগরণ করিবে। নারিকেল চিপিটকে দেবপিতৃপূজাও করিতে হয়।

পৌষ্যাস্তু সমতীতায়াং যাবস্তবতি পূর্ণিমা।
বরং ভক্ষ্যমভোজ্যঞ্চ পিবেদ্বা গর্হিতঞ্চ যৎ।
বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নেন মূলকং মদিরাসমং॥

কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে মন্বন্তরা ও রাসযাত্রা হয়, ইহাতে স্নানদান করিবে। পৌষপূর্ণিমার পর মাঘী পূর্ণিমা যাবৎ মূলক ভোজন নিষিদ্ধ। কারণ মাঘে মূলক সুরাতুল্য।

বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতা বৈ নবমেহনি।
অথ ভাদ্রপদে মাসি ত্রয়োদশ্যান্তু দ্বাপরং।

মাঘে তু পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতং।
ফাল্গুনে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমং॥

বৈশাখের অক্ষয়া তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা ও মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগাদ্যা বলিয়া কথিত। যেমন অক্ষয়াতৃতীয়া যুগাদ্যা, তদ্রূপ সকল যুগাদ্যাতেই স্নানদান শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য।

অমাবস্যাকৃত্যং।

(অর্থাৎ দীপান্বিতা, অর্দ্ধোদয়যোগ ইত্যাদি।)

অমাবস্যান্তু কন্যার্কে তীর্থপ্রাপ্তে তথা নৃপ।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন দদ্যাৎ ষোড়শপিণ্ডকং॥

ভাদ্রের অমাবস্যা মহালয়া, কিন্তু আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হয় আর পিতৃমাতৃষোড়শী শ্রাদ্ধ করিবে।

যেয়ং দীপান্বিতা রাজন্ খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি।
তস্যাং দদ্যান্ন চেদ্দত্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে॥

আশ্বিনের অমাবস্যা দীপান্বিতা, ইহাতে কার্ত্তিক মাস উল্লেখ করিতে হয়। মহালয়ার শ্রাদ্ধ করিলে এ শ্রাদ্ধের ফল হয়, নচেৎ হয় না।

প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমং।
দীপরক্ষা তথা কার্য্যা ভক্ত্যা দেবগৃহেষপি॥

এই দিবস প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা এবং নিশীথে তন্ত্রোক্তবিধানে কালিকার পূজা করিবে।

দণ্ডৈকরজনীযোগা দর্শস্তু স্যাৎ পরেহহনি।
তথা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেদ্যুঃ সুখরাত্রিকা॥

উভয় দিনে প্রদোষে অমাবস্যা হইলে যুগ্মাদরহেতু পরদিনে পূজা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বদিন প্রদোষে অমাবস্যা হইলে এবং পর দিন এক দণ্ড রাত্রি মাত্র থাকিলে পূর্ব্বদিন ত্যাগ করিয়া পরদিন ঐ একদণ্ড মধ্যেই পূজা বিধেয়।

পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধকরণসময়ে অমাবস্যা না পাইলে পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধ করিয়া পরদিন উল্কাদান করিতে হয়। উল্কাগ্রহণ মন্ত্র ও বিসর্জ্জন মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা।
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিং।
যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মদালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তু ব্রজন্তু তে॥

অধুনা অর্দ্ধোদয় যোগের বিষয় বিবৃত হইতেছে।

অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ।
দিবৈব যোগঃ শস্তোঽয়ং ন তু রাত্রৌ কদাচন॥

পৌষ বা মাঘ মাসের অমাবস্যাতে রবিবার হইলে আর শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাত যোগ হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ কহে। ঐ দিনে গঙ্গাস্নান করিলে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল হয়। বারের প্রাধান্য বশতঃ এই যোগ, রাত্রিকালে যোগ হইলে হয় না।

নিত্যশ্রাদ্ধকালনিরূপণং।

(অর্থাৎ মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, যবশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধকাল নিরূপণ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, প্রেতশ্রাদ্ধ, তর্পণ ইত্যাদি।)

আমাবস্যায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ চতুর্দ্দশ্যাং ক্রিয়া কার্য্যা নান্যেষান্তু বিগর্হিতা। আশ্বযুককৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যা দিনে দিনে। ত্রিভাগহীনং পক্ষম্বা ত্রিভাগস্ত্বর্দ্ধমেব বা। নবোদকনবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা। পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ। কন্যা-কুম্ভবৃষস্থার্কে কৃষ্ণপক্ষে চ সর্ব্বদা। পৌর্ণমাসী

তথা মাঘী শ্রাবণী চ নরোত্তম। প্রোষ্ঠপদ্যামতীতয়াং তথা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। এতাস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ। আর্দ্রাদিতো বিশাখান্তং রবিবারেণ বর্ষতি। আপদ্যলগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা। অমাশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ তু সদৈব হি। অকুর্ব্বাণস্তু তং শ্রাদ্ধং পঙ্কে গৌরীব সীদতি॥

অমাবস্যা অষ্টকাত্রয় নিরগ্নিকের চতুর্দ্দশী ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষের যে তিথি, আর ভাদ্রের পূর্ণিমার অন্তে অপরপক্ষের পঞ্চদশ তিথি নিত্য শ্রাদ্ধকাল, অক্ষমের পক্ষে ষষ্ঠী অবধি দশ অথবা একাদশী অবধি পাঁচ, কিম্বা ত্রয়োদশী অবধি তিন তিথিতেও শ্রাদ্ধ করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে কন্যাস্থ সূর্য্যে মঘাযুক্তা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী এবং ফাল্গুন জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষে ও মাঘের, শ্রাবণের পূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধ করিবে, আর আষাঢ়ের ছয় দিন চল্লিশ দণ্ডের পর অবধি তের দিন কুড়ি দণ্ড যাবৎ নবোদক শ্রাদ্ধকাল, আর নবান্নশ্রাদ্ধ ও গ্রহণশ্রাদ্ধও অবশ্য বিধেয়।

একরাশিস্থিতে সূর্য্যে যদি দিনদ্বয়ং ভবেৎ।
দর্শশ্রাদ্ধং তদাদৌ স্যাৎ ন পরত্র মলিম্লুচে॥

সূর্য্য একরাশিতে থাকিতে দুই অমাবস্যা হইলে তাহার নাম মলমাস। মলমাসের অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিতে নাই, শুদ্ধমাসে করিতে হয়। মধুপায়সাদি দ্বারা মঘাত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু নবান্নং শস্যতে বুধৈঃ।
সূর্য্যে চৈব বিশাখগে স্বরতিথৌ পাপে ত্রিজন্মান্বিতে।
নন্দামন্দমহীজকাব্যদিবসে পৌষে মধৌ কার্ত্তিকে।
ভেষু গ্রাহি শিবেষু বিষ্ণুশয়নে কৃষ্ণে শশিন্যষ্টমে।
শ্রাদ্ধং ভোজনকং নবান্নবিহিতং পুত্রার্থনাশপ্রদং।
জ্যেষ্ঠাশেষার্দ্ধগে সূর্য্যে মৃগনেত্রনিশাত্মকে।
নবান্নৈর্ভোজনং শ্রাদ্ধং জন্মচন্দ্রে তিথৌ ন চ॥

অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষে নবান্ন করা বিধেয়, কিন্তু উহার প্রথম তিন

দিন ২০ দণ্ড ও শেষ ছয় দিন ৪০ দণ্ড বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য মাসে নবান্ন জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হানি নাই। ত্রয়োদশী, পঞ্চমতারা, রিক্তা, নন্দা এবং শনি কুজ ও শুক্রবার আর পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা, আর্দ্রা এই সকল নক্ষত্র, পৌষ, চৈত্র, কার্ত্তিক এই কয় মাস, অষ্টম চন্দ্র ও হরিশয়ন এই সমস্ত কালে নবান্ন বা নবান্নজনিত শ্রাদ্ধ করিলে পুত্রনাশ ও অর্থক্ষয় হয়। বৈশাখ মাসে যবশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত রাক্ষসী কীর্ত্তিতা হি সা।
ঊর্দ্ধং মুহূর্ত্তাৎ কুতপাৎ যন্মুহূর্ত্তচতুষ্টয়ং।
মুহূর্ত্তপঞ্চকং বাপি স্বধা ভবনমিষ্যতে ॥

শুক্লপক্ষবিহিত যুগাদ্যা মাঘী পূর্ণিমা নিমিত্ত পার্ব্বণের কাল ছয় দণ্ডের পর হইতে দ্বাদশ দণ্ড যাবৎ হয়, ইহাতে না হইলে সপ্তম, অষ্টম বা নবম মুহূর্ত্তে করিবে। পূর্ব্বদিনে সপ্তম মুহূর্ত্তাদি কালে তিথি পাইলে পরদিন ষষ্ঠ দণ্ড তিথি থাকিলেও পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। অসিতপক্ষ-বিহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের আর সপিণ্ডীকরণের কি মৃতাহ জন্য পার্ব্বণের কাল সামান্য চতুর্দ্দশ দণ্ডান্তর চতুর্ব্বিংশ দণ্ড পর্য্যন্ত প্রশস্ত। ষোড়শ দণ্ডের পর চতুর্ব্বিংশ দণ্ড পর্য্যন্ত প্রশস্ততর, অষ্টাদশ দণ্ডের পর চতুর্ব্বিংশ দণ্ড পর্য্যন্ত প্রশস্ততম।

"উভয় দিনে সমান তিথি থাকিলে শুক্লপক্ষে পূর্ব্বদিনে, কৃষ্ণপক্ষে পর দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। উভয় দিনেই প্রশস্তকালে তিথি না পাইলে পর দিনেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। অমাবস্যার শ্রাদ্ধে এ প্রকার নিয়ম নহে অর্থাৎ অমাশ্রাদ্ধের ক্ষীণাস্তমিতবর্দ্ধমানাদিভেদে ত্রিবিধ ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্ব-দিনে যদি তিন প্রহর যাবৎ চতুর্দ্দশী থাকে, পরদিন অমাবস্যার দ্বাবিংশ দণ্ড স্থিতি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধ করিবে; যথা—"

যদা চতুর্দ্দশীযামং তুরীয়মনুপূরয়েৎ।
আমাবস্যা ক্ষীয়মাণা তদৈব শ্রাদ্ধমিষ্যতে ॥

" পরন্তু জ্যৈষ্ঠ বা অগ্রহায়ণে ঐ প্রকার হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা—

অত্রেন্দুরাদ্যে প্রহরেঽবতিষ্ঠতে চতুর্থভাগো ন কলাবশিষ্টঃ।
তদন্ত এব ক্ষয়মেতি কৃৎস্নং এবং জ্যোতিশ্চক্রবিদো বদন্তি॥
মলমাসসমন্বিত বৎসর হইলে পূর্ব্বদিনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, প্রমাণ যথা—
যস্মিন্ বর্ষে দ্বাদশকৈশ্চ মাসস্তস্মিন্ তৃতীয়ায়াঃ পারব্রষ্যোপ-
জায়তে॥

অপরাহ্নদ্বয়কে অমাবস্যাদি ব্যাপিয়া থাকিলে আহিতাগ্নিরা সিনীবালী, নিরগ্ন্যাদিরা অমাবস্যা শ্রাদ্ধ করিবে। পূর্ব্বদিন ২২ দণ্ডের পর অবধি পর দিন ২২ দণ্ড যাবৎ অমাবস্যা থাকিলে ঋগ্বেদীয়েরা পূর্ব্বদিনে, যজুর্ব্বেদীয়েরা পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। সামবেদীয়েরা নিয়মাভাব অর্থাৎ নিষেদ ইচ্ছা সেই দিন করিবে। প্রমাণ যথা—

ত্রিমুহূর্ত্তাপি কর্ত্তব্যা পূর্ব্বদর্শা চ বহ্বৃচৈঃ।
কুহুরধ্বর্য্যুভিঃ কার্য্যা যথেষ্টং সামগীতিভিঃ॥

পূর্ব্বদিন চতুর্ব্বিংশ দণ্ডের পর অমাবস্যা হইয়া পরদিন চতুর্ব্বিংশ দণ্ড যাবৎ থাকিলে পরদিন শ্রাদ্ধ করিতে হয়। দর্শশ্রাদ্ধে সায়াহ্ন মুহূর্ত্তদ্বয়-পর্য্যন্তের কাল কুতপাদি মুহূর্ত্ত পঞ্চক রোহিণ্যাদি মুহূর্ত্ত চতুষ্টয় দিবসের তৃতীয়াংশীয় অপরাহ্ন মুহূর্ত্তদ্বয় কাল পঞ্চক আপৎ সামান্য প্রশস্ততর প্রশস্ততম কাল জানিবে, কিন্তু অমাবস্যাতে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে এ প্রকার ব্যবস্থা নহে, পার্ব্বণের ন্যায় হইবে, কিন্তু অষ্টম নবম মুহূর্ত্ত মধ্যেই করিবে। নিশাকালে শ্রাদ্ধ যদিও নিষিদ্ধ, তথাপি গ্রহণসময়ে শ্রাদ্ধ, সংক্রমণসময়ে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি জন্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ রাত্রে করিতে পারে। প্রমাণ যথা—

রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু।
স্নানদানাদিকং কুর্য্যাৎ নিশি কাম্যব্রতেষু চ॥

অধুনা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকাল কথিত হইতেছে।

শুক্লপক্ষে তিথিগ্রাহ্যা যস্যামভ্যুদিতো রবিঃ।
কৃষ্ণপক্ষে তিথিগ্রাহ্যা যস্যামস্তমিতো রবিঃ।

অষ্টম মুহূর্ত্তে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া নবমে শেষ করিবে

উভয় দিনে অষ্টম নবম মুহূর্ত্তে তিথি পাইলে কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিনে, শুক্লপক্ষে পরদিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। উভয় দিনে যথোক্ত কালে না পাইলেও এই বিধি।

কৃষ্ণপক্ষ হইলেও যদি পূর্ব্বদিনের নবম মুহূর্ত্ত মাত্র পাইয়া পরদিনে অষ্টম মুহূর্ত্ত থাকে, তাহা হইলে পরদিন শ্রাদ্ধ করিবে। উভয়দিনে অষ্টম মুহূর্ত্তে যদি তিথি না পায়, তবে শুক্লপক্ষ হইলেও সমাপ্তিসময়ের অনুরোধে পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বদিন রোহিণী না পাইলে পরদিন সপ্তম মুহূর্ত্ত পাইলে কৃষ্ণপক্ষ হইলেও পরদিন শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পিতা মাতার একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে সকল ভ্রাতারই সমান অধিকার। অমাবস্যা বা প্রেত-পক্ষে মৃত ব্যক্তির পার্ব্বণ বিধানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অশৌচহেতু একোদ্দিষ্ট বা সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিতে না পারিলে অশৌশান্ত দিনে করিবে। অন্য কোন বিঘ্ন হেতু না হইলে কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যাতে করিতে পারে, কিম্বা মৃত দিবস মনে না থাকিলে ঐ একাদশীতে কর্ত্তব্য। যথা—

দৈবাৎ পিতৃণাং শ্রাদ্ধে তু অশৌচং জায়তে যদি।
তদশৌচব্যতীতে তু তেষাং শ্রাদ্ধং বিধীয়তে॥

বিদেশে মৃত ব্যক্তির তিথি অজ্ঞাত থাকিলে কেবল মাস জানিলে তাহার শ্রাদ্ধ ঐ মাসের কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যাতে করিবে। যথা—

ন জ্ঞায়তে মৃতাহশ্চেৎ প্রোষিতে সংস্থিতে সতি।
মাসশ্চেৎ প্রতিবিজ্ঞাতস্তদ্দর্শে স্যাৎ মৃতাহনি॥

তিথি জ্ঞাত থাকিয়া মাস জানা না থাকিলে অগ্রহায়ণ বা আষাঢ় অথবা ভাদ্র কিম্বা মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে, কিন্তু বিশেষ এই যে, পরম্পরাশ্রুত যে মাস সান্নিধ্য হইবে, সেই মাসেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, প্রমাণ যথা—

যদি মাসং ন বিজ্ঞাতং কর্ত্তব্যদিনমেব হি।
তদা মার্গশিরে মাসি মাঘে বা তদ্দিনং ভবেৎ।

দিনমেব তু জানাতি মাসং নৈব তু যো নরঃ।
মার্গশীর্ষেঽথবা ভাদ্রে মাঘে বা তদ্দিনং ভবেৎ॥

প্রবাসী ব্যক্তির মৃতমাস বা মৃতা তিথি জানা না থাকিলে তাহার শ্রাদ্ধ সে ব্যক্তি যে মাসে যে দিবসে বিদেশ যাত্রা করিয়াছিল, সেই মাসে সেই দিনে করিতে হয়। যথা—

দিনমাসৌ ন বিজ্ঞাতে মরণস্য যদা পুনঃ।
প্রস্থানদিনমাসৌ তু গ্রাহ্যৌ পূর্ব্বোক্তয়া দিশা॥

যাত্রা তিথি জানা না থাকিয়া যদি মাস জানা থাকে, তবে যে মাসে যাত্রা করিয়াছিল, সেই মাসের কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে। আর প্রস্থানতিথি জানে অথচ মাস জানে না, এমত স্থলে পূর্ব্বোক্ত অগ্রহায়ণ বা মাঘ অথবা ভাদ্র কিম্বা আষাঢ়াদি মাসের কৃষ্ণা একাদশী অথবা অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে। যদি দিন মাস অজ্ঞাত থাকে, তবে প্রস্থান শ্রবণ মাস দিনে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। প্রমাণ যথা,—

মৃতস্যাহো ন জানাতি মাসং বাপি কথঞ্চন।
তেন কার্য্যমমাবস্যাং শ্রাদ্ধং মাঘেঽথ মার্গকে॥

বিদেশস্থ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বাদশবৎসর যাবৎ প্রতীক্ষা করিয়া তৎপরে তাহার পুত্ত্রাদিরা মৃত্যু নিশ্চয় জানে পর্ণনর দাহপূর্ব্বক ত্রিরাত্রাশৌচ গ্রহণ করিবে, ঐ ত্রিরাত্র মধ্যেই দশ পূরক পিণ্ড প্রদান কর্ত্তব্য, চতুর্থ দিবসে আদ্যশ্রাদ্ধ করত অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিদেশ গমন দিনাদিতেই প্রতি সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবে। প্রমাণ যথা,—

গতস্য ন ভবেদ্বার্ত্তা যাবৎ দ্বাদশবার্ষিকী।
প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ॥

অধুনা তর্পণবিধি বলা যাইতেছে।

রবি শুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং।

সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং ॥

প্রত্যহ তর্পণ করাই বিধি, তিল দ্বারা প্রত্যহ তর্পণ করিতে পারে, কিন্তু রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী, শ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মদিন, সংক্রান্তি, রাত্রিকাল এই সকল সময়ে তিল দ্বারা তর্পণ করিবে না।

অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে।
সূর্য্যশুক্রাদিবারেপি ন দোষস্তিলতর্পণে ॥

রবি বা শুক্রবারে যদি উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, সংক্রান্তি, গ্রহণ, উপাকর্ম্ম, উৎসর্গ, যুগাদ্যা ও মৃতাহ হয়, তাহা হইলে তিলতর্পণে দোষ নাই।

তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতং ॥

নিষিদ্ধ তিথিতে যদি তীর্থে বা গঙ্গায় অথবা প্রেতপক্ষে তর্পণ করিতে হয়, সে স্থলে তিলতর্পণে দোষ নাই।

দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
অমাবস্যাঞ্চ বস্ত্রাণাং ন কুর্য্যাৎ পীড়নং নৃপ ॥

দ্বাদশী, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিবস, অমাবস্যা এই সকল দিনে তর্পণ সময়ে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিতে নাই।

সংক্রান্তিব্যবস্থা।

(দিবাসংক্রান্তি, রাত্রিসংক্রান্তি, নক্ষত্রযোগে সংক্রান্তি নাম, গ্রহণ, চূড়ামণিযোগ প্রভৃতি।)

মৃগকর্কটসংক্রান্তী দ্বে তূদগ্দক্ষিণায়নে।
বিষুবতী তুলামেষে গোলমধ্যে তথাপরা।
ধনুর্মিথুনকন্যাসু মীনে চ ষড়শীতয়ঃ।
বৃষবৃশ্চিককুম্ভেষু সিংহে বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥

মেষ সংক্রান্তিকে মহাবিষুব, বৃষ সিংহ বৃশ্চিক কুম্ভ সংক্রান্তিকে বিষ্ণুপদী; মিথুন কন্যা ধনু মীন সংক্রান্তিকে ষড়শীতি, কর্কট সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন, তুলাসংক্রান্তিকে জলবিষুব, মকরসংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ কহে।

অহ্নি সংক্রমণে পুণ্যমহঃ কৃৎস্নমুদাহৃতং।
দিবাতে সংক্রান্তি সঞ্চার হইলে সমগ্র দিবসই পুণ্য হইয়া থাকে।

মহাবিষুব ষড়শীতি এবং জলবিষুব সংক্রান্তির পর ষোড়শ দণ্ড কাল, উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পর বিংশতি দণ্ড, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তির পূর্ব্ব ত্রিংশদ্দণ্ড, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তির পর ষোড়শদণ্ড, আর পূর্ব্ব ষোড়শ দণ্ড পুণ্যতর কাল হয়। সংক্রান্তির পুণ্যতরকাল রাত্রিপ্রবিষ্ট হইলেও রাত্রিতে স্নানদানাদি কর্ত্তব্য।

মন্দা মন্দাকিনী ধ্বাঙ্ক্ষী ঘোরা চৈব মহোদরী।
রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ।
মন্দা ধ্রুবেষু বিজ্ঞেয়া মৃদৌ মন্দাকিনী তথা।
ক্ষিপ্রে ধ্বাঙ্ক্ষী বিজানীয়াদুগ্রে ঘোরা প্রকীর্ত্তিতা।
চরে মহোদরী জ্ঞেয়া ক্রূরৈ ঋক্ষৈস্তু রাক্ষসী।
মিশ্রিতা চৈব বিজ্ঞেয়া মিশ্রিতৈর্ঋক্ষৈস্তু সংক্রমে।
ইত্যেতেষু দ্বাদশেষেব সংক্রান্তিষু ধ্রুবাদিনক্ষত্রযোগাৎ মন্দাদিরূপতয়া সপ্তধা ভিন্নাসু। ত্রিচতুঃপঞ্চসপ্তাশ্চ নব দ্বাদশ এব চ। ক্রমেণ ঘটিকা হেতাস্তৎপুণ্যং পারমার্থিকং॥

উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদ উত্তরফল্গুনী আর রোহিণীনক্ষত্রে সংক্রান্তি-সঞ্চার হইলে তাহাকে মন্দা কহে, ইহার দণ্ডত্রয় কাল পুণ্যতম। চিত্রা অনুরাধা মৃগশিরা রেবতীতে সঞ্চার হইলে মন্দাকিনী বলে, উহার চারিদণ্ড পুণ্যতম। পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তাতে সঞ্চার হইলে ধ্বাঙ্ক্ষী বলা যায়, ইহার পঞ্চদণ্ড পুণ্যতম। যদি পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বভাদ্রপদ মঘা ভরণীতে সংক্রান্তির সঞ্চার হয়, তবে ঘোরা বলা যায়, উহার সপ্তদণ্ড পুণ্যকাল। স্বাতী পুনর্ব্বসু শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষাতে সঞ্চার হইলে মহোদরী কহে, ইহার অষ্টদণ্ড পুণ্যতম। অশ্লেষা আর্দ্রা জ্যেষ্ঠা মূলাতে সঞ্চার হইলে রাক্ষসী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার নবম দণ্ডকাল পুণ্যতম। কৃত্তিকা বিশাখাতে সংক্রান্তি সঞ্চার হইলে মিশ্রিতা কহে, ইহার দ্বাদশদণ্ড পুণ্যতম। সন্ধ্যাসময়ে দিবাংদণ্ডে সঞ্চার হইলে দিবাদণ্ড পুণ্য, রাত্রিদণ্ডে সঞ্চার হইলে রাত্রিদণ্ড পুণ্যতম।

আদৌ পুণ্যং বিজানীয়াৎ যদা ভিন্না তিথির্ভবেৎ।
অর্দ্ধরাত্রব্যতীতে তু বিজ্ঞেয়ং চাপরেঽহনি॥

যদি অপূর্ণ অর্দ্ধরাত্রিকালে সংক্রান্তি সঞ্চার হয়, তবে পূর্ব্বদিনের শেষ দ্বিতীয় প্রহর কালাধিক, অর্দ্ধরাত্রিতে সঞ্চার হইলে, পরদিনের প্রথম দ্বিতীয় প্রহর পুণ্যতম।

মিথুনাৎ কর্কিসংক্রান্তির্যদি স্যাদস্তমানিনঃ।
প্রদোষে বা নিশীথে বা কুর্য্যাদহনি পূর্ব্বতঃ ॥

ঐ অর্দ্ধরাত্রে ভিন্না তিথি হইলে পূর্ব্বদিনের শেষ দ্বিতীয় প্রহর আর পরদিনের প্রথম দ্বিতীয় প্রহর পুণ্যতম। দণ্ডত্রয়াত্মক অর্দ্ধরাত্রিতে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হইলে, আর সেইক্ষণে ভিন্না কিম্বা অভিন্না তিথি হইলে পূর্ব্বদিনের শেষ দ্বিতীয় প্রহর পুণ্যতম হয়।

কার্ম্মুকন্তু পরিত্যজ্য ঝষং সংক্রমতে রবিঃ।
প্রভাতে বা নিশীথে বা স্নানং কুর্য্যাৎ পরেহনি ॥

অর্দ্ধ রাত্রিতে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইলে তৎকালে ভিন্ন বা অভিন্ন তিথি হইলে পরদিবস স্নানদানাদি কর্ত্তব্য। যদি উভয়দিনে সংক্রান্তির পুণ্য কাল হয়, তাহা হইলে পরদিবসে কার্ত্তিকেয় ব্রত করা বিধেয়, ইহার ব্যবস্থাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

ব্যবস্থাপত্রং।

সংক্রান্তেঃ পুণ্যকালস্য দিনদ্বয়লাভে পরদিনে কার্ত্তিকেয়ব্রতং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

যস্মিন্ ঋক্ষে রবিস্তস্মাশ্চতুর্দ্দশগতঃ শশী।
পূর্ণিমা প্রতিপৎসন্ধৌ রাহুণা গ্রস্যতে শশী।
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং মাসর্ক্ষং যদি যায়তে।
তত্র ত্রয়োদশে সূর্য্যো রাহুণা গ্রস্যতে রবিঃ ॥

সূর্য্য যে নক্ষত্রে থাকে, তাহার চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে পূর্ণিমা ও প্রতিপদের মিলনসময়ে চন্দ্রগ্রহণ হয়। যে মাসের যে নক্ষত্র, সেই নক্ষত্র তৎমাসের তৃতীয়াতে কৃষ্ণপক্ষে থাকিলে আর তৎমাস ঘটক নক্ষত্র হইতে ত্রয়োদশ নক্ষত্রে রবি থাকিলে সূর্য্যগ্রহণ হয়।

সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহো ভবেৎ।
চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্ত্যফলং স্মৃতং ॥

রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ আর সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলেই চূড়ামণিযোগ হয়। এই সময়ে দানাদি করিলে অনন্ত ফল হইয়া থাকে।

সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াদ্যস্তু মানবঃ।
সপ্তজন্মসু কুষ্ঠী স্যাৎ দুঃখভাগী চ সর্ব্বদা ॥

সংক্রান্তি দিনে ও গ্রহণ সময়ে স্নান না করিলে সেই ব্যক্তি সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগী ও দুঃখী হয়।

সর্ব্বং ভূমিসমং দানং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ।
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ॥

গ্রহণ সময়ে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই ভূমিদানের সমান হইয়া থাকে; তৎকালে যে কোনরূপ ব্রাহ্মণ হউক না কেন, ব্যাসের সদৃশ হন, আর সকল প্রকার জলই গঙ্গাজলের তুল্য হয়।

ইতি তিথিকৃত্যব্যবস্থা।

দায়ভাগব্যবস্থা।

দায়ভাগশব্দার্থনিরূপণং।

বিভাগোঽর্থস্য পিত্রস্য পুত্রৈর্যত্র প্রকল্প্যতে।
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ॥

পুত্রাদিরা যে পৈতৃক ধন বিভাগ করে, তাহারই নাম দায়ভাগ। সেই ধন প্রাপ্তি বাসনায় বিভাগসময়ে বিবাদ হইয়া থাকে, বুধগণ মীমাংসা করিয়া সেই বিবাদ ভঞ্জনপূর্ব্বক পুত্রাদির স্বত্ব নির্ণয় করিয়া দেন। ঐ ধনকে বিবাদ বলা যায়।

পিত্রাদীনাং স্বত্বনাশে যদ্ধনং স্যাৎ সুতাদিকং।
স্বস্বত্বাদিকসম্বন্ধাৎ তদ্দায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পিত্রাদির স্বত্ব নাশ হইলে তাঁহাদিগের ধনে যে পুত্র প্রভৃতির স্বত্ব জন্মে তাহাকে দায় কহে।

দাসীগবাদামেকস্মিন্ কালিকাব্যাপ্যবৃত্তিকং।
না স্বত্বং হি ভবেত্তস্য বিভাগাৎ কালনির্ণয়ঃ॥

এক দাসদাসী, এক গো, একটী দেবমূর্ত্তি ইত্যাদির বিভাগ হয় না, উহা সমানানুসারে পর্য্যায়িক্রমে ভাগ করিয়া লইবে।

পিত্রাদিকৃতভ্রাতৃকৃতবিভাগঃ।

জীবন্নেব বা প্রবিভজ্য বনমাশ্রয়েৎ বৃদ্ধাশ্রমং বা গচ্ছেৎ
অল্পেন বা প্রবিভজ্য ভূয়িষ্ঠমাদায় বসেৎ বদ্ধ্যপদশ্যেৎ
পুনস্তেভ্যো গৃহ্লীয়াৎ॥

পিতা পুত্রাদিকে আপন ধন বিভাগ করিয়া দিয়া পরে সন্ন্যাসাশ্রম করিবে, সন্ন্যাস না করিলে স্বোপার্জ্জিত ধন পুত্রাদিকে স্বেচ্ছাসহকারে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া নিজে সমস্ত ধন লইয়া গৃহবাস করিবে আর সেই স্বীয় ধন নষ্ট হইলেও পুনরায় পুত্রাদির নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। পুত্রাদিরা দিতে অস্বীকৃত হইলে রাজা দেওয়াইয়া দিবেন।

পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে-
পৈতামহে তু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বং ॥

স্বোপার্জ্জিত ধনে পিতার ইচ্ছাধীন সম বিভাগ হইতে পারে, কিন্তু পিতামহাদির ধনে বিষম বিভাগ অসম্ভব।

জীবদ্বিভাগে তু পিতা নৈকং পুত্রং বিশেষয়েৎ।

পিতামহের জীবদ্দশায় পাতিত্যাদি কারণ ভিন্ন পিতা পুত্রাদিকে ন্যূনাধিক ভাগ করিয়া দিতে সমর্থ নহেন।

ব্যবস্থাপত্রং।

স্বোপার্জ্জিতধনে পিতা স্বেচ্ছয়া ন্যূনাধিকং বিভাগং কর্ত্তুং শক্যতে নতু পিতামহধনে ইতি বিদুষাং মতং।

পৈতৃকন্তু পিতা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ।
ন তৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধমকামং স্বয়মর্জ্জিতং ॥

যদি পিতামহের স্থাবরাদি ধন অপরদ্বারা অপহৃত হয়, তাহা হইলে পিতা যদি সেই ধন পুনরুদ্ধার করেন, তাহা হইলে সেই বিত্তবিভাগে পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনের তুল্য আপন ইচ্ছানুসারে অল্পাতিরেক করিবেন।

ব্যবস্থাপত্রং।

যদা পিতামহস্য স্থাবরাদি ধনমন্যৈর্হৃতং পশ্চাৎ পিত্রোদ্ধৃতং তদা পিতুরকামতো বিভাগং কর্ত্তুং ন শক্যতে তদ্ধনং স্বোপার্জ্জিতমধ্যে গণনীয়ম্বাদিতি বিদুষাং মতং।

মণিমুক্তাপ্রবালানাং সর্ব্বস্যৈব পিতা প্রভুঃ।
স্থাবরস্য তু সর্ব্বস্য ন পিতা ন পিতামহঃ ॥

পিতামহের অস্থাবর মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য প্রবাল প্রভৃতি ধনে পিতার সর্ব্বতোভাবে স্বামিত্ব হয়, কিন্তু স্থাবরাদি ধনের প্রভু পিতা পিতামহ কেহই হইতে পারে না।

পূর্ব্বনষ্টাঞ্চ যো ভূমিমেকশ্চেদুদ্ধরেৎ শ্রমাৎ।
যথাভাগং ভজন্ত্যন্যে দত্বাংশন্তু তুরীয়কং॥

পিতামহের স্থাবরাদি ধন যদি অন্য ব্যক্তি হরণ করে, আর যদি বহু পৌত্রের মধ্যে এক পৌত্র তাহা উদ্ধার করে, তাহা হইলে তাহার চতুর্থাংশ বিত্ত সেই ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত তুল্য লইয়া অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বিত্ত সমভাগ করত ভ্রাতাদিগের তুল্য একাংশ লইবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

অন্যৈর্হৃতং পিতামহধনং কেনচিৎ পৌত্রেণ উদ্ধৃতঞ্চেৎ তদা স্বয়ং তুরীয়াংশং গৃহীত্বা ভ্রাত্রন্তরৈঃ সার্দ্ধং যথাযোগ্যং সংগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং মতং।

পিত্রা সহ বিভক্তা যে সাপত্ন্যা বা সহোদরাঃ।
জঘন্যজাশ্চ যে তেষাং পিতৃভাগং হরন্তু তে॥

পিতা কর্ত্তৃক ধন বিভাগের পর পিতার অন্য পুত্র জন্মিলে সেই জাত-পুত্রের পিতৃধনে অধিকার হয়, কিন্তু ভ্রাতাদিগের ধনে অধিকার নাই, আর পূর্ব্বাংশ গৃহীত ভ্রাতাদিগেরও আর ঐ পিতৃধনে অধিকার হয় না।

ব্যবস্থাপত্রং।

পিতৃকৃতবিভাগানন্তরং জাতপুত্রস্য পিতৃধনে এবাধিকার নতু তদ্ভ্রাতৃধনে ইতি। পূর্ব্ববিভক্তপুত্রাণামপি পিতৃধনে অধিকারো নাস্তীতি বিদুষাং মতং।

যদি কুর্য্যাৎ সমানাংশং পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা।
অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দেয়মাধিবেদনিকং সমং।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যস্যৈ দত্তে ত্বর্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতং॥

যদি বিমাতা স্ত্রীধন না পায় আর পিতা পুত্রদিগের অংশ বিভাগ করিয়া না দেয়, তাহা হইলে বিমাতাকে সন্তানদিগের সহিত সমানাংশ দিতে হইবে। স্ত্রীধন লাভ হইলে অর্দ্ধাংশ দিবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

অপ্রাপ্তস্ত্রীধনায়ৈ পত্ন্যৈ পিত্রা পুত্রসমানাংশো দেয়ঃ প্রাপ্তস্ত্রীধনায়ৈ তদর্দ্ধং দেয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অপুত্রাস্তু পিতুঃ পত্ন্যঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পিতামহ্যশ্চ সর্ব্বাস্তা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পিতামহধনে পিতামহী প্রভৃতিরও এই প্রকার ব্যবস্থা। অর্থাৎ পিতামহীসত্বে পৌত্রকর্ত্তৃক পিতামহধনের বিভাগ সময়ে মাতৃতুল্য অংশ দিতে হইবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

পিতুঃ স্বোপার্জ্জিতধনবিভাগসময়ে পিতুঃ পত্নীনাং সমানাংশা দেয়া। পিতামহধনস্য পৌত্রে বিভাগকরণে পিতামহ্যৈ মাতৃবদ্ভাগো দেয ইতি বিদাং মতং।

পিত্রোরভাবে ভ্রাতৄণাং বিভাগঃ সংপ্রদর্শিতঃ।
মাতুর্নিবৃত্তে রজসি জীবতোরপি শস্যতে॥

পিতা মাতা অবিদ্যমানে ভ্রাতারা পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে এবং পিতা বিদ্যমানেও মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পিতৃধন ভাগ করিতে পারে।

পিত্রভাবে ভ্রাতৃবিভাগঃ।

ভ্রাতৄণাং জীবতোঃ পিত্রোঃ সহবাসো বিধীয়তে।
তদভাবে বিভক্তানাং ধর্ম্মস্তেষাং বিবর্দ্ধতে॥

পিতামাতার জীবিতাবস্থায় পৃথক্ হওয়া অকর্ত্তব্য। তাঁহাদের অবিদ্যমানে পৃথক্ হইয়া সেই ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুণ্য বৃদ্ধি হয়।

যচ্ছিষ্টং পিতৃদায়েভ্যো দত্ত্বর্ণং পৈতৃকং ততঃ।
ভ্রাতৃভিস্তদ্বিভক্তব্যমৃণী ন স্যাদ্যথা পিতা॥

পিতা জীবদ্দশায যে ধন দান করিব বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, অথবা ঋণ করিয়াছিলেন, পুত্রগণ পিতার বিয়োগান্তে সেই ধন রাখিয়া অবশিষ্ট ধন অংশ করিবে। যদি পিতার ধন না থাকে, তথাপি পুত্রেরা স্ব স্ব ধন দ্বারা পিতার ঋণাদি শোধ করিবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

পিতৃবিয়োগানন্তরং পিতুঃ প্রতিশ্রুতং দত্ত্বা পিতৃকৃতর্ণশোধনং কৃত্বা ধনং ভ্রাতৃভিঃ সমং বিভজ্য গৃহীতব্যমিতি। পিতৃধনাভাবে স্বাত্মধনেন ঋণং শোধনীয়ং ইতি বিদাং মতং

মাতাপি পিতরি প্রেতে পুত্রতুল্যাংশহারিণী।

মাতা বিদ্যমান থাকিতে যদি বিভাগ করে, তবে পুত্রেরা স্ব স্ব সমানাংশ মাতাকে দিয়া অংশ করিবে। কিন্তু প্রাপ্তস্ত্রীধনে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্দ্ধাংশ প্রাপ্তব্য।

ব্যবস্থাপত্রং ।

অদত্তস্ত্রীধনায়ৈ স্বমাত্রে পুত্রেণ আত্মতুল্যাংশো দেয়ো দত্তস্ত্রীধনায়ৈ অর্দ্ধাংশো দেয় ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ ।

অপ্রাপ্তব্যবহারাণাং ধনং ব্যয়বিবর্জ্জিতং ।

ন্যসেয়ুর্ব্বন্ধুমিত্রেষু প্রোষিতানাং তথৈব চ ॥

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের ধন, কিম্বা বিদেশস্থ ব্যক্তির ধন বিভাগ সময়ে কোন বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য ।

ব্যবস্থাপত্রং ।

অপ্রাপ্তবয়সাং বালকানাং প্রোষিতানাঞ্চাংশস্য বন্ধুমিত্রেষু ন্যাসং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ ।

ভ্রাতৃণাং যস্তু নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্ম্মণা ।

স বিভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বোপজীবনং ॥

যে ব্যক্তি আপন ক্ষমতাবলে উপার্জ্জন করে, আর পিতৃধনে বাসনাশূন্য হয়, আর অন্য ভ্রাতারা অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সে স্থলে সক্ষম ব্যক্তি আপন পুত্রাদির সন্তোষার্থ কিঞ্চিৎ লইয়া অবশিষ্ট ভ্রাতাগণকে দিবে ।

অনূঢ়ানাঞ্চ কন্যানাং স্ববিত্তানুসারেণ সংস্কারং কুর্য্যাৎ ।

যেষান্তু ন কৃতা পিত্রা সংস্কারবিধয়ঃ ক্রমাৎ ।

কর্ত্তব্যা ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ ।

অবিদ্যমানে পিত্রর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ ।

অবশ্যং কার্য্যাঃ সংস্কারাঃ ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ ॥

অসংস্কৃত ভ্রাতা বা ভগিনী থাকিলে পৈতৃক ধন দ্বারা সংস্কার করিয়া ভাগ করিবে। পিতৃধনের অভাবে স্বীয় স্বীয় ধন দ্বারা তাহাদিগের সংস্কার করিবে। অনূঢ়া দুহিতার বিবাহোচিত দ্রব্য দান করিয়া পরে ধন বিভাগ করিতে হয় ।

ব্যবস্থাপত্রং ।

অসংস্কৃতভ্রাতৃণাং তাদৃশভগিনীনাঞ্চ পিতৃধনেন ভ্রাত্রাদিভিঃ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ । পিতৃধনাভাবে তু স্বধনাদিনা কর্ত্তব্য ইতি বিদুষাং মতং ।

পৈতৃকধনে অনধিকারী নিরূপণং ।

ধার্ম্মিক পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী, অধার্ম্মিকের অধিকার নাই । যজ্ঞার্থে

ক্যাহরণ করিতে হয়, সুতরাং যজ্ঞহীন ব্যক্তি ধনভাগী হইতে পারে না, এবং মূর্খ, স্ত্রী, বিধর্ম্মী ইহারাও সত্বাধিকারী হয় না। সদাচারশূন্য পুত্রকে মূত্রবৎ বলা যায়। মৃত জনের শ্রাদ্ধাদি না করিয়া তাহার ধন লইলে গ্রহণকারী চতুর্ব্বর্ণবধের পাপভাগী হয়, সুতরাং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক্লীব পতিত জন্মান্ধ ও বধির ব্যক্তি অংশভাগী হয় না।

মৃতে পিতরি ন ক্লীবকুষ্ঠ্যুন্মত্তজড়ান্ধকাঃ।
পতিতাঃ পতিতাপত্যাঃ লিঙ্গী দায়াংশভাগিনঃ।
তেষাং পতিতবর্জ্জেভ্যো ভক্তবস্ত্রং প্রদীয়তে।
তৎসুতা পিতৃদায়াংশং লভেরন্ দোষবর্জ্জিতা॥

পিতার মরণান্তে ক্লীব, কুষ্ঠী, উন্মত্ত, জড়, জন্মান্ধ, পতিত, পতিতপুত্র, সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণশীল, ইহারা পিতৃধন পায় না, কেবল অন্ন বস্ত্র পাইতে পারে, কিন্তু পতিত ব্যক্তি অন্ন বস্ত্রও প্রাপ্তযোগ্য নহে। ইহাদিগের পুত্রেরা যদি দোষহীন হয়, তাহা হইলে অংশ পাইবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

ক্লীবকুষ্ঠ্যুন্মত্তজড়ান্ধপতিতপতিতাপত্যলিঙ্গ্যাদিদোষবিশিষ্টেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো ভ্রাত্রাদিভির্ভক্তবস্ত্রাতিরিক্তাংশো ন দাতব্যঃ। পাতিত্যদোষযুক্তেভ্যো ভক্তবস্ত্রং ন দাতব্যমিতি। এতেষাং পুত্রাণাং নির্দ্দোষাণাং পিতৃদায়াংশত্বমিতি বিদাং মতং।

বিভজ্যাবিভজ্যদায়ব্যবস্থা, বিদ্যাধনব্যবস্থা, অবিভাজ্য দ্রব্যবিক্রয়াদি-
নিষেধঃ, তস্য অপবাদশ্চ।

অনাশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং স্বশক্ত্যাপ্নোতি যদ্ধনং।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাৎ বিদ্যয়া লব্ধমেব চ।
গোপ্রচারশ্চ রথ্যা চ বস্ত্রং যচ্চাঙ্গযোজিতং।
প্রাযোজ্যং ন বিভজ্যেত শিল্পার্থঞ্চ বৃহস্পতিঃ।
পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং তত্তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
ত্রীণ্যেতান্যবিভজ্যানি প্রসাদো যশ্চ পৈতৃকঃ॥

পিতৃধনের আশ্রয় ভিন্ন নিজ ক্ষমতাতে যে ধন উপার্জ্জিত হয়, ভ্রাতাদিরা সে ধনের ভাগী হয় না। আর বিদ্যালব্ধ ধন, বিদ্যা অধ্যাপনা দ্বারা লব্ধ ধন, পণপূর্ব্বক বিচারে জিত ধন, পরস্ব সংশয় ছেদনে যে ধন, দ্যূতাদি ক্রীড়ায় লব্ধ ধন, এই সকলের ভাগী নাই। যদি পিতৃধনের ব্যয় পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া থাকে, আর গোচারণ ভূমি, পথ, পরিধেয় বস্ত্র,

শিল্পলব্ধ ধনে এবং মূর্খাদির সহিত পুস্তকাদির বিভাগ নাই আর পিতা মাতাদির প্রদত্ত অলঙ্কারাদির বিভাগ হয় না। আর পিতা মাতা তুষ্ট হইয়া পুত্রকন্যাদিগকে যে ধন দেন, তাহার অংশ নাই।

উপন্যস্তে চ যল্লব্ধং বিদ্যায়া পণপূর্ব্বকং।
বিদ্যাধনন্তু তদ্বিদ্যাদ্বিভাগে ন নিযোজয়েৎ॥
শিষ্যাদার্ত্বিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধপ্রশ্ননির্ণযাৎ।
স্বজ্ঞানশংসনাৎ বাদাল্লব্ধং প্রাধ্যায়নাত্তু যৎ।
বিদ্যাধনন্তু তৎ প্রাহুর্বিভাগে ন নিযোজয়েৎ।
শিল্পেষ্বপি হি ধর্ম্মোঽয়ং মূল্যাদ্যচ্চাধিকং ভবেৎ।
পরং নিরস্য যল্লব্ধং বিদ্যয়া দ্যূতপূর্ব্বকং।
বিদ্যাধনন্তু তদ্বিদ্যাৎ ন বিভাজ্যং বৃহস্পতিঃ॥

তুমি আমার মঙ্গল করিলে তোমাকে কিঞ্চিৎ দিব, এই পণে পরের হিত করণ জন্য যাহা লাভ হয়. তাহার অংশ নাই, অধ্যাপনায় অধ্যাপকত্ব পারিতোষিকে যে লাভ, যজমান হইতে দক্ষিণা যাহা পাওয়া যায়, অপর পণ ভিন্ন বিদ্যাপ্রশ্নপূরণে যে লাভ, শাস্ত্রীয় বিচারে অন্যের চিত্তস্থ সংশয়-চ্ছেদনে যে লাভ, আগত বাদী প্রতিবাদীর ন্যায় করণার্থে সন্দেহ দূর করিয়া যে লাভ হয়, বিনা শাস্ত্রাদিতে পটুতাবশতঃ প্রতিগ্রহ জন্য যে লাভ, শাস্ত্রজ্ঞান কিম্বা অন্যান্য জ্ঞান বিবাদে বা বাদীকে জয় করিয়া যে লাভ, এক দ্রব্য প্রাপ্তির জন্য অনেকের সমাগম হইলে যদি তন্মধ্যে কোন ব্যক্তির উত্তমরূপ অধ্যয়নের প্রকর্ষ নিবন্ধন যাহা লাভ হয়, শিল্প বিদ্যাদ্বারা মূল্যের অধিক যাহা লাভ, দ্যূতাদি ক্রীড়া দ্বারা অন্যকে জয় করিয়া যাহা লাভ হয়, সেই সকলকে বিদ্যালব্ধ ধন কহে, ইহার অংশ নাই।

কুটুম্বং বিভৃয়াৎ ভ্রাতুর্যো বিদ্যামধিগচ্ছতঃ।
ভাগং বিদ্যাধনাৎ তস্মাৎ স লভেদশ্রুতোঽপি সন্॥
নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।
সমবিদ্যাধিগানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং।
কুলে বিনীতবিদ্যানাং ভ্রাতৃতঃ পিতৃতোঽপি বা।
শৌর্য্যপ্রাপ্তন্তু যদ্বিত্তং তদ্বিভাজ্যং বৃহস্পতিঃ॥

বিদ্যা অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে প্রস্থান করিলে ভ্রাতারা যদি তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণ করে, কি ভ্রাতারা কুটুম্ব কর্তৃক রক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার বিদ্যালব্ধধনের ভাগ অন্য ভ্রাতারা মূর্খ হইলেও প্রাপ্ত হইবে। পিতা পিতামহ বা ভ্রাতা হইতে শস্ত্র কি শাস্ত্র শিক্ষা করিলে তদ্দ্বারা সে ধন লাভ হয়, তাহার অংশ অপর ভ্রাতাদিগকে দিতে হইবে। দুই ভাই সমান বা ন্যূনাতিরেক বিদ্বান্ হইলে পরস্পর ধনভাগ দিবে, কিন্তু মূর্খ ভ্রাতাকে সে ধনের অংশ দিবে না।

দ্ব্যংশহরোঽর্দ্ধহরো বা পুত্রবিত্তার্জ্জনাৎ পিতা।
অর্জ্জকো দ্ব্যংশমর্হতি ॥

পিতৃধন দ্বারা ব্যবসা করিয়া যাহা উপার্জ্জন হয়, পিতা তাহার অর্দ্ধেক, অর্জ্জক অবশিষ্ট ভাগের অর্দ্ধেক এবং অবশিষ্ট ধন অন্য ভ্রাতারা বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। ভ্রাতা যদি স্বীয় ধন দ্বারা বাণিজ্য করত ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে পিতা অর্দ্ধেক পাইবেন, উপার্জ্জক অর্দ্ধেক পাইবে, কিন্তু অপর ভ্রাতারা অংশ প্রাপ্ত হইবে না।

ন বাস্তুবিভাগো নোদকপাত্রালঙ্কারোপভুক্তস্ত্রীবাসসামপাং
প্রচাররথ্যানাং বিভাগশ্চেতি প্রজাপতিঃ ॥

পিতা বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি যে স্থলে গৃহ বা উদ্যানাদি করে, অন্যেও স্থানান্তরে তদ্রূপ করিলে তাহার অংশ দিতে হয় না, যে যাহা করিয়াছে সে তাহাই ভোগ করিবে আর জলপাত্র, অলঙ্কারাদি, উপভুক্ত স্ত্রী, কূপ, বাপী, তড়াগ, জল, প্রচারণীয় স্থান, পথ এই সকলের এবং দাসীরও ভাগ নাই। শয্যা বস্ত্রাদি, যাগস্থান, দেববস্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় ভোজনাচমনযোগ্য পাত্রাদি, ইহাদেরও ভাগ নাই, তবে দাস দাসীকে নিজাংশ মতে কার্য্য করাইবে। সাধারণের ধনে ব্যবসায় করিলে যে ব্যক্তির যত অংশ, সে ব্যক্তি তদনুসারে ধনের অংশ গ্রহণ করিবে।

স্বজ্ঞাতিগ্রামসমস্তদায়াদানুমতেন চ।
হিরণ্যোদকদানেন ষড়্ভির্গচ্ছতি মেদিনী ॥

অবিভক্ত স্থাবরাদি সমস্ত অধিকারীর অনুমতি ভিন্ন দান বিক্রয়াদি করিতে পারে না, কিন্তু হিরণ্যোদকাদি দান ও বিক্রয় করা যায়। স্থাবরের বিক্রয় নাই. হিরণ্যোদক দিয়া বিনিময়রূপ দান করিলে দান বা বিক্রয়াদি সিদ্ধ হয়।

ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমভ্যুদ্ধরেত্তু যঃ।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাৎ বিদায় লব্ধমেব চ॥

স্থাবর ব্যতীত পৈতৃক দ্রব্য কেহ হরণ করিলে সেই দ্রব্য জ্ঞাতিদিগের অনুজ্ঞা লইয়া যে ব্যক্তি স্বীয় ধনব্যয় ও শ্রম করিয়া পুনরুদ্ধার করে, সে জ্ঞাতিদিগকে অংশ দিবে না।

স্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়মর্জ্জিতং।
অসম্ভূয় সুতান্ সর্ব্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ।
যে জাতা যেঽপ্যজাতা বা যে চ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ।
বিত্তন্তেঽপি হি কাঙ্ক্ষন্তি বৃত্তিলোপো বিগর্হিতঃ॥

পিতা নষ্টবিত্ত উদ্ধার করিলেও পুত্রের অনুজ্ঞা ব্যতীত দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন না। পরন্তু দান বিক্রয় সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু পিতা পাপী হন, কারণ যে জন্মিয়াছে, যে জন্মাইবে, যে গর্ভে আছে, সকলেই বিত্তের বাসনা করে।

আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থে চ বিশেষতঃ।
একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাৎ দানাধমনবিক্রয়ং।
কুটুম্বার্থেষধীনোঽপি ব্যবহারং সমাচরেৎ।
স্বদেশে বা বিদেশে বা তৎস্বামী ন বিচারয়েৎ॥

আপৎকালে কুটুম্বের বা পরিবারের ভরণার্থে কিম্বা ধর্ম্মার্থে বিক্রয়াদি করিলে বিক্রয়াদি সিদ্ধ হয়। ইহাতে স্বয়ং কি দাসকৃত দান বন্ধক বিক্রয়াদিও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

বিত্তবিভাগে সন্দেহনিরূপণং।

গোত্রভাগবিভাগার্থে সন্দেহে সমুপস্থিতে।
গোত্রজৈশ্চাপরিজ্ঞাতৈঃ কুলং সাক্ষিত্বমর্হতি॥

এই দ্রব্যের বিভাগ হইয়াছে কি না আর ন্যায্য কি ন্যায়বিরুদ্ধ হইয়াছে প্রভৃতি স্থলে সংশয় নিরসনার্থ গোত্রজদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। তদভাবে সন্নিকটস্থ অন্য পুরুষের সাক্ষ্য লইতে হয়।

ভ্রাতরঃ সংবিভক্তা যে স্বরুচ্যা তু পরস্পরং।
বিভাগপত্রং কুর্ব্বন্তি ভাগলেখ্যং তদুচ্যতে॥

পরস্পর ভ্রাতারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে যে ভাগপত্র অর্থাৎ খত করে, তাহার নাম ভাগলেখ্য।

বিভক্তানাং পৃথক্ জ্ঞেয়া পাকধর্ম্মাগমব্যয়াঃ।
সাক্ষিত্বং প্রতিভাবাঞ্চ দানং গ্রহণমেব চ।
বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরং।
যেষাং এতাঃ ক্রিয়া লোকে প্রবর্ত্তন্তে স্বরিকৃথতঃ॥

বিভক্ত ভ্রাতার আয় ব্যয় পাপকর্ম্ম আর পরস্পর সাক্ষিত্ব প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন, দান গ্রহণ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ করিতে হয়, অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ করিবে না।

চিরপ্রবাসিনো বংশস্য পৈতৃকবিত্তবিভাগনিরূপণং।

গোত্রসাধারণং ত্যক্তা যোহন্যদেশসমাশ্রিতঃ।
তদ্বংশস্যাগতস্যাংশঃ প্রদাতব্যো ন সংশয়ঃ।
তৃতীয়ঃ পঞ্চমশ্চৈব সপ্তমো বাপি যো ভবেৎ।
জন্মনামপরিজ্ঞানে লভেতাংশং ক্রমাগতং॥

যে ভূস্বামী স্বদেশ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিদেশে চিরপ্রবাস করত গত হয়, পরে তাহার বংশ আগমন পূর্ব্বক আপনার পৈতৃকধন গ্রহণে বাসনা করে, সে স্থলে তাহাকে বিভক্ত যাবৎ দ্রব্যের সমানাংশ দিবে, জন্মনাম স্মৃতি যাবৎ জ্ঞাতিরা অংশ প্রাপ্ত হইবে।

ভুক্তিস্ত্রৈপুরুষী সিদ্ধেদপরেষাং ন সংশয়ঃ।
অনিবৃত্তে সপিণ্ডত্বে সকুল্যানাং ন সিধ্যতি।
অস্বামিনা তু যদ্ভুক্তং গৃহক্ষেত্রাপণাদিকং।
সুহৃদ্বন্ধুসকুল্যস্য ন তদ্ভোগেন হীয়তে॥

ভাগ প্রাপ্তির অযোগ্য ব্যক্তির ত্রৈপুরুষিক ভোগ হইলেও তাহা সিদ্ধ হয় না, ভাগার্হ ব্যক্তির অংশ দিতে হইবে। আর তাহার গৃহ, ক্ষেত্রাদি

দ্রব্য, সুহৃদ্‌বন্ধু সাকুল্যগণের ভোগ্য হইবে না। তাহারা ভোগ করিলেও বংশ আগতমাত্র অংশ বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বিভাজ্য শ্রোত্রিয়ৈর্ভুক্তং রাজ্ঞামাত্যৈস্তথৈব চ।
সুদীর্ঘেণাপি কালেন তেষাং সিধ্যতি তত্তু ন॥

এ বিষয়ে অস্বামিক দ্রব্য বলিয়া রাজা কি শ্রোত্রিয় কি মন্ত্রীবর্গ বহুকাল ভোগ করিলেও বিদেশস্থ ব্যক্তির বংশ আগত মাত্র তাহার অংশ প্রাপ্ত হইবে, কারণ তাহার স্বত্ব কিছুতেই লোপ পায় না।

অনাগমঞ্চ যদ্ভুক্তং পিত্রা পূর্ব্বতরৈস্ত্রিভিঃ।
ন তচ্ছক্যমপাকর্ত্তুং ক্রমাত্ত্রিপুরুষাগতং॥

অনাগত অর্থে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের ক্রমে ভোগ থাকিলেও তদ্ধনে তাহারই স্বত্ব বিদ্যমান থাকে, পূর্ব্বাধিকারীর স্বত্ব লোপ হয় না। কেন না, ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ যাবৎ ভোগ হইতেছে।

বর্ষাণি বিংশতিং ভুক্ত্বা স্বামিনাব্যাহতা সতী।
ভুক্তিঃ সা পৌরুষী ভূমের্দ্বিগুণা চ দ্বিপৌরুষী।
ত্রিপৌর্ষী চ ত্রিগুণা ন তত্রাম্বেষ্য আগমঃ॥

ত্রৈপুরুষিক ভোগের নির্ণয় এই প্রকার যে, প্রপিতামহ বিংশতি বৎসর ভোগ করত গত হইলে তৎপর পিতামহ বিংশতি বৎসর এবং পিতা বিংশতি বৎসর ভোগ করিয়াছেন, ইহাকেই ত্রৈপুরুষিক ভোগ কহে। এখানে লেখ্য সাক্ষীর অপেক্ষা না করত ভোগ প্রমাণীকৃত হয়। যদি ঐ ভূমির পূর্ব্বস্বামী আমি বলিয়া কেহ আপত্তি করে, সে আপত্তি গ্রাহ্য নহে।

পূর্ব্বস্বামী ষষ্টিবর্ষের মধ্যে আগমন পূর্ব্বক যদি আপত্তি না করে, তবে পরে এক পুরুষের ভোগেও সিদ্ধ হয়, কিন্তু সমক্ষে, প্রবাসস্থ অসমক্ষের প্রতি এ ব্যবস্থা সিদ্ধ নহে।

বিভাগকালে গুপ্তদ্রব্যে পশ্চাদ্ব্যক্তে সতি তস্য বিভাগনিরূপণং।

প্রচ্ছাদিতঞ্চ যদ্‌যেন পুনরাগত্য তৎ সমং।
ভজেরন্ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধমভাবেঽপি চ তৎসুতাঃ।
অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্য দুর্ব্বিভক্তঞ্চ যদ্ভবেৎ।

পশ্চাৎপ্রাপ্তং বিভজ্যেত সমভাগেন তদ্ভৃগুঃ ॥
বন্ধুনাপহৃতং দ্রব্যং বলানৈব প্রদাপয়েৎ।
বন্ধুনামবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ ॥

বিভাগ সময়ে কোন অংশী কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিলে পরে তাহা যদি অংশী জানিতে পারে আর সম্যক্ দ্রব্যের ভাগ সমাধা না হয়, তাহা হইলে ঐ গুপ্ত দ্রব্য আর অসম্যক্ বিভক্ত দ্রব্য পুনরায় তুল্যাংশ করিয়া সমস্ত অংশীগণে লইবে, অন্য দ্রব্য ভাগ হইলে ঐ গুপ্ত ধনই অংশ করিয়া লইতে হয়। যদি ভ্রাতা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে তাহার পুত্রেরা ভাগ করিবে। অংশী ব্যক্তি অবিভক্ত ধন গোপন করা হেতু তাহাতে চৌর্য্যদোষ স্পর্শ হয় না, কারণ, তাহারও স্বত্ব আছে, তদ্ব্যতীত জনে রাখিলেই চৌর্য্য হইয়া থাকে। তাহার নিকট বল না করিয়া রাজা প্রীতি সহকারে বাহির করিয়া দেওয়াইবেন। যদি এক ভ্রাতার বহু পরিবার থাকে, সে যদি কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ করে, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের লাভ তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না।

স্ত্রীধননির্ণয়ঃ।

প্রপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতং ॥

নারীজাতি আপন শিল্পনৈপুণ্যে যে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করে, আর পিতৃ মাতৃ ভর্ত্তৃকুল ব্যতীত অন্য হইতে যদি কিছু পায়, তাহাতে তাহার স্বামীত্ব নাই, সে ধনে তাহার স্বামীর অধিকার। তদ্ব্যতীত বস্তু স্ত্রীধন হইয়া থাকে।

পত্যৌ জীবতি যঃ কশ্চিদলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে ॥

পতির জীবদ্দশায় স্ত্রী যে কিছু ভূষণ ধারণ করে, তাহা যদি পতি তাহাকে না দিয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীর স্বত্ব হয়, জ্ঞাতিগণ তাহার অংশ করিয়া লইতে পারে না। তাহার ভাগ লইলে নরকগামী হইতে হয়।

সৌয়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমিষ্যতে।
যস্মাত্তদানৃশংস্যার্থং তৈর্দ্দত্তং তৎপ্রজীবনং।
সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ত্তিতং।
বিক্রয়ে চৈব দানে চ যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি।
ঊঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহেহথবা।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ব্বা লব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতং॥

সৌদায়িক ধনে নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য আছে, স্থাবর হইলেও বিক্রয় বা দান করা যায়। বিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে বা পতিগৃহে থাকিয়া পিতৃদত্ত ভর্ত্তৃদত্ত যে কিঞ্চিৎ পায়, তাহাকেই সৌদায়িক ধন কহে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকারে স্ত্রীর প্রভুতা, কিন্তু পতিদত্ত স্থাবর দ্রব্য দান বিক্রয় করিতে পারে না, পতি কি পুত্রাদিকে দিতে পারে।

ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেহপি তৎ।
সা যথাকামমশ্নীয়াৎ দদ্যাৎ বা স্থাবরাদৃতে॥

পতি প্রসন্ন হইয়া স্ত্রীকে যে কিছু দেন, পতির মরণান্তে স্ত্রী ইচ্ছামত তাহা দানবিক্রয়াদি করিতে পারে, কেবল স্থাবর ধনের দান বিক্রয় নাই।

দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে চ ব্যাধৌ সম্প্রতিবোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা নাকামো দাতুমর্হতি॥

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পরিবারবর্গের আহারের জন্য অথবা ধর্ম্মার্থব্যয়ের জন্য কিম্বা উত্তমর্ণের ঋণশোধার্থ পতি স্ত্রীর নিকট তাহার স্ত্রীধন ঋণ করিয়া লইলে যদি তাহা পরিশোধ করিতে না পারে, তথাপি পাপী হয় না। এই সকল কারণ ব্যতীত স্ত্রীধন লইয়া পুনরায় না দিলে প্রত্যবায়ী হইতে হয়।

স্ত্রীধনাধিকারীনির্ণয়ঃ।

সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং বিদুঃ।
অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা॥

মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীধনে পুত্রের এবং অনূঢ়া কন্যার এককালে অধিকার হয়। ইহার একের অবিদ্যমানে একের অধিকার, উভয়ের

অবিদ্যমানে পুত্রবতী কন্যার. তাহার অভাবে সম্ভাবিত পুত্রবতী কন্যার অধিকার জন্মে। যদি সকলের অভাব হয়, তবে পতির অধিকার। পতিবতী কিম্বা অপ্রজাবতীর স্ত্রীধনে স্বামীর অধিকার, স্বামীর অভাবে মাতা, তাঁহার অভাবে ভ্রাতা, ভ্রাতার অভাবে পিতার অধিকার হইয়া থাকে। পুত্র কন্যার অভাবে পৌত্র, পৌত্রাভাবে দৌহিত্র, তাহার অভাবে প্রপৌত্র, তদভাবে বন্ধ্যা বিধবা কন্যা, এবং বিধবা কন্যার অভাবে পতি অধিকারী। পতির অভাব হইলে মাতা পিতা ভ্রাতার অধিকার হয়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, পিতৃ-মাতৃ দত্ত স্ত্রীধনে বন্ধ্যা বিধবা কন্যার অভাবে পতি অধিকারী না হইয়া ভ্রাতা অধিকারী হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং দুহিতুঃ স্থাবরং ধনং।
অপ্রজায়ামতীতায়াং ভ্রাতৃগামি তু সর্ব্বদা॥

মাতার বিবাহসময়ে লব্ধধনে পুত্র বিদ্যমানেও যথাক্রমে অবাগ্‌দত্তা, অনূঢ়া, ঊঢ়া কন্যার অধিকার হয়। প্রমাণ যথা—

স্ত্রীধনং দুহিতৄণাম প্রদত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চেতি গোতমবচনে প্রথমমপ্রদত্তানামবাগ্‌দত্তানাং তদভাবে প্রতিষ্ঠিতানাং বাগ্‌দত্তানাং তদভাবে চ সমুচ্ছিতানাং সমূঢ়ানাং দুহিতৄনামিতি স্মার্ত্তঃ।

কন্যার অভাবে মাতার স্ত্রীধনে পুত্রের অধিকার হয়, প্রমাণ যথা—

দুহিতৄণামভাবে তু রিকৃথং পুত্রেষু তদ্ভবেৎ।

পুত্রাভাবে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব্ব এই পঞ্চবিধ বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত স্ত্রীধনে পতির অধিকার। আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ এই তিন বিবাহে লব্ধধনে মাতার, তাহার অভাবে পিতার অধিকার হয়। প্রমাণ যথা—

ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্ব্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্ধনং।
অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে।
যত্তস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে॥

অবিবাহিতা স্ত্রীধনে প্রথম ভ্রাতার অধিকার, ভ্রাতার অভাবে মাতার, তদভাবে পিতার অধিকার হয়। প্রমাণ যথা—

অপৃথক্ মৃতায়াঃ কন্যায়াঃ গৃহ্লীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ং।
তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ॥

উপকারতারতম্য নিবন্ধন ধন বিভাগের এই প্রকার ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ইহার উপসংহারে বলা যাইতেছেবে, প্রপৌত্রপর্য্যন্ত অভাব হইলে সপত্নীপুত্রপৌত্রেরও অধিকার হয়। পতি কি পিতার অভাবপর্য্যন্ত হইলে দেবর, ভাসুর, দেবরসুত, ভগিনীসুত ভ্রাতৃ ভাগিনেয় ভ্রাতুস্পুত্র, দেবর ভাসুরদিগের জামাতা এবং শ্বশুরাদিরও অধিকার হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

প্রথমং দেবরস্ততো ভাসুরাদিষ্বধিকারঃ।

পুত্রধনাধিকারনির্ণয়ঃ।

অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী ব্রতে স্থিতা।
ভুঞ্জীতামরণাৎ ক্ষান্তা দায়াদা ঊর্দ্ধমাপ্নুয়ুঃ।
স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলং স্মৃতং।
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন॥
সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্য তু সোদরঃ।
দদ্যাচ্চাপহরেদংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ।
অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী নান্যদর্য্যধনং হরেৎ।
অসংসৃষ্ট্যাপি চাদদ্যাৎ সংসৃষ্টো নান্যমাতৃজঃ॥

প্রপৌত্র যাবৎ বর্জ্জিত হইয়া ধনী মরিলে তাহার স্ত্রী অধিকারিণী হয়, কিন্তু দানবিক্রয়ের অধিকার থাকে না। কেবল উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিবে মাত্র, তাহাতে যদি না চলে, তবে দেহ রক্ষার্থে এবং পতির স্বর্গার্থে কিঞ্চিদ্দান ও বিক্রয় করিবে। তাহার মৃত্যুর পর নিকট জ্ঞাতিগণ অধিকারী হইবে। তাহার অভাবে কুমারী কন্যা ও বাগ্দত্তার অধিকার হইয়া থাকে। তদভাবে বিবাহিতা পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা অধিকারিণী। ইহার অভাবে পিতার, তদভাবে মাতার, তদভাবে সংসৃষ্ট ভ্রাতার, তদভাবে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ও অসংসৃষ্ট ভ্রাতার সমানাধিকার হয়।• তদভাবে অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়ের অধিকার, তদভাবে সংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতু-

স্পুত্রের, তদভাবে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্রের, তাহার অভাবে অসংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতৃপুত্রের, তদভাবে অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হয়, কিন্তু সংসৃষ্ট হইলে ভ্রাতার তুল্য অধিকার হয়। তদভাবে সহোদর ভ্রাতার পৌত্র, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র ক্রমে ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

বিভক্তো যঃ পুনঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চৈকত্র সংস্থিতঃ।
পিতৃব্যেনাথবা প্রীত্যা স তু সংসৃষ্ট উচ্যতে॥

বিভাগাবসানে স্নেহবশতঃ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা পিতৃব্যভ্রাতুষ্পুত্রের পুনরায় একত্রাবস্থান হইলে তাহাকে সংসর্গ কহে। সেই সংসর্গতাবশতঃ সংসৃষ্ট হয়। তৎপরে উল্লিখিত ধনাধিকারীর অভাব হইলে যথাক্রমে যে যে ব্যক্তি ধনাধিকারী হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—

পিতৃদৌহিত্রের অধিকার।

তাহার মধ্যে প্রথমে সহোদর ভগিনীপুত্র,

তদভাবে	বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্র,
তদভাবে	পিতামহ,
তদভাবে	পিতামহী,
তদভাবে	পিতার সহোদর,
তদভাবে	পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,
তদভাবে	পিতৃসহোদরের পুত্র,
তদভাবে	পিতৃ-বৈমাত্রেয়ের পুত্র ও পৌত্রাদি,
তদভাবে	পিতার সহোদরা ভগিনীসুত,
তদভাবে	পিতার বৈমাত্রেয় ভগিনীসুত,
তদভাবে	প্রপিতামহ,
তদভাবে	প্রপিতামহী,
তদভাবে	পিতামহের সোদর ও বৈমাত্র ভ্রাতা,
তদভাবে	পিতামহের সহোদর ভ্রাতা,
তদভাবে	পিতামহের বৈমাত্র ভ্রাতা,
তদভাবে	প্রপিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র পৌত্রাদি,

তদভাবে পিতামহের বৈমাত্রেয় সোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,

তদভাবে প্রপিতামহের সহোদর ভ্রাতার পুত্র,

তদভাবে পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র,

তদভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্রাদি ক্রমে,

তদভাবে অর্থস্বামীর মাতামহ,

তদভাবে মাতুল,

তদভাবে মাতুলসুত,

তদভাবে মাতৃস্বসৃসুত,

তদভাবে মাতুলপুত্র.

তদভাবে বৃদ্ধ প্রপৌত্র যাবৎ,

তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদির ক্রম-অধিকার,

তদভাবে সমানোদক,

তদভাবে আচার্য্য,

তদভাবে শিষ্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধনস্বামীর নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াছে।

তদভাবে সহাধ্যায়ী,

তদভাবে একত্র বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী। এই সকলের প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতো গোত্রজো বন্ধুঃ শিষ্যঃ স ব্রহ্মচারিণঃ।
এষামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ॥

যদি ইহাদিগের অভাব হয়, তবে একগ্রামনিবাসী সগোত্র সমানপ্রবর লোকের ক্রমে অধিকার হয়। যদি তাহারও অভাব হয়, তবে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা অধিকারী। প্রমাণ যথা—

ব্রাহ্মণধনবর্জ্জ্যং রাজগামীতি বিষ্ণুসূত্রং।

ইতি দায়ভাগব্যবস্থা।

অথ অশৌচব্যবস্থা।

তত্রাদৌ দাহাধিকারঃ।

অশৌচ দ্বিবিধ,—মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ। মৃতাশৌচব্যবস্থা লিখিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দাহাধিকার, মুমূর্ষু কৃত্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপদ্ধতি ও সপিণ্ড-বিচার পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই হেতু অগ্রে দাহাধিকার বিবৃত হইতেছে।

জ্যেষ্ঠপুত্রঃ কনিষ্ঠশ্চ ততঃ পৌত্রপ্রপৌত্রকৌ।
অপুত্রা চ ততঃ পত্নী সপুত্রা তদনন্তরং॥
অদত্তা বা বাগ্‌দত্তা বা প্রদত্তা কন্যকা নৃপ।
দৌহিত্রোহথ কনিষ্ঠশ্চ সোদরো জ্যেষ্ঠসোদরঃ।
এবং বিমাতৃজৌ জ্ঞেয়ৌ সোদরস্য সুতস্ততঃ॥
বৈমাত্রেয়স্য পুত্রশ্চ পিতা মাতা স্নুষা ততঃ।
পৌত্রী পৌত্রস্য ভার্য্যাথ প্রপৌত্রী চ ততঃ পরং॥
প্রপৌত্রী চ সপিণ্ডশ্চ সমানোদকগোত্রজৌ।
মাতামহো মাতুলশ্চ ভাগিনেয়স্ততঃ পরং॥
মাতামহসপিণ্ডশ্চ তৎসমানোদকস্ততঃ॥
বাগ্‌দাননিশ্চিতা ভার্য্যা শ্বশুরো দুহিতুঃ পতিঃ।
ততঃ পিতামহীভ্রাতা শিষ্যাচার্য্যস্ততঃ সখা।
পিতুর্ম্মিত্রঃ সজাতীয়ঃ পুংসাং দাহাধিকারকঃ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্রই পুরুষের দাহাধিকারী হইয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর দাহ হইতে সপিণ্ডীকরণ যাবৎ যত ক্রিয়া আছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই সেই সমস্ত ক্রিয়ার অধিকারী হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকিলে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রা ভার্য্যা ও সপুত্রা ভার্য্যা ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। তাহার অভাবে অদত্তা তনয়া, অদত্তা তনয়ার অভাবে দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহার অভাবে সহোদর ভ্রাতার পুত্র, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র, তাহার অভাবে পিতা, মাতা, স্নুষা (পুত্রবধূ), তদভাবে অদত্তা পৌত্রী, তদভাবে দত্তা পৌত্রী, তাহার

অভাবে অদত্তা প্রপৌত্রী, দত্তা প্রপৌত্রী, তাহার অভাবে পিতৃব্য, পিতামহ, তাহার অভাবে সপিণ্ড জ্ঞাতি, সমানোদক, তাহার অভাবে সগোত্র মাতামহ, মাতামহী, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতামহ সপিণ্ড ও তৎসমানোদক, তাহার অভাবে বাগদত্তা পত্নী, শ্বশুর, তদভাবে জামাতা, তাহার অভাবে পিতামহীভ্রাতা, তদভাবে গুরু, শিষ্য, পুরোহিত, আচার্য্য, মিত্র, সখা, তদভাবে এক গ্রামস্থ স্বজাতি ও বেতনভুক্ত স্বজাতি ক্রিয়াধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষের দাহাদি কার্য্যের অধিকারী ব্যবস্থাশাস্ত্রে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে।

স্ত্রীণাস্ত্বেবং প্রপৌত্রান্তঃ কন্যাস্ত্রিস্রস্তথা নৃপ।
দৌহিত্রোথ সপত্নীজঃ পতিঃ স্নুষা সপিণ্ডকং॥
সমানোদক এবাথ সগোত্রোথ পিতা ততঃ।
ভ্রাতুষ্পুত্রোঽগ জামাতা ভর্ত্তুর্ম্মাতুলশিষ্যকৌ।
পিত্রোর্ব্বংশ্যৌ স্বজাতীয়ৌ স্ত্রীণাং দাহাধিকারকঃ॥

স্ত্রীজাতির দাহাদি কার্য্যে যে অধিকারী হইতে পারে, তাহা কথিত হইতেছে।—জ্যেষ্ঠ পুত্রই স্ত্রীলোকের দাহাদি যাবতীয় কার্য্যে অধিকারী হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে যথাক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অ দত্তাত নয়া, বাগ্‌দত্তা তনয়া, দত্তা তনয়া, দৌহিত্র, সপত্নীর পুত্র, স্বামী, পুত্র-বধূ, সপিণ্ড ও সমানোদক স্বগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, সহোদরা, ভ্রাতৃভগিনীপুত্র, স্বামীর ভ্রাতা, তৎপুত্র, পতির ভাগিনেয়, জামাতা, স্বামীর মাতুল, স্বামীর শিষ্য প্রভৃতি পিতৃমাতৃবংশীয়গণ যথাক্রমে দাহাদি ক্রিয়ার অধিকারী হইয়া থাকে।

অসগোত্রঃ সগোত্রো বা স্ত্রিয়ো বা পুরুষোপি বা।
যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডং দদ্যাৎ স এব হি॥

কি অসগোত্র, কি সগোত্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কেহই হউক না কেন, যে ব্যক্তি অগ্নিদাতা অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাহ করে, সেই ব্যক্তিই প্রেতের পিণ্ড দান করিবে।

দাহকস্য ত্বসামর্থ্যে পিণ্ডো দেয়াঃ সুতাদিনা॥

যে দাহ করে, সে যদি অসমর্থ হয়, তাহা হইলে মৃতের পুত্রাদিরা পূরক পিণ্ডদান করিবে।

তাবৎ পিণ্ডাস্তু দাতব্যা যাবৎ স্যাত্তদশৌচকং।
মুখ্যন্ত্বশৌচে দশপিণ্ডদানং
দৈবাদশৌচে ন চ পিণ্ডদানং।
তদাদ্যশ্রাদ্ধাৎ পুরতো হি কার্য্যং
মুখ্যে হি কালেঽকরণে চ গৌণে॥

অশৌচমধ্যেই পূরকাদি দান করা বিধেয়। যদি কোন কারণবশতঃ তাহাতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন দিবে।

মুমূর্ষু কৃত্যং।

আসন্নমৃত্যুনা দেয়া গোঃ সবৎসা চ পূর্ব্ববৎ।
তদভাবে চ গৌরেকা নরকোদ্ধারণায় বৈ॥
তদা যদি ন শক্নোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চ গাং।
শক্তোঽন্যোঽরুক্ তদা দত্ত্বা শ্রেয়ো দদ্যাৎ মৃতস্য চ॥

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি অর্থাৎ দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নরক হইতে পরিত্রাণের জন্য বৈতরণী করা কর্ত্তব্য। অপবিত্র থাকিলেও বৈতরণী করিবে। নিজে অক্ষম হইলে অপর কোন পবিত্র ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বৈতরণী কার্য্যে যথাবিহিত সবৎসা ধেনু দানই কর্ত্তব্য। তাহাতে অক্ষম হইলে একটী মাত্র ধেনু দান করিবে। যেরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া ধেনু উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা যমদ্বারস্থিতবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকামঃ (অথবা তপ্তাবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকামঃ)

* সবৎসা ধেনু দানকালে স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতক্ষুর, কাংস্যক্রোড়, তাম্রপৃষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া সবস্ত্র করত দান করিবে।

ইমাং সালঙ্কৃতাং সবস্ত্রাং কৃষ্ণাং গাং (অথবা বৈতরণীং গাং) গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং শ্রীবিষ্ণুদৈবতাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে।

উল্লিখিতরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া উৎসর্গ করিবে। যদি ধেনু দানে অসমর্থ হইয়া তন্মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে "কৃষ্ণাগোমূল্যান্ এককার্ষাপণবরাটকান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে। এই প্রকারে ধেনু উৎসর্গ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৎপরে দক্ষিণান্ত করিবে। দক্ষিণাবাক্য যথা—

তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যমদ্বারাবস্থিততপ্তাবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকামনয়া কৃতৈতৎ সালঙ্কৃতাসবস্ত্রা-কৃষ্ণা-বৈতরণীগোদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে।

এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যদি ধেনু না দিয়া তন্মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে দক্ষিণাবাক্যে "কৃষ্ণাগোমূল্যদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং" বলিতে হইবে। বৈতরণী দানকালে ভোজ্যান্ন, জল, বস্ত্র প্রভৃতিও দান করা কর্ত্তব্য। মৃত্যুকালে বৈতরণী না হইলে আদ্যশ্রাদ্ধকালে সর্ব্বাগ্রেই করিতে হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপদ্ধতিঃ।

যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার দাহাধিকারী পুত্রই হউক আর অন্য কেহই হউক, সেই ব্যক্তি স্বয়ং স্নান পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া তদীয় সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিবে এবং তাহাকে দক্ষিণশিরা করিয়া কুশোপরি শয়ন করাইবে। পরে তদীয় সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পুনরায় স্নান করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং ॥
কৌশিকীঞ্চ চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং।
ভদ্রাবকাশাং সরযূং পনসং গণ্ডকীন্তথা।
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা ॥

উল্লিখিত মন্ত্রে মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া পুনরায় নূতন বস্ত্র পরিধান করাইবে এবং উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত ও চন্দনাদি লেপন প্রদান করিবে। অনন্তর শবের দুই চক্ষুতে, দুই কর্ণে, দুই নাসারন্ধ্রে ও মুখে এই সপ্ত-সংখ্যক রন্ধ্রে সপ্তখণ্ড সুবর্ণ প্রদান করিবে। সুবর্ণের অভাব হইলে কাংস্যখণ্ড দিতে হয়। তৎপরে শব বহন পূর্ব্বক শ্মশানপ্রদেশে লইয়া যাইবে। যখন শব বহন করিয়া লইয়া যাইবে, তখন কাঁচা-মৃত্তিকাপাত্রে তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা পথিমধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে গমন করিবে। যখন অর্দ্ধাংশ বাকী থাকিবে, তখন তাহা আর না ছড়াইয়া পিণ্ডপাকার্থ রাখিয়া দিবে। সেই তণ্ডুল দ্বারা শ্মশানে অন্নপাক করিবে। পিণ্ডদানার্থ শ্মশানভূমি গোময় দ্বারা লেপন পূর্ব্বক বিপরীতোপবীতী হইয়া বাম জানু পাতিয়া উপবেশন করিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক একটী চতুষ্কোণ রেখা করিয়া তাহার উপর কুশাচ্ছাদন করিবে।

চতুষ্কোণ রেখা করিবার মন্ত্র যথা,—

অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীসদঃ।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রেতের আবাহন করিতে হয়, যথা—

এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভিঃ দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্বশরীরং নিযচ্ছ।

এই মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক আস্তীর্ণ কুশের উপরিভাগে তিল প্রদান করত বাম করে কুশমূল লইয়া দক্ষিণ করে তিলসহিত জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক কুশোপরি নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—

অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব।

ইতি অবনেজলদানং।

উক্ত মন্ত্রে অবনেজল প্রদানপূর্ব্বক দক্ষিণ করে পিণ্ড গ্রহণ করিয়া বামহস্তে আমপাত্রে তিলসহিত জল লইয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নমুপতিষ্ঠতাং।

এই মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশোপরি পিণ্ডপ্রদান পূর্ব্বক পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালনজল পিণ্ডের উপর দিবে। আবাহন সামবেদীয়দিগের পক্ষে, অন্যের নহে। অন্যান্য বেদীয়েরা সমস্ত কার্য্যই করিবে, কিন্তু আবাহন করিবে না। অনন্তর ক্রিয়াধিকারীরা স্নানপূর্ব্বক কাষ্ঠরাশি দ্বারা চিতা রচনা করিবে এবং চিতাকাষ্ঠের উপরিভাগে দুইখানি বস্ত্রসহ শবকে শয়ন করাইবে। সামবেদীয়েরা দক্ষিণশিরা ও উপুড় করিয়া পুরুষকে এবং দক্ষিণশিরা ও চিৎ করিয়া স্ত্রীলোককে শয়ন করাইবে। অন্যান্যবেদীয়ের পক্ষে উত্তরশিরা করিয়া শয়নই ব্যবস্থেয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিবে। মন্ত্র যথা—

দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ এনং দহন্তু।

ইতি অগ্নিগ্রহণং।

এই মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক করে ধারণ করত চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবে। যথা—

কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং।*
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতং।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥

উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হওত শিরঃস্থলে অগ্নি সংযোগ করিবে। পরে দাহশেষে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত সপ্তকাষ্ঠিকা ক্রমে প্রদক্ষিণ করিয়া সাতবারে সেই সাতটী কাষ্ঠিকা চিতানলমধ্যে

* স্ত্রী লোক মরিলে "নারীং পঞ্চত্বমাগতাং" এইরূপ পাঠ করিবে।

ফেলিয়া দিবে। এই সপ্ত কাষ্ঠিকা বিনা মন্ত্রেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। অনন্তর "ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুঠার দ্বারা চিতাস্থিত জলন্ত কাষ্ঠের উপর প্রহার করত অগ্নিকে বামে রাখিয়া বিমুখভাবে নদী প্রভৃতিতে স্নানার্থ প্রস্থান করিবে। আর চিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। কোন কোন দেশে এইরূপ ব্যবহার আছে যে, দাহকর্ত্তা সাত কলসী জল সেচন করে এবং অপরাপর ব্যক্তিরা এক এক কলসী জল সেচন করিয়া থাকে আর চিতার উপর পূর্ণকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক কুঠার দ্বারা আঘাত করত দাহকর্ত্তা স্নানার্থ প্রস্থান করিবে। শবকে নগ্নবেশে দাহ করিতে নাই, শবসম্বন্ধীয় বস্ত্র বা অন্যান্য যে কোন দ্রব্য থাকে, তাহা শ্মশানবাসী চণ্ডালকে সমর্পণ করিবে। সূতিকা স্ত্রী বা ঋতুমতী নারী মরিলে তিলসহ পঞ্চগব্যজলে কলসী পূর্ণ করিয়া "আপো-হিষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাত নঃ মহে রণায় চক্ষুষে" এই মন্ত্র এবং "বামদেব্য ঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করত দাহ করিতে হয়। গর্ভবতী স্ত্রী মরিলে গর্ভস্থ শিশুকে বহির্গত করিয়া ভূগর্ভে পুতিবে এবং প্রসূতিকে দাহ করিবে। তৎপরে নদী প্রভৃতি জলাশয়ে গমন করিয়া দাহকারীর শ্যালক প্রভৃতিকে অনুজ্ঞা লইতে হয়। "উদকং করিষ্যামঃ" এই বাক্যে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতে হয়। "কুরুধ্বং" এই বাক্যে অনুজ্ঞা দিবে। অনন্তর স্নানান্তে বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দক্ষিণা-ভিমুখে বাম করে জল গ্রহণ পূর্ব্বক বাম হস্তের অনামা দ্বারা ঘর্ষণ করত "আপ নঃ শুশোচদঘং" এই বাক্য বলিবে। পরে একবস্ত্রে স্নান করত আচমন পূর্ব্বক একাঞ্জলি বা অঞ্জলিত্রয় জলে তর্পণ করিবে। যে মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল যথা—

অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি।

ইতি সামবেদীয়ঃ।

উক্ত মন্ত্রে সামবেদীয়গণ তর্পণ করিবে। ঋগ্বেদীয় বা যজুর্ব্বেদীয়গণ নিম্নোক্ত মন্ত্রে তর্পণ করিবে। যথা—

অমুকগোত্র প্রে অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তিলোদকং তৃপ্যস্ব।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়-ঋগ্বেদীয়ো।

তৎপরে গৃহে প্রস্থান করিবে। দেশবিশেষে এইরূপ প্রথা আছে যে, রাত্রিতে দাহ হইলে দিবাভাগে গৃহে যাইবে এবং দিবাভাগে দাহ হইলে রাত্রিতে গৃহে গমন করিবে। কোন কোন স্থানে এরূপ প্রথাও দৃষ্ট হয় যে, রাত্রিতে দাহ হইলে পুনর্ব্বার রাত্রি না হইলে গৃহে গমন করে না এবং দিবাভাগে দাহ হইলে পুনরায় পরদিন আগত না হইলে গৃহে যায় না। অনন্তর গৃহে গমন করিয়া গৃহাদ্বারস্থ অগ্নি, ঘি, তণ্ডুল, ডাইল ও নিম্বপত্র দন্তে কাটিয়া দাহকারী সকলেই মৃত ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সেবন করে। তৎপরে বাটীস্থিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তিরা নিজগৃহে গমন করে।

কুশপুত্তলিদাহঃ।

যদি এরূপ ঘটে যে, কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিবার পর তাহাকে দাহ করা হয় নাই এবং তাহার অস্থিও পাওয়া যায় নাই যে, সেই অস্থিদাহন হইবে, সেস্থলে কুশপুত্তলি দাহন করিতে হয়। অর্থাৎ শরপত্র দ্বারা একটী পুত্তলি প্রস্তুত করিয়া তাহার মস্তকাদিতে ৩৬০ সংখ্যক পলাশপত্র দিয়া মেষরোমের সূত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক যবপিষ্ট দ্বারা লেপন করিবে এবং পুত্তলির মস্তকে একটী তরুণ নারিকেল প্রদান করিতে হয়। তৎপরে সেই পুত্তলিকে দাহন করিবে। উপরে যে ৩৬০টী পলাশপত্র দিবার কথা বলা হইল, তন্মধ্যে ৪০টী মস্তকে, ১০টী গলদেশে, ৩০টী বক্ষে, ২০টী উদরে, ১০০টী বাহুতে, ১০টী অঙ্গুলীতে, ৬টী অণ্ডকোষে, ৪টী উপস্থে, ১০০টী উরুদেশে, ৩০টী জানুজঙ্ঘাতে এবং ১০টী পদাঙ্গুলীতে দিবে।

অগ্নিযোগ ব্যবস্থা।

মনুসংহিতায়াং—

ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যুর্ব্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে॥

অদ্বিবর্ষে প্রেতে শরীরমদগ্ধা নিখনন্তীতি।
অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাশ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশং॥

কি বালক, কি বালিকা, যাহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তাহার দেহত্যাগ হইলে দাহ করিবে না। বান্ধবগণ তাহাকে গ্রামের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া চন্দন প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করত অস্থি সঞ্চয়ন ব্যতীত বিশুদ্ধ স্থানে প্রোথিত করিবে।

গঙ্গাজলে অস্থিক্ষেপঃ।

মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গাজলে দিবার আবশ্যক হইলে উত্তরাভিমুখে আচমন পূর্ব্বক কুশজল লইয়া সঙ্কল্প করত অস্থিকে পঞ্চগব্যে অভিষেক করিবে। পরে স্বর্ণ, মধু, ঘৃত ও তিল মিশ্রিত মাটীর মধ্যে আবৃত করত দক্ষিণদিক দর্শন পূর্ব্বক "নমো ধর্ম্মরাজায়" বলিয়া জলে অবতরণ করিবে। পরে "স মে প্রীতো ভবতু" এই বলিয়া দূরস্থ জলমধ্যে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে স্নানপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে। যেরূপ বাক্যে সংকল্প করিতে হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এতদস্থিসমসংখ্যাকবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গাধিকরণকমহীয়মানত্বকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ এতান অস্থিখণ্ডানি গঙ্গায়াং প্রক্ষিপামি।

এইরূপ মহাবাক্যে সঙ্কল্পকরত যথোক্ত বিধানে গঙ্গাজলে মৃতব্যক্তির অস্থি নিক্ষেপ করিতে হয়।

সপিণ্ডাদিবিচারঃ।

মৎস্যপুরাণে—

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যা পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।

পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং ॥

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, আপনা হইতে তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী ও তিন পুরুষ লেপভাগী, এই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকেই সপিণ্ড বলা যায়। অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী আর বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ও অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ এই পুরুষত্রয় লেপভাগী এবং স্বয়ং পিণ্ডদ। পিণ্ড প্রদানান্তে যাহা হস্তে সংলগ্ন থাকে, তাহারই নাম লেপ। সাপিণ্ড সম্বন্ধে একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, যথা—

মনে কর কৃষ্ণ পুত্র, চন্দ্রকুমার পিতা, রমেশ পিতামহ, সুরেন্দ্র প্রপিতামহ, কার্ত্তিক বৃদ্ধপ্রপিতামহ, রজনীকান্ত অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, এবং গদাধর অত্যাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। এস্থলে কৃষ্ণের সহিত গদাধরের সপিণ্ডত্ব রহিয়াছে। কেননা, কৃষ্ণ পিণ্ডদ; চন্দ্রকুমার, রমেশ ও সুরেন্দ্র পিণ্ডভাগী এবং কার্ত্তিক রজনীকান্ত ও গদাধর লেপভাগী। এই কারণেই কৃষ্ণের সহিত গদাধরের সপিণ্ডত্ব দেখা যাইতেছে। সপিণ্ডের অনন্তর যে তিন পুরুষ তাহাদিগকে এবং "এই বংশে অমুক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল" এইরূপ নামস্মৃতি তাবৎকে সমানোদক বলা যায়। কোন কোন ব্যক্তি চতুর্দ্দশ পুরুষ যাবৎকে সমানোদক বলিয়া নির্ণয় করেন এবং তৎপরে গোত্রজ সম্বন্ধ মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহারও প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

মনুসংহিতায়াং—

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।

সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে।

সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্ততে চতুর্দ্দশাৎ ॥

বিবাহ বিষয়ে অবিবাহিতা কন্যার সপিণ্ডতা সাতপুরুষ যাবৎ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বিবাহের পর পতিকুলে সপিণ্ডত্ব হয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

রত্নাকরে—

অপ্রাপ্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সপ্তপৌরুষং।

প্রাপ্তানাং ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ।।

ভর্তৃসপিণ্ডই নারীজাতির সপিণ্ড। অনূঢ়া কন্যার পিতৃকুলে ত্রিপুরুষ যাবৎ সপিণ্ডতা থাকে, কিন্তু তাহা অশৌচবিষয়ে জানিবে। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে, যথা—

সপিণ্ডা তু কন্যানাং সবর্ণানাং ত্রিপুরুষী।

সপিণ্ডাদ্যশৌচকথনং।

বৃহস্পতিঃ—

দশাহেন সাপিণ্ডাস্তু শুদ্ধ্যন্তি প্রেতসূচকে।

ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুদ্ধ্যন্তি গোত্রজাঃ ।।

এক্ষণে সাধারণতঃ সপিণ্ডাদির অশৌচ বিধান কথিত হইতেছে।—বৃহস্পতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, কি জননে কি মরণে সপিণ্ড ব্যক্তির সম্পূর্ণ অশৌচ হয় অর্থাৎ দশদিন অশৌচ হইয়া থাকে আর সকুল্যের তিন রাত্রি এবং গোত্রজ ব্যক্তি স্নানমাত্রে শুদ্ধি লাভ করে। সমানোদকের নিবৃত্তি-ভাব অর্থাৎ নাম স্মরণ পর্য্যন্তকেই সকুল্য বলা যায়। *

চাতুর্ব্বর্ণাশৌচনিরূপণং।

মনুসংহিতায়াং—

শুদ্ধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি ।।

এক্ষণে চাতুর্ব্বর্ণাশৌচ বিবৃত হইতেছে।—মনু বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে দশদিন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পক্ষে এক পক্ষ এবং শূদ্রের পক্ষে একমাস পূর্ণাশৌচ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নিয়মেই সকলে শুদ্ধিলাভ করে। †

---

* এ স্থানে যে অশৌচ ব্যবস্থা লিখিত হইল, ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে জানিবে। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির স্বীয় স্বীয় জাত্যুক্ত শৌচের বিভাগ মতে ব্যবস্থা হইবে।

† যদি সূর্য্য উদিত হইবার অগ্রে অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন হইতে গণনা করিবে। কেন না, অশৌচের দিন নির্ণয় না হইলে অশৌচ গ্রহণ অকর্ত্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তি বিদেশে প্রাণত্যাগ করে, অথবা বিদেশে কাহারও জন্ম হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতিগণ যে দিন সংবাদ প্রাপ্ত হইবে, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অশৌচের যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয় দিনই অশৌচ গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ের বৃহস্পতিপ্রোক্ত প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

অন্যদেশমৃতং জ্ঞাতিঃ শ্রুত্বা বা পুত্রজন্ম চ।
অনির্গতে দশাহে চ শেষাহোভির্বিশুদ্ধ্যতি ॥

মনুও এবিষয়ে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে, বিদেশমৃত ব্যক্তির মরণ সংবাদ অশৌচমধ্যে প্রাপ্ত হইলে অশৌচের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকে, তাহাই গ্রহণ করিবে। যথা—

বিগতন্তু বিদেশস্থং শৃণুয়াদ্যো হ্যনির্দ্দেশং।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেব শুচির্ভবেৎ ॥

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিদেশে প্রাণত্যাগ করিলে যে দিন সংবাদ পাওয়া যায়, সেই দিন হইতে দশ রাত্রের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অশৌচগ্রহণ করিবে। এস্থলে দশরাত্রি বলাতে ব্রাহ্মণের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। অন্যান্য জাতির পক্ষে তাহাদিগের জাত্যুক্ত নিয়মানুসারে অশৌচ গ্রহণ করিবে।

জননাশৌচ অতীত হইলে যদি সেই সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর অশৌচ গ্রহণ করিবে না। কিন্তু যদি স্বীয় পুত্র হয়, আর অশৌচান্তে সংবাদ পায়, তাহা হইলে ধৃত বসনসহ অবগাহন স্নান করিলেই শুদ্ধিলাভ করে। সপিণ্ড ব্যক্তির মরণসংবাদ অশৌচান্তে শ্রবণ করিলে স্নান করত তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

মনুসংহিতায়াং—
নাশৌচং প্রসবস্যাস্তি ব্যতীতেষু দিনেষ্বপি।
নির্দ্দেশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥

দশদিন অতীত হইলে যদি এক বৎসরের মধ্যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে। দশদিন বলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে বুঝাইল সত্য, কিন্তু ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বাদশ দিনের পর, বৈশ্যের পক্ষে এক পক্ষের পর এবং শূদ্রের পক্ষে এক মাসের পর বুঝিবে। অর্থাৎ নিয়মিত অশৌচের পর এক বৎসরের মধ্যে শ্রবণ করিলেই তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে। যদি এক বৎসর অতীত হইলে তৎপর শ্রবণ করে, তাহা হইলে সদ্যঃ শৌচ হইবে।* ইহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

শঙ্খঃ—

অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
সম্বৎসরব্যতীতে তু সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥

নারীবিষয়কাদ্যশৌচকথনং।

কূর্ম্মপুরাণে—

ঊনদ্বিবর্ষান্মরণে সদ্যঃশৌচমুদাহৃতং।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যাহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয় নাই, তাদৃশী বালিকার মৃত্যু হইলে সদ্যঃ শৌচ গ্রহণ করিবে।

আদিপুরাণে—

ততো বাগ্দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব হি।
বাক্প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়শ্চোভয়তস্ত্র্যহং।
পিতুর্ব্বরস্য চ ততো দত্তানাং ভর্ত্তুরেব হি॥

আদি পুরাণে লিখিত আছে যে, যে কন্যাকে বাগ্দত্তা করা হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইলে এক রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। অনন্তর বাগ্দান সুসিদ্ধ হইলে তৎপর যাবৎ বিবাহ না হয়, ইহার মধ্যে মরিলে কি পিতৃ-

---

* এই যে বিধি উক্ত হইল, ইহা সপিণ্ডের পক্ষে জানিবে। কিন্তু যদি মহাগুরু নিপাত হয় অর্থাৎ পিতা, মাতা, অথবা ভর্ত্তার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কুল, কি পতিকুল উভয় কুলেই তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে বিবাহের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তকেই বাগ্‌দানকাল বলা যায়। বিবাহের পর হইতে মরিলে পতিকুলে পূর্ণাশৌচ হইবে।

দত্তা নারী পিতুর্গেহে সূয়তে ম্রিয়তেঽথবা।
তদ্বন্ধুবর্গস্ত্বেকেন শুদ্ধেত্তু জনকস্ত্রিভিঃ॥

বিবাহিতা কন্যা যদি পিতার গৃহে অবস্থিতি করিয়া তথায় প্রসব করে, অথবা তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতামাতার তিন রাত্রি এবং ভ্রাতৃবর্গের এক রাত্রি অশৌচ হইবে। এ বিষযেব ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

দত্তাযাঃ কন্যায়াঃ পিতৃমাতৃসম্বন্ধীভূতে গৃহে প্রসবমরণে মাতাপিতৃভ্যাং ত্রিরাত্রাশৌচ, ভ্রাতৃভিরেকরাত্রাশৌচং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

কূর্ম্মপুরাণে—

আদন্তাৎ সোদরে সদ্যঃ আচড়াদেকরাত্রিকং।
আপ্রদানাত্ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃপরং॥

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি অজাতদন্তা কন্যার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তদীয় ভ্রাতা সদ্যঃ শৌচ গ্রহণ করিবে। যদি জাতদন্তা কন্যা মরে, তাহা হইলে তৎসহোদর একরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ চূড়াকরণ কাল যাবৎ এক রাত্রি অশৌচই ব্যবস্থেয়। বিবাহান্তে মরিলে আর ভ্রাতাকে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয় না। তখন কেবল ভর্ত্তৃকুলেই পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে।

আদিপুরাণে—

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ।
গতৈঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ॥

আদি পুরাণে বর্ণিত আছে যে, পুত্র ও কন্যার জন্ম হইলে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা সকলেরই দশ দিন যাবৎ অস্পৃশ্যত্ব থাকে এবং শূদ্রাণীর ত্রয়োদশ দিন যাবৎ অস্পৃশ্যত্ব থাকে।

মাতা শুদ্ধ্যেদ্দশাহেন স্নানাত্তু স্পর্শনং পিতুঃ।
ইতি স্মার্ত্তঃ।

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে মাতার দশাহ যাবৎ অস্পৃশ্যত্ব থাকে এবং পিতার স্নানের পূর্ব্বকাল যাবৎ অস্পৃশ্যত্ব জানিবে।

সূতিকাং পুত্রবতীং বিংশতিরাত্রেন স্নাতাং।
সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ মাসেন স্ত্রীজনীমিতি পৈঠীনসী॥

বিপ্রাণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পুত্র প্রসব করিলে বিংশতি দিনে স্নানান্তে সকল কর্ম্মের অধিকারিণী হয় আর যদি কন্যা প্রসব করে, তাহা হইলে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে বিপ্রাণীর পক্ষে দশাহ অশৌচের বিধি বলা হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে আবার বিংশতি দিনের ব্যবস্থার উল্লেখ হইল, ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অস্পৃশ্যত্ববিষয়ক জানিবে আর এই যে বিংশতি দিনের ব্যবস্থা হইল, ইহা অশৌচবিষয়ক। শূদ্রার পক্ষে পুত্র কন্যার জাতাশৌচ এক মাস এবং অস্পৃশ্যত্ব ত্রয়োদশ দিন জানিবে।

বালকাদিমরণাশৌচেকথনং।

কূর্ম্মপুরাণে—

জাতমাত্রস্য বালকস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাৎ পিত্রোরস্পৃশ্যতা তথা।
সদ্যঃ শৌচং সাপিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং সোদরস্য হি।
ঊর্দ্ধং দশাহাদেকাহাং সোদরো যদি নির্গুণঃ॥

বালকাদির মরণে যেরূপ অশৌচ হইতে পারে, অধুনা তাহারই ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। কূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, যদি প্রকৃত সময়ে অর্থাৎ নবম বা দশম মাসে বালক জন্মিয়া সেই জননাশৌচের মধ্যেই

প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে পিতা মাতার অস্পৃশ্যত্ব জননাশৌচ হইবে এবং সপিণ্ডগণের সদ্যঃ শৌচ হইবে। যদি অশৌচান্তে সেই বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সহোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ গ্রহণ বাধ্যস্থেয়।

মিতাক্ষরায়াং—

গর্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ॥

মিতাক্ষরাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি পুত্র বা কন্যা গর্ভমধ্যে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সকলেরই দশাহ অর্থাৎ পূর্ণাশৌচ হইবে।

অপিচ।—

দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ।
নাবাশৌচং ন কর্ত্তব্যং সূত্যাশৌচং বিধীয়তে॥

বালক জন্মিয়া যদি জননাশৌচের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার বান্ধব অর্থাৎ পিতা মাতা মৃতাশৌচ না ধরিয়া জননাশৌচই গ্রহণ করিবেন।

কূর্ম্মপুরাণে—

অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিষ্যতে।
জাতে দন্তে ত্রিরাত্রং স্যাদ্ যদি স্যাতাং চ নির্গুণৌ।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অজাতদন্ত বালকের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ জননাশৌচের পর হইতে যাবৎ দন্ত না জন্মে, তৎকালমধ্যে মৃত্যু হইলে পিতা মাতা একরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবেন; আর যদি দন্তজননের পর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণীয়!

কূর্ম্মপুরাণে—

অথোর্দ্ধং দন্তজননাৎ সপিণ্ডানামশৌচকং।
একাহং নির্গুণনান্তু চৌড়াদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রকং॥

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি জাতদন্ত বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সপিণ্ড ব্যক্তির একাহ অশৌচ হইবে; আর যদি চূড়াকরণের পরে মরে, তবে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণীয়।

মতান্তরে—

আদন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকং।
ত্রিরাত্রঞ্চোপয়নাৎ সপিণ্ডানামুদাহৃতং॥

মতান্তরে আরও লিখিত আছে যে, দন্তজনন পর্য্যন্ত অর্থাৎ জননাশৌচের পর যদি ছয় মাস মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সপিণ্ড ব্যক্তির সদ্যঃ অশৌচ হইবে। যদি চূড়াকাল মধ্যে অর্থাৎ ছয় মাসের পর দ্বিবর্ষ মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে একাহ অশৌচ গ্রহণ করিবে। যদি উপনয়ন কার্য্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুই বর্ষের পর ছয় বর্ষ তিন মাস মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয়।

অনুপনীতো বিপ্রস্তু ইত্যভিধায় ম্রিয়তে।
যত্র তত্র স্যাদশৌচং ত্র্যহমেব স্মৃতং বুধৈঃ॥

যদি অনুপনীত বিপ্রশিশুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে; কিন্তু যদি পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়ন সংস্কার হয় এবং সেই বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সংপূর্ণাশৌচ গ্রহণীয়।

অঙ্গিরাঃ—

নিবৃত্তচূড়কে বিপ্রে ত্রিরাত্রাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে॥

অঙ্গিরার মতে এইরূপ জানা যায় যে, যে বিপ্রবালকের অপূর্ণ দ্বিবর্ষ মধ্যে চূড়াকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইলে সকলকেই তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

জাবালিঃ—

বৃত্তচূড়দ্বিজানাস্তু প্রতীতিবু যথাক্রমং।
দশাহত্র্যহএকাহৈঃ শুদ্ধ্যন্ত্যপি হি নির্গুণাঃ॥

জাবালি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, যে বালকের দন্ত ছয় মাস মধ্যে উৎপন্ন হয়, চূড়াকরণ একবর্ষ বয়ঃক্রমে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে আর পঞ্চম বর্ষে উপনয়ন হয়, তাহার মৃত্যু হইলে জ্ঞাতিগণ তদনুরূপ দশাহ, ত্র্যহ ও একাহ অশৌচ গ্রহণ করিবে। *

মৎস্যপুরাণে—

ত্রিরাত্রন্তু ভবেচ্ছূদ্রে ষণ্মাসোনশিশৌ মৃতে ॥

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, অপূর্ণ ছয় মাসের মধ্যে যদি শূদ্রশিশুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা মাতা ও সপিণ্ডগণের তিন রাত্রি অশৌচ হইবে।

অঙ্গিরাঃ—

শূদ্রে দ্বিবর্ষন্যূনে তু মৃতে শুদ্ধিস্তু পঞ্চভিঃ।
অত ঊর্দ্ধং মৃতে শূদ্রে দ্বাদশাহো বিধীয়তে ॥

অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, যদি দ্বিবর্ষের ন্যূনবয়স্ক শূদ্রশিশুর মৃত্যু হয়, তবে পাঁচ দিন অশৌচ গ্রহণ করিবে। তদূর্দ্ধ বয়স্ক হইয়া ছয় বৎসরের মধ্যে মরিলে দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণীয়।

অপিচ—

ষড়্‌বর্ষান্তমতীতো যঃ শূদ্রঃ সংম্রিয়তে যদি।
মাসিকন্তু ভবেচ্ছৌচমিত্যাঙ্গিরসভাষিতং ॥

অঙ্গিরা আরও বলিয়াছেন যে, ছয় বৎসর অতীত হইয়া তৎপর যদি শূদ্রবালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে এক মাস অর্থাৎ পূর্ণাশৌচ হইবে।

* এই যে সকল নিয়ম বলা হইল, ইহা বিপ্রের পক্ষে জানিবে। শূদ্রের নিয়ম ওরূপ নহে। কেন না তাহাদের পূর্ণাশৌচ একমাস নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা সেই সংখ্যা অনুসারে অশৌচ গ্রহণ করিবে।

আদিপুরাণে—

বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভ্যতে সদা।
শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবদ্বর্ণসঙ্করাঃ॥

আদিপুরাণে কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের উপনয়নের ন্যায় শূদ্রজাতির বিবাহই প্রধান সংস্কার। অতএব যদি ছয় বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে শূদ্র জাতির বিবাহ হয় এবং সেই সময়ে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে স্থলে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ণসঙ্করেরা শূদ্রের ন্যায় অশৌচ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সদ্যঃশৌচব্যবস্থা।

কূর্ম্মপুরাণে—

সদ্যঃ শৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষে চাপ্যুপপ্লবে।
ডিম্বাহবে হতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈঃ।
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং শাপাদিমরণে তথা॥

এক্ষণে সদ্যঃশৌচ ব্যবস্থা কথিত হইতেছে।—কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হয়, রাজবিপ্লবে অর্থাৎ নৃপতির হিতসাধনার্থ সংগ্রাম করিয়া মরে, রাজশূন্য যুদ্ধে যদি মরণ হয়, বিদ্যুতাগ্নিতে যদি মৃত্যু হয়, কিম্বা শাপাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সদ্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ ঐ সকল রূপে মৃত্যু হইলে সপিণ্ড ব্যক্তিরা স্নানমাত্রে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

বিষ্ণুসংহিতায়াং—

নাশৌচং রাজ্ঞাং রাজকর্ম্মণি ন ব্রতীনাং ব্রতে ন সত্রিণাং সত্রে ন কারুণাং স্বকর্ম্মণি ন রাজাজ্ঞাকারিণাং তদিচ্ছয়া ন দেবপ্রতিষ্ঠাবিবাহয়োঃ পূর্ব্বসম্ভৃতয়োঃ॥

নৃপতির নৃপকার্য্যে, ব্রতীর ব্রতে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞে, শিল্পীর শিল্পকার্য্যে, রাজাজ্ঞাকারীর নৃপতির ইচ্ছাতে, দেবপ্রতিষ্ঠা ও বিবাহসময়ে, পূর্ব্বসঙ্কলিত কোন ব্রতসময়ে, চিকিৎসকের চিকিৎসাতে, দাসদাসীর দাস্যকার্য্য-করণ সময়ে যদি সপিণ্ডাদির মরণ হয়, তবে অশৌচ হয় না। কেহ কেহ সদ্যঃশৌচেরও বিধি দিয়া থাকেন।

পরাশরসংহিতায়াং—

উপসর্গমৃতে চৈব সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।

পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে যে, উপসর্গবশতঃ মৃত্যু হইলেও সদ্যঃ শৌচ হয়।

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে॥

ইতি শূলপাণ্যনিরুদ্ধৌ।

শূলপাণি ও অনিরুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি আপদে মৃত্যু হয় অথবা বহুযন্ত্রণাতে মরণ ঘটে, তাহা হইলে সদ্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে।

গর্ভস্রাবাশৌচব্যবস্থা।

গর্ভস্রাবকালস্থ মাসানামষ্টমাবধিঃ।

অধুনা গর্ভস্রাবাশৌচব্যবস্থা কথিত হইতেছে।—শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, অষ্টম মাস যাবৎ গর্ভস্রাবের নিরূপিত কাল স্থিরীকৃত আছে।

কূর্ম্মপুরাণে—

অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাৎ গর্ভবিপ্লবঃ।

তদা মাসসমৈস্তাসামশৌচদিবসং স্মৃতং॥

ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে যত মাস গর্ভসঞ্চার হ য়াছে ততদিন, সেই স্ত্রীর অশৌচ হইবে।

অপিচ।—

অত ঊর্দ্ধন্তু পতনে স্বজাত্যুক্তমশৌচকং।

সদ্যঃ শৌচং সাপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ।
গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনির্গুণে।
যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ॥

কূর্ম্মপুরাণে আরও লিখিত আছে যে, যদি ছয় মাসের পর আট মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী স্ব স্ব জাতিবিহিত পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে আর সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ, নির্গুণের একাহ ও যথেচ্ছাচারীর তিনরাত্রি অশৌচ হইবে।

দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চ-ষষ্ঠমাসেষপি ব্রহ্মণী-ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যা-শূদ্রাণাঞ্চ মাসসমসংখ্যদিনাতিরিক্তমেকরাত্রং দ্বিরাত্রং ত্রিরাত্রং ষড়্রাত্রঞ্চ দৈবপৈত্রকর্ম্মানধিকারঃ।

ইতি স্মার্ত্তঃ।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি দ্বিতীয় মাসে, তৃতীয় মাসে, চতুর্থ মাসে, পঞ্চম মাসে, অথবা ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে যতমাস গর্ভ হইয়াছে, তৎসমসংখ্যা দিন অশৌচের পর বিপ্রাণীর একদিন, ক্ষত্রিয়ার দুই দিন, বৈশ্যার তিন দিন এবং শূদ্রার ছয় দিন অতিরিক্ত থাকে অর্থাৎ তত্তৎ দিনের পর দৈব ও পৈত্র কার্য্যে অধিকার হয়। পরন্তু লৌকিক কার্য্য করিতে বাধা নাই।

কূর্ম্মপুরাণে—

তত্র ষণ্মাসপর্য্যন্তং মাসসংখ্যং দিনদ্বয়ং।
অধিকং বৈদিকে কার্য্যে বিপ্রাণাং দিনমেককং।
শূদ্রাণাং ষড়্দিনানি স্যুঃ সূতকানামিদং স্মৃতং।
সপ্তমাষ্টময়োস্তাসাং স্বজাত্যুক্তমশৌচকং।
সপিণ্ডানামেকরাত্রং জন্মাহাৎ পরতো যদি।
মতিস্তদা তয়োর্নৈতৎ কিন্তু স্যাৎ প্রকৃতং যথা॥

কূর্ম্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, যদি ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হয়,

তাহা হইলে সেই স্ত্রী দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারিণী হয় না। বিপ্রাণীর পক্ষে যতমাস গর্ভ হইয়াছে, তৎসমসংখ্য দিনের পর একদিন অতিরিক্ত অশৌচ গ্রহণ করিবে। ঐরূপ ক্ষত্রিয়া নারী অতিরিক্ত দুই দিন, বৈশ্যা অতিরিক্ত তিন দিন এবং শূদ্রাণী অতিরিক্ত ছয় দিন অশৌচ গ্রহণ করিবে। অন্যত্র মাসের সমসংখ্য দিন অশৌচ হইয়া থাকে; আর যদি সপ্তম বা অষ্টম মাসে গর্ভে মৃত হইয়া প্রসব হয়, তাহা হইলে সকলকেই পূর্ণ জননাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। নবম দশম মাসেও এইরূপ ব্যবস্থেয়।

অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাদ্যশৌচব্যবস্থা।

সম্বর্ত্তসংহিতায়াং—

চতুর্থেহহনি বিপ্রস্য ষষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্য চ।
অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাৎ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

অধুনা অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাদি অশৌচ ব্যবস্থা কথিত হইতেছে।—সম্বর্ত্তসংহিতায় লিখিত আছে যে, যদি সম্পূর্ণ অশৌচ হয়, তাহা হইলে তিন দিন যাবৎ ব্রাহ্মণের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে অর্থাৎ তিন দিনের পর বিপ্র স্পর্শনযোগ্য হয়। এইরূপে ক্ষত্রিয় ছয় দিন, বৈশ্য আট দিন ও শূদ্র দশদিন অস্পৃশ্য থাকে।

অপিচ দেবলঃ—

অশৌচকালাদ্বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনন্তু ত্রিভাগতঃ।

দেবল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, যদি খণ্ডাশৌচ হয়, তাহা হইলে অশৌচদিনকে তিন ভাগ করিবে। ঐ রূপে বিভক্ত করিয়া একভাগে যে কাল হয়, ততদিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। যদি অশৌচের সময় বিগত হইয়া যায়, তাহা হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

বিষ্ণুসংহিতায়াং—

মাতুরেব সূতকং তাং স্পৃশতঃ পিতুর্নেতরেষাং ।।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, বালকবালিকা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার পিতা বা বিমাতা যদি সূতিকাস্পর্শ করে, তাহা হইলে মাতার তুল্য অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়।

আদিপুরাণে—

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ।
গতৈঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ ॥

আদিপুরাণে লিখিত আছে যে, পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে কি ব্রাহ্মণী কি ক্ষত্রিয়া কি বৈশ্যা সকলেরই দশ দিন যাবৎ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে, কিন্তু শূদ্রাণী ত্রয়োদশ দিন যাবৎ অস্পৃশ্যা হইবে।

মনুসংহিতায়াং—

অতিক্রান্তাশৌচে সচেলঃ স্নাত্বা এব অঙ্গাস্পৃশ্যত্বনিবৃত্তিঃ।

মনুসংহিতাতে লিখিত আছে যে, অশৌচকাল সমতীত হইলে সবস্ত্র স্নান করিলেই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব দোষের শান্তি হইয়া থাকে।

কূর্ম্মপুরাণে—

সূতকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দুষ্যতি।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে সপিণ্ডবর্গের অশৌচ হয় না, কেবল পিতা মাতারই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হইয়া থাকে।

যমসংহিতায়াং—

অজা গাবো মহিষ্যশ্চ ব্রাহ্মণী চ প্রসূতিকা।
দশরাত্রেণ শুদ্ধ্যন্তি ভূমিষ্ঠঞ্চ নবোদকং ॥

যমসংহিতাতে লিখিত আছে যে, প্রসূতা ছাগী, গো, মহিষী ও বিপ্র-রমণী আর বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে ভূমিষ্ঠ নবোদক, ইহারা দশ রাত্রির পরশুদ্ধি লাভ করে।

ব্রহ্মপুরাণে—

নবখাতজলং গাবো মহিষশ্ছাগযোনয়ঃ।
শুদ্ধ্যন্তি দিবসৈরেব দশভির্নাত্র সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, নূতন পুষ্করিণীর জল, প্রসূতা গাভী, মহিষী ও ছাগী ইহারা দশ দিবসের পর শুদ্ধি লাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিতাক্ষরায়াং—

কালে নবোদকং শুদ্ধং ন পাতব্যন্তু তত্র্যহং।
অকালে তু দশাহং স্যাৎ পীত্বা নাদ্যাদহর্নিশি॥

মিতাক্ষরাতে লিখিত আছে যে, বর্ষাকালে মেঘ হইতে যে জল নিপতিত হয়, তাহা তিন দিবসান্তে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ তিন দিন উহা পান করিবে না। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে যে জল বর্ষণ হয়, তাহা দশদিনের পর শুদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা দশদিনান্তে পান করিবে। যদি দশদিনের মধ্যে উহা পান করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে।

অপিচ শঙ্খঃ—

স্নানমাচমনং দানং দেবতা-পিতৃতর্পণং।
শূদ্রোদকৈর্ন কুর্ব্বীত তথা মেঘবিনিঃসৃতৈঃ॥

যে জল শূদ্র কর্ত্তৃক আনীত অথবা যাহা মেঘ হইতে নিপতিত, তদ্দ্বারা স্নান, আচমন, দানকর্ম্ম এবং দেবতা ও পিতৃতর্পণ করিবে না। (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে যে, শূদ্রানীত জল বা মেঘনিঃসৃত জল দ্বারা স্নানাদি করিলে আটপণ বরাটক উৎসর্গরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে।)

বিষ্ণুসংহিতায়াং—

চিতাধূমসেবনে সর্ব্বে বর্ণাঃ স্নানমাচরেয়ুঃ।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, মৃতব্যক্তির চিতাধূম যদি অঙ্গে স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববর্ণই স্নানান্তে বিশুদ্ধ হইবে।

পারস্করঃ—

অস্থিসঞ্চয়নাদর্ব্বাগ্ যদি বিপ্রোঽশ্রু পাতয়েৎ।
মৃতে শূদ্রে গৃহং গত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যতি ॥

যে শূদ্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার অস্থি সঞ্চয়নের অগ্রে অর্থাৎ যতদিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে, তাহার মধ্যে কোন বিপ্র যদি সেই শূদ্রের গৃহে গমন পূর্ব্বক অশ্রুপাত করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

পরাশরসংহিতায়াং—

অস্থিসঞ্চয়নাদূর্দ্ধং যাবন্মাসং দ্বিজাতয়ঃ।
দিবসেনৈব শুদ্ধ্যন্তি বাসসাং ক্ষালনেন চ ॥

পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে যে, যদি অস্থিসঞ্চয়নান্তে একমাস মধ্যে কোন বিপ্র শূদ্রগৃহে গমনপূর্ব্বক অশ্রুপাত করে, তাহা হইলে একাহ অশৌচ গ্রহণ করত সবস্ত্র স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয়।

পারস্করঃ—

স্বজাতেৰ্দ্দিবসেনৈব দ্ব্যহাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
স্পর্শং বিনানুগমনে শূদ্রো নক্তেন শুদ্ধ্যতি।
মৃতস্য বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা তু পরিবেদনং।
বর্জ্জয়েত্তদহোরাত্রং দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ ॥

অস্থিসঞ্চয়নের অগ্রে যদি স্ব স্ব জাতির গৃহে গিয়া অশ্রুত্যাগ করে, তাহা হইলে দুই দিন অশৌচ হইবে। যদি বিপ্রজাতি ক্ষত্রিয়ের গৃহে বা বৈশ্যের গৃহে অশ্রুপাত করে, তাহা হইলে দুই দিন পরে শুদ্ধ হয় আর শূদ্রের স্থলে সকলেরই উপবাস ব্যবস্থা। বিপ্রের পক্ষে শূদ্রগৃহে অশ্রু-

পাতের বিষয় অগ্রেই কথিত হইয়াছে। যদি মৃতব্যক্তির বান্ধবের সহিত অশ্রুপাত করা যায়, তাহা হইলেও একদিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্বস্থলেই এক দিন দান অথবা অধ্যয়নাদি কার্য্য নিষিদ্ধ।

খণ্ডাশৌচব্যবস্থা।

মনুসংহিতায়াং—

মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ।

এক্ষণে খণ্ডাশৌচ ব্যবস্থা বিবৃত হইতেছে।—মনু বলিয়া গিয়াছেন যে, মাতুল, শিষ্য, ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিত ও আত্মবান্ধব * ইহাদিগের দাহাদি না হইলে পক্ষিণী অশৌচ হয়, কিন্তু দাহাদি করিলে তিন রাত্রি হইয়া থাকে।

পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে বান্ধবেষু তথৈব চ।
একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং গুরৌ সব্রহ্মচারিণি॥

যদি পিতৃবন্ধু † মরে, তাহা হইলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে, কিন্তু দাহাদি করিলে তিন রাত্রি। মাতুলাদি ও পিতৃবন্ধুর মৃত্যুতেই ঐরূপ ব্যবস্থা। যদি গুরু বা সহাধ্যায়ীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে এক রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে।

অসম্বন্ধিনো দ্বিজান্ দহিত্বা বাহিত্বা সদ্যঃশৌচং।
সম্বন্ধমাত্রে তু ত্রিরাত্রমিতি। ঊঢ়া কন্যানান্তু দাহাদিকং

---

* মিতাক্ষরাতে আত্মবান্ধবের যে প্রমাণ লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"আত্মমাতুঃ স্বসুঃ পুত্রা আত্মমাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ॥"

† পিতৃবন্ধু কাহাকে বলে, তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল যথা—

"পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥"

বিনাপি অন্যথা তদ্বোঢ়ুরশৌচং ন তস্যা ইতি মহদ্বৈষম্যং স্যাৎ।

যে ব্যক্তির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যদি তাহার দাহাদি করা যায়, তাহা হইলে সদ্যঃ শৌচ হইবে। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে, যদি তাহাকে দাহন করা যায়, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়। বিবাহিতা কন্যার পক্ষে সর্ব্বত্রই তিন রাত্রি অশৌচ হয়।

প্রচেতাঃ—

মাতৃস্বসৃমাতুলয়োঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্গুরৌ।
ঋত্বিজি বৈ চোপরতে ত্রিরাত্রমিতি শিষ্যকে॥

প্রচেতা বলিয়াছেন যে, মাসী, মাতুল, (মাতার সহোদর) শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহারা মরিলে অর্থাৎ যদি নিজগৃহে বা নিকটে মরে, তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ হয়।

বৃহন্মনুঃ—

শ্বশুরয়োর্ভগিন্যাঞ্চ মাতুলান্যাঞ্চ মাতুলে।
পিত্রোঃ স্বসরি তদ্বচ্চ পক্ষিণীং ক্ষপয়েন্নিশাং॥

বৃহন্মনু বলিয়াছেন যে, শ্বশুব, শাশুডী, ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিসী ও মাসী ইহারা যদি দূরে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে পক্ষিণী অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। *

আচার্য্যপত্নীপুত্রোপাধ্যায়মাতুলশ্বশুরশ্বশ্রূশ্বশুর্য্যসহাধ্যায়িশিষ্যৈকরাত্রেণ।

গুরুপুত্র, গুরুপত্নী, উপাধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শাশুডী, শ্যালক, সহাধ্যায়ী ও শিষ্য ইহারা অন্যত্র মরিলে একাহ অশৌচ হয়, কিন্তু স্বগৃহে মরিলে তিন রাত্রি এবং একগ্রামে মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে।

---

* আগামী বর্ত্তমান দিনবিশিষ্ট রাত্রিকে পক্ষিণী বলে। যথা—
"আগামীবর্ত্তমানাহর্যুক্তায়াং নিশি পাক্ষিণী।"

সংস্থিতে পক্ষিণীং রাত্রিং দৌহিত্রে ভগিনীসুতে।
সংস্কৃতে তু ত্রিরাত্রং স্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥

দৌহিত্র ও ভাগিনেয় যদি মরে, তাহা হইলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে; কিন্তু দাহাদি করিলে তিন রাত্রি হয়, এইরূপ ব্যবস্থাই নির্দ্দিষ্ট আছে।

পিত্রোরুপরমে স্ত্রীণামূঢ়াণান্তু কথং ভবেৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ॥

মনু কহিয়াছেন যে, পিতা মাতার মরণান্তে বিবাহিতা কন্যা দাহাদি না করিলেও তাহার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়।

জাবালিঃ—

সমানোদকানাং ত্র্যহং গোত্রজানামহঃ স্মৃতং।
মাতৃবন্ধৌ গুরৌ মিত্রে মণ্ডলাধিপতৌ তথা॥

জাবালি বলেন যে, সমানোদকের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র এবং গোত্রজ মরিলে একাহ অশৌচ হয়। মাতৃবন্ধু,* গুরু, মিত্র ও নৃপতির মৃত্যু হইলেও ঐরূপ একাহ অশৌচ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি অশাস্ত্রীয়রূপে আত্মহত্যা করে, তাহার মরণে অশৌচ নাই। শাস্ত্রীয়রূপে আত্মঘাতী, অথবা প্রমাদ বশতঃ অনাহারে মৃত, অশনিপাতে মৃত, বহ্নিতে পতিত হইয়া মৃত, জলমগ্ন হইয়া মৃত, উন্নত স্থান হইতে পতিত হইয়া মৃত, শৃঙ্গী দ্বারা হত, দংষ্ট্রী দ্বারা হত, সর্পদষ্ট হইয়া মৃত বিষপ্রয়োগে মৃত, চণ্ডাল দ্বারা মৃত এবং চৌর প্রভৃতি দ্বারা হত হইয়া মরিলে ত্রিরাত্রি অশুচি হয়। যাহারা দুষ্কর্ম্মান্বিত, মহাপাপী ও পতিত তাহাদিগের দাহ বা অশৌচ নাই। পক্ষী, মৎস্য, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, মৃগ, নখী ইত্যাদি দ্বারা হত, উন্নত স্থল হইতে পতন, উপবাস, প্রায়োপবেশন,

---

* মিতাক্ষরা মতে মাতৃবন্ধু যাহাকে বলে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল যথা—

"মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥"

বজ্র, বহ্নি, বিষপ্রয়োগ, বন্ধন ও জলমজ্জনরূপ পারিভাষিক শাস্ত্রাঘাত এবং ক্ষত ব্যতীত শস্ত্রাঘাতে যদি তিন দিবসের মধ্যে মরে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়; কিন্তু তিন দিনের পর বা সপ্তাহের পর মরিলে পূর্ণাশৌচ হইবে।

শবানুগমনাদ্যশৌচব্যবস্থা।

মনুসংহিতায়াং—

অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নির্হৃত্য বন্ধুবৎ।
বিশুদ্ধ্যতি ত্রিরাত্রেণ মাতুরাপ্তাংশ্চ বান্ধবান্।
যদন্নমত্তি তেষান্তু দশাহেনৈব শুদ্ধ্যতি।
অনদন্নমহ্নৈব ন চেত্তস্মিন্ গৃহে বসেৎ॥

মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, অসপিণ্ড ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদি কোন বিপ্র বন্ধুবৎ তদীয় বহনদাহাদি ক্রিয়া করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে। মাতার সহোদর প্রভৃতির বহনদাহাদি করিলেও ঐ প্রকার অশৌচ গ্রহণ বিধেয়। যদি কোন অসপিণ্ড ব্রাহ্মণ কোন ব্যক্তির বাটীতে শবদাহনান্তে তদন্নভক্ষণকরত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কেননা, অন্ন সেবন করিলে দশরাত্রি অশৌচই বিধেয়, কিন্তু যদি অন্ন সেবন না করিয়া তাহার গৃহে বাস করে, তবে এক দিন অশৌচ হয়।

কূর্ম্মপুরাণে—

অনাথঞ্চৈব নির্হৃত্য ব্রাহ্মণং ধনবর্জ্জিতং।
স্নাত্বা সংপ্রাশ্য তু ঘৃতং শুদ্ধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥

কূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, যদি অনাথ ও নির্ধন বিপ্রের মৃত্যু হয়, আর ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মজ্ঞানে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া দাহন করে, তাহা হইলে সচেল স্নান করিয়া ঘৃত সেবন করিলেই শুদ্ধি হয়।

অসম্বন্ধিনো দ্বিজান্ দহিত্বা বহিত্বা চ সদ্যঃ শৌচং সম্বন্ধে ত্রিরাত্রং।

উপরে যে নিয়ম লেখা রহিল, তাহা অসম্বন্ধিস্থলে অর্থাৎ যদি মৃত বিপ্রের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে সদ্যঃশৌচ হইবে। কিন্তু কোনপ্রকার সম্বন্ধ থাকিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াং—

ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যো ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন।
অনুগম্যাম্ভসি স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতভুক্ শুচিঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, ব্রাহ্মণ কদাচ শূদ্রের শবানুগমন করিবে না। হঠাৎ গমন করিলে স্নান করত অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।

কূর্ম্মপুরাণে—

অবরশ্চেদ্বরং বর্ণমবরং বা বরো যদি।
অশৌচং সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদা শৌচেন শুদ্ধ্যতি॥

কূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, নিকৃষ্টজাতি শ্রেষ্ঠজাতীয়ের শব বা শ্রেষ্ঠজাতি হীনজাতীয়ের শব দাহাদি করিলে মৃত ব্যক্তি যে জাতীয়, সেই জাত্যুক্ত অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয়।

যদি নির্দ্দহতি প্রেতং প্রলোভাক্রান্তমানসঃ।
দশাহেন দ্বিজঃ শুদ্ধ্যেদ্দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥

লোভনিবন্ধন ভিন্নগোত্রীয় শব দাহাদি করিলে বিপ্র দশ দিন, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈশ্য এক পক্ষ এবং শূদ্র একমাস অশৌচ গ্রহণ করিবে।

বশিষ্ঠঃ—

মনুষ্যাস্থি স্নিগ্ধং স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রমশৌচকং।
অস্নিগ্ধে চ অহোরাত্রমিতি শাস্ত্রবিদাং মতং॥

বশিষ্ঠ এইরূপ বলেন যে, মানবের স্নিগ্ধ অস্থি স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্রি

এবং অস্নিগ্ধ অস্থি স্পর্শ করিলে অহোরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে। এইরূপ ব্যবস্থাই শাস্ত্রবেত্তাগণের যুক্তিসম্মত।

মনুসংহিতায়াং—

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং সচেলো জলমাবিশেৎ।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা॥

মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, যদি বিপ্রজাতি শবের সরস অস্থি স্পর্শ করে, তাহা হইলে সচেল স্নান করিবে। কিন্তু নীরস অস্থি হইলে গোস্পর্শে ও সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

কূর্ম্মপুরাণে—

প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো যোনুগচ্ছতি কামতঃ।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি।
একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্বৈশ্যে চ স্যাদ্দ্ব্যহেন তু।
শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়ামশতং পুনঃ॥

কূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিপ্র ইচ্ছাবশে বিপ্রশবের অনুগমন করিলে সচেল স্নানকরত অগ্নি স্পর্শ ও ঘৃত সেবন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয় শবের অনুগামী হইলে সচেল স্নান, ঘৃতপ্রাশন ও একাহ উপবাস করিবে। বৈশ্য হইয়া বৈশ্যশবের অনুগমন করিলে দুই রাত্রি উপবাস এবং স্নান ও ঘৃতপ্রাশন ব্যবস্থেয়। শূদ্র হইয়া শূদ্রশবের অনুগমন করিলে স্নান, ঘৃতপ্রাশন, ত্রিরাত্র উপবাস ও একশত প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়।

সহমরণাশৌচব্যবস্থা।

অধুনা সহমরণাশৌচব্যবস্থা কথিত হইতেছে;—স্ত্রীজাতির সহমরণে অথবা অনুমরণে তাহার জ্ঞাতি পুত্র ইত্যাদির তিনরাত্রি অশৌচ হয়,

পরন্ত ব্রাহ্মণীর সহমরণ ভিন্ন অনুমরণ হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল যথা—

পৃথক্ চিতাং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।

পতিমরণাশৌচ সহমরণাশৌচ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং গুরু অশৌচে লঘু অশৌচের নিরাস হয়। যদি সংগ্রামাদিতে নিহত পতির লঘু অশৌচ হয়, তাহা হইলেও সহগমন করিলে সহমরণাশৌচ হইবে না। কিন্তু যদি পৃথক্ চিতায় আরোহণ করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। ইহার ব্যাসোক্ত প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

সংস্থিতং পতিমালিঙ্গ্য প্রবিশেদ্‌যা হুতাশনং।
তস্যাঃ পিণ্ডাদিকং দেয়ং ক্রমশঃ পতিপিণ্ডবৎ॥

মৃত্যুবিশেষাশৌচব্যবস্থা।

যথা কশ্যপঃ—

অনশনমৃতানামশনি হতানামগ্নিজলপ্রবিষ্টানাং ভৃগু-সংগ্রামদেশান্তরমৃতানাং জাতদন্তানাং ত্রিরাত্রং।

অধুনা মৃত্যুবিশেষাশৌচব্যবস্থা লিখিত হইতেছে।—অনশনে মরিলে, অশনিপাতে মরিলে, বহ্নিতে মরিলে, জলপ্রবেশপূর্ব্বক মরিলে, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিলে, রণে মরিলে, দেশান্তরে মরিলে এবং জাতদন্ত হইয়া মরিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়।

ব্রহ্মপুরাণে—

প্রমাদাদপি নিঃশঙ্কস্ত্বকস্মাদ্বিধিচোদিতঃ।
শৃঙ্গীদংষ্ট্রীনখীব্যালবিষবিদ্যুজ্জলাদিভিঃ।
চাণ্ডালৈরথবা চৌরৈর্নিহতো বাপি কুত্রচিৎ।
তস্য দাহাদিকং কার্য্যং যস্মান্ন পতিতস্তু সঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, যদি প্রমাদনিবন্ধন অকস্মাৎ শৃঙ্গী, দন্তী, নখী, সর্প, বিষ, বিদ্যুতাগ্নি, জল, চণ্ডাল, চোর ইত্যাদি দ্বারা হত হয়, তাহা হইলে তাহার দাহাদি কার্য্য করিবে। ইচ্ছা করিয়া ঐ সকলের মুখে পতিত হইয়া মরিলে তাহার দাহাদি ক্রিয়া, শ্রাদ্ধাদি বা অশৌচ নাই।

কূর্ম্মপুরাণে—

ব্যাপাদযেদ্যথাত্মানং স্বয়ং যোগ্ন্যুদকাদিভিঃ।
বিহিতং তস্য নাশৌচং নাগ্নির্নাপ্যুদকাদিকং॥

কূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, যদি ক্রোধে অন্ধ হইয়া উপবাস, বহ্নি, জল প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার অশৌচ, অগ্নিদানাদি কর্ম্ম, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি কিছুই নাই অর্থাৎ হঠাৎ বজ্রাগ্নিতে মরিলে, সহমরণার্থ বহ্নি প্রবেশ করিলে, অনশন ব্রতে মরিলে, সংকল্পকরত তীর্থজলে মগ্ন হইয়া মরিলে বা উন্নত স্থান হইতে পড়িয়া মরিলে, নৃপতির উপকারার্থ রণে মরিলে অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয়। ইহাকেই শাস্ত্রীয়রূপে আত্মঘাতী কহে।

ব্রহ্মপুরাণে—

পরদারান্ রমন্তশ্চ দ্বেষাত্তৎপতিভির্হতাঃ।
অসমানৈশ্চ সংকীর্ণৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ বিগ্রহং।
কৃত্বা তৈর্নির্হতাস্তাংস্তু চাণ্ডালাদীন্ সমাশ্রিতাঃ।
গরাগ্নিবিষদাশ্চৈব পাষণ্ডাঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ।
ক্রোধাৎ প্রায়ং বিষং বহ্নিং শস্ত্রমুদ্বন্ধনং জলং।
গিরিবৃক্ষপ্রপাতঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
কুশিল্পিজীবিনশ্চৈব শূনালঙ্কারকারিণঃ।
মুখে ভগাশ্চ যে কেচিৎ ক্লীবপ্রায়া নপুংসকাঃ।
ব্রহ্মদণ্ডহতা যে চ যে চৈব ব্রাহ্মণৈর্হতাঃ।
মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।
ন চাশ্রুপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ॥

ব্রহ্মপুরাণে আরও বর্ণিত আছে যে, পরস্ত্রী গমনকালে যদি তৎপতি প্রভৃতি দ্বারা হত হয়, অসমান সঙ্করজাতি বা চণ্ডাল ইত্যাদির সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ উপস্থিত হইয়া যদি তাহাদিগের দ্বারা নিহত হয়, বিষ দান করে, যে বিষ সেবন করাইয়া প্রাণ নাশ করে, যে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মারে, যে বিধিনিয়মাতিরিক্ত মুণ্ডনাদি করে, যাহারা পরের অপকার সাধনে অভিলাষী, যাহারা ক্রোধবশতঃ বিষসেবন, উপবাস, বহ্নি, জলমজ্জন, অস্ত্রশস্ত্রাঘাত বা উন্নত স্থল হইতে পতন ও রজ্জুবন্ধন প্রভৃতি দ্বারা মরে, আর যে সজ্জাতীয় হইয়া ম্লেচ্ছের ন্যায় চর্ম্মাস্থিগঠিত পাত্র ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পরের যথার্থ উপায় ও স্থানাদি স্থির করে, যাহার বদনে যোনিচিহ্ন বিদ্যমান, যে বিপ্র-শাপে বিনষ্ট, বিপ্রকর্ত্তৃক অভিচারাদি কার্য্য দ্বারা যে নিহত হয়, যে ব্যক্তি ক্লীব, তাহারা মহাপাতকী, তাহাদিগের দাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অস্থিসঞ্চয়, অশ্রুপাত, পিণ্ড ও শ্রাদ্ধাদি কিছুই নাই।

অপিচ—

এতানি পতিতানাস্তু যঃ করোতি বিমোহিতঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েনৈব তস্য শুদ্ধির্ন চান্যথা॥

ব্রহ্মপুরাণে আরও বর্ণিত আছে যে, উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের দাহাদি করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয় ব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। নচেৎ শুদ্ধিলাভের আশা নাই। উক্ত ব্রত করিতে অক্ষম হইলে সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণী দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহার ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ব্যবস্থাপত্র।

পতিতানাং শবদাহাদিজন্যপাপক্ষয়ার্থ তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ব্রতাশক্তৌ ব্রাহ্মণাদিচাতুর্ব্বর্ণ্যেন বংকিঞ্চিদ্দক্ষিণকসার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

উৎসর্গবাক্য।

অদ্যেত্যাদি অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা পতিতশবদাহজন্যপাপক্ষয়কামঃ সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণবরাটকান্ গন্ধাদ্যর্চ্চিতান্ শ্রীবিষ্ণু-দৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোহহং সংপ্রদদে।

দক্ষিণাবাক্য যথা—

অদ্যেত্যাদি অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা পতিতশবদাহাদিজন্যপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎসার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীবরাটকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতান্ সার্দ্ধসপ্তসার্ষাপণবরাটকান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোহহং সংপ্রদদে।

দেবীপুরাণে—

পক্ষীমৎস্যমৃগৈর্যে তু দংষ্ট্রীশৃঙ্গীনখৈর্হতাঃ।
পতনাশনপ্রায়ৈর্ব্বজ্রাগ্নিবিষবন্ধনৈঃ।
মৃতা জলপ্রবেশেন তে বৈ শস্ত্রহতা স্মৃতাঃ॥

দেবীপুরাণে বর্ণিত আছে যে, পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, দন্তী, শৃঙ্গী, নখী ইহাদিগের দ্বারা যে ব্যক্তি হত হয়, যে উচ্চ হইতে পড়িয়া মরে, যে অনশনে, বজ্রে, বহ্নিতে বিষপানে, উদ্বন্ধনে ও জলমগ্ন হইয়া মরে, তাহাকেই শস্ত্রাহত বলে।

ভবিষ্যপুরাণীযমধ্যতন্ত্রে—

শৃণু কুষ্ঠগতং বিপ্র উত্তরোত্তরতো গুরুং।
বিচর্চ্চিকা তু দুশ্চর্ম্মা চর্চ্চরীয়স্তৃতীয়কঃ।
বিকচুর্ব্রণতাম্রৌ চ কৃষ্ণশ্বেতে তথাষ্টকং।
এষাং মধ্যে তু যঃ কুষ্ঠী গর্হিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ব্রণবৎ সর্ব্বগাত্রেষু গণ্ডে ভালে তথা নসি।
তথা মৃতে চ প্রোথয়েত্তীর্থে বা তরুমূলকে।
ন পিণ্ডং নোদকং কার্য্যং ন চ দানক্রিয়াঞ্চরেৎ॥

সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগ আটপ্রকার, বিচর্চ্চিকা, দুশ্চর্ম্মা, চর্চ্চরীয়, বিকচু, ব্রণ, তাম্র, কৃষ্ণ ও শ্বেত। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ইহার

মধ্যে যে কুষ্ঠরোগী, সে সকল কর্ম্মে অনধিকারী হইয়া থাকে। তাহার সর্ব্বগাত্রে, গণ্ডে, ললাটে ও নাসিকায় ব্রণবৎ দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠরোগী মরিলে তাহাকে তীর্থে বা বৃক্ষমূলে পুঁতিয়া রাখিবে। তাহার দাহ, পিণ্ড বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি কিছুই নাই।

অপিচ—

শস্ত্রাঘাতে ত্র্যহাদূর্দ্ধং যদি কশ্চিৎ প্রমীয়তে।
অশৌচং প্রাকৃতং তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ॥

যে ব্যক্তি অস্ত্রাহত হইয়া তিন দিন পরে জীবন ত্যাগ করে, সে যে কোন বর্ণই হউক না কেন, পূর্ণাশৌচ হইবে। যদি তিন দিনের মধ্যে মরে, তবে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু তস্যাশৌচং ভবেদ্দ্বিধা।
আসপ্তাহাত্ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরং॥

রোগ ভিন্ন যুদ্ধাদিতে ক্ষত হইয়া মরিলে তজ্জন্য দ্বিবিধ অশৌচের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ সাতদিনের মধ্যে মরিলে তিন রাত্রি এবং তৎপর মরিলে স্ব স্ব জাতিবিহিত নিয়মে অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থেয়।

ভবিষ্যপুরাণে—

ষণ্মাসীয়-ত্রিমাসীয়-মৃতঃ কুষ্ঠী কদাচন।
যদি স্নেহাচ্চরেদ্দাহং যতিচান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে তিন মাসের অথবা ছয় মাসের কিম্বা যতদিনের কুষ্ঠরোগীই হউক না কেন, মরিলে যদি স্নেহবশতঃ তাহার দাহাদি করা যায়, তাহা হইলে দাহাদিকারীকে যতিচান্দ্রায়ণ ব্রত বা ধেনুচতুষ্টয় দান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রোগী স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিলে আর দাহাদিকারীর প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক নাই। যতি-চান্দ্রায়ণ ব্রতে অক্ষম হইলে সপাদ একাদশকার্ষাপণী দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহার ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ব্যবস্থাপত্র।

কুষ্ঠরোগগ্রস্তানাং শবদাহজন্যপাপক্ষয়ায় যতিচান্দ্রায়ণব্রতাশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকং সপাদৈকাশকাধাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

স্বয়মকৃতপ্রায়শ্চিত্তমৃতস্য পুত্রাদিনা প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা তদ্দাহাদিকং কার্য্যং।

ইতি রঘুনন্দনঃ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রকার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন যে, রোগী স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মরিলে তৎপুত্রাদিরা প্রায়শ্চিত্ত করণান্তে দাহাদি কার্য্য সমাধান করিবে।

আশৌচশঙ্করব্যবস্থা।

অধুনা অশৌচশঙ্করবিচার কথিত হইতেছে।—কি জননাশৌচ, কি মরণাশৌচ যাহার মধ্যেই হউক না কেন, যদি অন্য কোন জননাশৌচ বা মরণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচের শেষ দিনেই দ্বিতীয় অশৌচের শেষ হইবে। এবিষয়ে মনুসংহিতায় যেরূপ প্রমাণ আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবৎ স্যাদনির্দ্দশং॥

অশৌচের গুরুতা ত্রিবিধ, প্রথম জননাশৌচ অপেক্ষা মরণাশৌচ গুরু, দ্বিতীয় জ্ঞাতির পুত্রাদিজন্ম অপেক্ষা আপনার পুত্রাদিজননাশৌচ গুরু, তৃতীয় সপিণ্ডের মরণাশৌচ অপেক্ষা আপনার পিতা মাতা ও পতির মরণাশৌচ গুরু। সপিণ্ডের জননমরণে সপিণ্ডের সমান অশৌচ হইয়া থাকে। এই উভয় সমানের মধ্যে সমানাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচে বিশুদ্ধ হওয়া যায়। পূর্ব্ব অশৌচের শেষ দিবসে অন্য সপিণ্ড মরিলে দুই দিবস অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে অনুদয় সপিণ্ড মরিলে তিন দিন অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে। গুরু অশৌচ-

মধ্যে লঘু অশৌচ হইলে অথবা লঘু অশৌচ মধ্যে গুরু অশৌচ পড়িলে প্রথম অশৌচের শুদ্ধিতেই সমস্ত শুদ্ধ হয়। যদি লঘুর পূর্ব্বার্দ্ধে গুরু অশৌচ হয়, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু অশৌচেই শুদ্ধ হইবে। লঘুর দ্বিতীয়ার্দ্ধে গুরু অশৌচ হইলে গুরুর দ্বিতীয়ার্দ্ধে শুদ্ধি হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাতা মরিলে বা মাতার মৃত্যুর পর পিতা মরিলে উভয়ের গুরুত্ববশতঃ প্রথম অশৌচেই শুদ্ধি হইবে। কিন্তু যদি দশমদিবসে মরণ হয়, তাহা হইলে দুই দিন অতিরিক্ত হইবে। আর রাত্রিশেষে মৃত্যু হইলে তিন দিন অতিরিক্ত হইয়া থাকে।

জননাশৌচের মধ্যে প্রসূতা স্ত্রীর পতি মরিলে জননাশৌচের শুদ্ধিতেই মরণাশৌচ শুদ্ধ হইবে। যদি সপিণ্ডের অশৌচান্ত দিবসে পিতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই সপিণ্ডাশৌচ পিতৃমরণজনিত অশৌচান্ত দিবসে সমাপ্ত হইবে। কেন না, এস্থলে মহাগুরু নিপাত বুঝিতে হয়। যদি পিতার মৃতাশৌচের মধ্যে মাতার মরণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচান্ত দিবসেই শেষ অশৌচের সমাপ্তি হয়, কেন না উভয় অশৌচই তুল্য। স্বীয় পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে যদি সেই অশৌচের মধ্যেই সপিণ্ডের পুত্র বা কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বীয় পুত্র কন্যা জন্ম জন্য অশৌচান্ত দিনে পরাশৌচের সমাপ্তি হইবে। যদি একদিনে উভয় সপিণ্ডের মৃত্যু হইয়া তৎপরে মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ হয় অথবা পতির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচান্ত দিনেই সমস্ত অশৌচের শেষ হয়। যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য কোন জননাশৌচ পড়ে, আর পূর্ব্বজাত সন্তানের উল্লিখিত অশৌচাভ্যন্তরে মরণ ঘটে, তাহা হইলে পিতা মাতার জননাশৌচ ও সপিণ্ডগণ স্নানমাত্রে শুদ্ধি লাভ করে। যদি পরে সঞ্জাত বালক অশৌচাভ্যন্তরে মরে, তাহা হইলে সকলেরই জননাশৌচ তুল্য-ভাবে হইবে। সপিণ্ডের জাতাশৌচের প্রথমার্দ্ধে আপনার পুত্র জন্মিলে সপিণ্ডের অশৌচের শুদ্ধিতেই শুদ্ধ হইবে। যদি পরার্দ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপন শুদ্ধিতে শুদ্ধি জানিবে। যদি বিদ্যুতাগ্নি প্রভৃতিতে মরণ ঘটে, তাহা হইলে তিনরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয় আর যদি তন্মধ্যে অন্য খণ্ডাশৌচ পড়ে, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচেই বিশুদ্ধ হইবে। ফল কথা, লঘু গুরু বিবেচনা পূর্ব্বক অশৌচ ব্যবস্থা নির্ণয় করিবে।

অশৌচমধ্যে কর্ত্তব্যতা।

অশৌচ মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য ও যাহা অকর্ত্তব্য, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।

যথা স্মার্ত্তঃ—

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ পৈত্রিকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন যে, অশৌচের মধ্যে সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ অর্থাৎ অধ্যয়ন, হোম, আতিথ্য, তর্পণ, বৈশ্বদেবপূজন ও শ্রুতি-বিহিত কার্য্য করিবে না। দশাহান্তে অর্থাৎ অশৌচের শেষ হইলে তৎপরে ঐ সকল কার্য্য করিবে।

শঙ্খঃ—

নাশুচির্জপন্ দৈব পৈত্রকর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি।
অপ্রয়তায় অপ্রয়তো ন প্রত্যভিবাদয়েৎ॥

শঙ্খ বলিয়াছেন যে, অশৌচমধ্যে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবে না এবং ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন বা তাহাদিগের প্রণামাদি গ্রহণ করিতে নাই।

আগমে—

অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমনোদিতাং।
স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য মানস্যা ক্রিয়য়া তু বৈ।
বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগের পূজয়েৎ॥

আগমে লিখিত আছে যে, অশৌচাভ্যন্তরে ইষ্ট পূজা করিতে হইলে স্নানাদি সমাধা করত কেবল মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবে। বাহ্যিক উপকরণ যোগে না করিয়া কেবলমাত্র ধ্যানযোগে অর্চ্চনাই কর্ত্তব্য।*

* এস্থলে এই যে ব্যবস্থার উল্লেখ হইল, ইহা সকলের পক্ষে নহে। কারণ যাহারা প্রথম হইতে সংকল্পকারক অর্থাৎ যখন প্রথম দীক্ষাগ্রহণ করা হয়, তখন যাহারা

অপিচ অঙ্গিরাঃ—

যদি স্যাদশুচিস্তত্র স্মরেন্মন্ত্রং ন তূচ্চরেৎ।

অঙ্গিরাও বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে মন্ত্র স্মরণ করিবে মাত্র, কিন্তু উচ্চারণ করিবে না।

অপিচ—

অমলচিতাশনং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণাৎ।
অন্যত্র কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যো দ্বিষস্তথা॥

শাস্ত্রে আরও বর্ণিত আছে যে, অযাচিত হইয়া যদি কোন বস্তু অর্পণ করে, অশুচি ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কুলটা, দুষ্ক্রিয়ান্বিত, পাষণ্ড ও পতিত ব্যক্তিরা দিলে তাহা গ্রহণ করিবে না।

অন্যচ্চ—

লবণে মধুমাংসে চ পুষ্পমূলফলেষু চ।
লাজকাষ্ঠতৃণেষপ্সু দধিসর্পিঃপয়ঃসু চ।
তৈলৌষধ্যজিনে চৈব পক্কাপক্কে স্বয়ংগ্রহে।
পণ্যেষু চৈব সর্ব্বেষু নাশৌচং মৃতসূতকে॥

অশৌচ অবস্থায় অশুচি ব্যক্তি যদি লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল, ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, ঔষধ, অজিন, তণ্ডুল, শস্য ও যাবতীয় পণ্যবস্তু স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা যায়।

পূরকপিণ্ডদানব্যবস্থা॥

পরাশরসংহিতায়াং—

ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যং প্রথমে ত্বেকমেব হি।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন যে, যাবজ্জীবন প্রতিদিন পূজা করিব তাঁহাদের পক্ষেই এই ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারাই অশৌচাভ্যন্তরে নিত্যপূজার অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

দ্বিতীয়েহনি চত্বারস্তৃতীয়ে পঞ্চ চৈব হি।
অথবা প্রথমে দেয়াস্ত্রয়ঃ পিণ্ডাঃ সমাহিতৈঃ।
দ্বিতীয়ে চতুরো দদ্যাৎ ত্রয়ো দদ্যাৎ তৃতীয়কে।
সদ্যঃশৌচে তু দাতব্যা দশপিণ্ডস্তথৈকদা।
পিণ্ডং শূদ্রায় দাতব্যং নবস্থ দিবসেষু চ।
অশৌচান্তদিনে দেয়ং দশমং পিণ্ডমেব হি॥

এক্ষণে পূরকপিণ্ডদানব্যবস্থা কথিত হইতেছে। দশপিণ্ডকেই পূরক-পিণ্ড কহে। অশৌচের মধ্যেই ঐ দশ পিণ্ড প্রদান বিধেয়। অসমর্থ হইলে অশৌচান্ত দিনে দিবে। পরাশর সংহিতায় এবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

ত্র্যহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে চারি এবং তৃতীয় দিনে পাচ অথবা প্রথম দিনে তিন, দ্বিতীয় দিনে চারি ও ততীয় দিনে তিন অর্থাৎ প্রথম দিনে এক পিণ্ড দিবে, দ্বিতীয় দিনে চারি পিণ্ড দিবে এবং তৃতীয় দিনে পাঁচ পিণ্ড দিবে অথবা প্রথম দিনে তিন পিণ্ড দিয়া দ্বিতীয় দিনে চারি পিণ্ড ও তৃতীয় দিনে তিনটী পূরকপিণ্ড প্রদান করিতে হয়।

চতুরহাশৌচে। প্রথম দিবসে দুই, দ্বিতীয় দিবসে তিন, তৃতীয় দিবসে তিন ও চতুর্থদিনে দুই পিণ্ড দিবে।

পঞ্চাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে দুই, তৃতীয় দিনে চারি, চতুর্থ দিনে দুই এবং পঞ্চম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

ষডহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে তিন, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে তিন, পঞ্চম দিনে এক ও ষষ্ঠ দিনে এক পিণ্ড দিবে।

সপ্তাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে এক, তৃতীয় দিনে দুই, চতুর্থ দিনে দুই, পঞ্চম দিনে দুই, ষষ্ঠ দিনে এক ও সপ্তম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

অষ্টাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে এক, তৃতীয় দিনে এক, চতুর্থ দিনে দুই, পঞ্চম দিনে দুই, ষষ্ঠ দিনে এক, সপ্তম দিনে এক ও অষ্টম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

নবাহাশৌচে। প্রথম দিনে এক, দ্বিতীয় দিনে এক, তৃতীয় দিনে

এক, চতুর্থ দিনে এক, পঞ্চম দিনে দুই, ষষ্ঠদিনে এক, সপ্তম দিনে এক, অষ্টম দিনে এক ও নবম দিনে এক পিণ্ড দিবে।

দশাহাশৌচে। প্রথম হইতে দশম দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক পিণ্ড দিবে।

পক্ষিণী অশৌচে। দুই দিবসেই পঞ্চ পঞ্চ এবং দ্ব্যহাশৌচে ও ঐরূপ পিণ্ড দিবে।

দ্বাদশহাদ্যশৌচে। প্রথম দিবস হইতে নবম দিবস যাবৎ নয় পিণ্ড আর অশৌচোন্তদিবসে এক পিণ্ড দিবে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে এই নিয়ম। সদ্যঃশৌচস্থলে অথবা একাহাশৌচস্থলে সেই দিবসেই সকল পিণ্ড দিতে হয়।

পূরকপিণ্ডদানক্রম।

দাহাদিব অন্তে যে সিয়মে পূরক পিণ্ড দিবে, তাহার নিয়ম বর্ণ যাইতেছে।—দুই মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া বারত্রয় প্রক্ষালন করত মৃত্তিকাপাত্রে উত্তমরূপে পাক করিবে। ঈশান দিকে পাক করাই বিধেয়। তৎপবে পবিত্রকর ও বিপরীত-উত্তরীয় হইয়া ভূতলে বামজানু পাতিয়া দক্ষিণাভি মুখে বসিবে। পরে চতুর্দ্দিকে একহস্তপ্রমাণ ও চতুরঙ্গুল উন্নত এবং দক্ষিণ দিক্ নিম্ন এরূপ বেদী প্রস্তুত করিয়া কুশজল নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তদুপরি নৈঋতক্রমে চতুষ্কোণ বেখা কবিযা কুশা বিস্তৃত করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে সতিল জল প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব।

তদনন্তর তিল, মধু ও ঘৃতসংযুক্ত বিল্বপরিমিত তপ্তপিণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক কুশোপরি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ এতত্তে প্রথমং পিণ্ডপূরকং।

তৎপরে পুনরায় হস্তধৌত বারি উক্ত অবনেনিক্ষ মন্ত্রে পিণ্ডের উপর প্রদান করিতে হয়। অনন্তর ঊর্ণাতন্তুময় বাস লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিণ্ডের উপরিভাগে দিবে। মন্ত্র যথা,—

অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে ঊর্ণাতন্তুময়ম্বাস।

তৎপরে কাঁচা মৃত্তিকাপাত্রে পিণ্ডনিকটে জল রাখিবে। যথাসাধ্য গন্ধ ও পুষ্প পিণ্ডের উপর প্রদান করিয়া যাবৎ ধূম উত্থিত না হয়, তাবৎ পিণ্ডের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক দর্শন করিবে। অনন্তর সলিলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিতে হয়। যাহার উপনয়ন হয় নাই অথবা যে কন্যা অবিবাহিতা, তাহারা কুশাস্তরণ ব্যতীত পিণ্ড দিবে। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমের পর কুশোপরি পিণ্ড দিতে পারে। যদ্যপি ঐ সময়ের মধ্যে যজ্ঞোপবীত ও কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে কুশাস্তরণের উপরিভাগে পিণ্ড দিবে।

নীরক্ষীরদানক্রমঃ।

প্রেতাত্র স্নাহি পিব চেদং ক্ষীরং।

কাষ্ঠময় ত্রিপদী প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকাপাত্রে সলিল ও অন্য পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া ভূতলে বামজানু পাতিয়া বসিবে এবং বিপরীত উত্তরীয় করিয়া উপরোক্ত মন্ত্রে পিণ্ডের উপরে দিবে। যদি দশদিন দেয়, তাহা হইলে অধিক ফল হইয়া থাকে; নতুবা শেষে একদিনে দিলেও চলিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি পিণ্ডের উপরিভাগে না দিয়া নিবেদন করিয়া দিয়া থাকেন। পরন্তু পিণ্ডোপরি দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। প্রতি পিণ্ডে এক একটী করিয়া ক্ষীরপাত্র দিতে হয় আর জলপাত্রও প্রথম পিণ্ডে এক, দ্বিতীয় পিণ্ডে দুই, তৃতীয় পিণ্ডে তিন এই নিয়মে দশপিণ্ড পঞ্চপঞ্চাশৎ সংখ্যক নীরপাত্র প্রদান করিবে। দেবীপুরাণে এই বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

একস্তোয়াঞ্জলিস্ত্বেকং পাত্রমেকঞ্চ দীয়তে।
দ্বিতীয়ে দ্বৌ তৃতীয়ে ত্রীন্ চতুর্থে চতুরস্তথা।

পঞ্চমে পঞ্চ ষষ্ঠে ষট্ সপ্তমে সপ্ত এব চ।
অষ্টমেঽষ্টৌ নবমে চ নবৈব দশমে দশ।
যেন স্যুঃ পঞ্চ পঞ্চাশত্তোয়স্যাঞ্জলয়ঃ ক্রমাৎ।
তোয়পাত্রাণি তাবন্তি সংযুক্তানি তিলাদিভিঃ॥

যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে, তাহাকেই এই পিণ্ড দিতে হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানেও যদি কারণবশতঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারী পূরক পিণ্ড দিবে।

আদ্যশ্রাদ্ধে, পূরকপিণ্ডে, প্রেততর্পণে ও মাসিক শ্রাদ্ধ সময়ে সামবেদীয়গণ কদাচ স্বধা শব্দ প্রয়োগ করিবে না। অন্যান্যবেদীয়গণ পূরক ভিন্ন অন্যত্র স্বধা ব্যবহার করিবে। ইহার প্রমাণ সারসমুচ্চয়ে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

আদ্যশ্রাদ্ধে পূরকে চ মাসিকে প্রেততর্পণে।
নোচ্চরেৎ পিতৃতৃপ্ত্যর্থং কদাচিদপি সামগাঃ॥

ঋষ্যশৃঙ্গও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, পূরক পিণ্ডদান সময়ে কদাচ স্বধা শব্দ উচ্চারণ করিতে নাই। প্রমাণ যথা—

ন স্বধাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে।
ভাষিতৈস্তচ্চ পিণ্ডং বৈ দেবদত্তস্য পূরকং॥

গঙ্গাজলে অস্থিপ্রক্ষেপমন্ত্রঃ।

পঞ্চগব্য ও হিরণ্যোদক দ্বারা অস্থিখণ্ডকে অভিষিক্ত করতঃ তিলসংযুক্ত করিয়া মাটীর মধ্যে রাখিতে হয়। সেই মাটী দক্ষিণ করে লইয়া দক্ষিণদিকে "নমোঽস্তু ধর্ম্মায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলে অবতরণ করিয়া "স মে প্রীতো ভবতু" এই বলিয়া জলমধ্যে ফেলিয়া দিবে। এইরূপ করিবার অগ্রে স্নান ও আচমনাদি করিয়া উত্তরমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া সংকল্প করিয়া লইতে হয়। সঙ্কল্পের বাক্য যথা—

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এতদস্থি-পরমাণুসমসংখ্যবর্ষসহস্রাবিচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণসহিতত্বকামোঽমুকস্য এতান্যস্থিখণ্ডানি গঙ্গায়াং নিক্ষিপামি।

অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়দিনকৃত্যং, বৃষোৎসর্গবিধিঃ চন্দনধেনূৎসর্গঃ সপিণ্ডীকরণব্যবস্থা চ।

দেবলঃ—

আশুচ্যাহর্ন্নিবৃত্তে তু সুস্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।
অশুচ্যাদ্বিপ্রা মুঞ্চন্তি ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ॥

দেবল বলিয়া গিয়াছেন যে, যে দিন অশৌচান্ত হইবে, সেই দিন সুস্নাত ও কৃতমঙ্গল হইয়া অর্থাৎ ক্ষৌরাদি কর্ম্ম ও স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে।

মনুসংহিতায়াং—

বিপ্রঃ শুদ্ধ্যেদপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধং।
বৈশ্যঃ প্রতোদরশ্মীন্ বা শূদ্রো যষ্টিং কৃতক্রিয়ঃ॥

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, পুরকাদি দানান্তে তৎপরদিন জলস্পর্শ করিয়া বিপ্রজাতি শুদ্ধিলাভ করিবে। ঐরূপ বাহন ও ধনু স্পর্শ করিয়া ক্ষত্রিয় জাতি, তাড়নদণ্ড বা বল্গা স্পর্শ করিয়া বৈশ্যজাতি এবং কাষ্ঠ স্পর্শ করিয়া শূদ্রজাতি বিশুদ্ধ হইবে।

মৎস্যপুরাণে—

অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাং।
কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবস্ত্রসমন্বিতঃ।
সংপূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং নানাভরণভূষণৈঃ।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো দেয়া চ কপিলা শুভা॥

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ যে দিবস আদ্যশ্রাদ্ধ হয়, সেই দিন শয্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার উপর মৃত

ব্যক্তির হিরণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি শয়ন করাইবে। পরে নানাপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া বিপ্রদম্পতীকে অর্চ্চনা করত পূর্ব্বকথিত শয্যা সহ হিরণ্যপ্রতিমূর্ত্তি সেই বিপ্রদম্পতীকে সমর্পণ করিবে। ঐ দিনেই বৃষোৎসর্গ করত কপিলা দান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত বিপ্রদম্পতীকে ঐরূপ দান করিলেই তাহাকে বিলক্ষণা দান কহে। * আদ্যশ্রাদ্ধদিনে যে বৃষোৎসর্গ করিতে হয়, তাহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল।

অগ্নিপুরাণে—

একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রেতের একাদশ দিবসে বৃষোৎসর্গ করিলে মৃতব্যক্তি প্রেতলোক পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গধামে প্রস্থান করে।

অপিচ—

অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকাদ্বিমুক্তঃ সঃ স্বর্গলোকং সমশ্নুতে॥

শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে যে, প্রেতের একাদশ দিবস বৃষোৎসর্গ করিলে সেই মৃত ব্যক্তি প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া সুরধামে প্রস্থান করে।

অগ্নিপুরাণে—

আদ্য শ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো যাবন্ন স্যাৎ সপিণ্ডনং॥

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, আদ্যশ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করিবে। যদি তাহাতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠমাসে অথবা বৎসরে করিবে। কিন্তু সপিণ্ডীকরণ সমাপ্ত হইলে আর হয় না।

---

* মৈথিলীমতে কেবলমাত্র বৃষোৎসর্গের বিধি আছে। তন্মতে শয্যাদান, হিরণ্য পুরুষ দান, দ্বিজদম্পতী পূজা, কপিলা দান ইত্যাদি নাই।

কালমাধবীয়ে—

অশৌচান্তেপি কর্ত্তব্যং বৃষোৎসর্গাদিকং সুতৈঃ।
মলিম্লুচাদিদোষস্তু ন গ্রাহ্যস্তত্র কশ্চন॥

আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে মলমাস অথবা অকাল পড়িলেও বৃষোৎসর্গ করিতে পারে। যদি অন্য সময়ে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিপক্ষাদিতে অকাল বা মলমাস পড়ে, তাহা হইলে তৎকালে বৃষোৎসর্গ হইবে না।

অপিচ ব্যাসঃ—

দেবব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ।
মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ॥

ব্যাসও বলিয়া গিয়াছেন যে, দেবব্রত, বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, মাঙ্গল্য অভিষেক প্রভৃতি মলমাসে নিষিদ্ধ।

তাতে জীবতি যো মাতুর্বৃষোৎসর্গং সমাচরেৎ।
বৃষঘ্নস্তেন ভবতি পিতৃহা চোপজায়তে॥

পিতা বিদ্যমান থাকিতে যদি জননীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বৃষোৎসর্গ কবিতে নাই। সে স্থলে বৃষোৎসর্গ করিলে বৃষঘ্ন ও পিতৃহা হইতে হয়।

পতিপুত্রবতী নারী ম্রিয়তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ।
চন্দনেনাঙ্কিতা ধেনুস্তস্যাঃ স্বর্গায় দীয়তে॥

পতিপুত্রবতী রমণী পতির অগ্রে মরিলে তাহার স্বর্গার্থ চন্দনধেনু অঙ্কিত করত উৎসর্গ করিবে, তাহা হইলেই তাহার স্বর্গলাভ হয়।

অসংস্কৃতপ্রমীতানাং পিতা ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
যদি স্নেহাৎ চরেৎ শ্রাদ্ধং সপিণ্ডীকরণং বিনা॥

যে বালকের উপনয়ন হয় নাই এবং যে বালিকাব বিবাহ হয় নাই, তাহারা মরিলে তাহাদের সপিণ্ডীকরণ করিতে নাই। শূদ্রের পক্ষে বিবাহ না হইয়া মরিলে সেই বালকের শ্রাদ্ধাদি করিবে না।

অপিচ—

পতিপুত্রবিহীনায়াঃ স্ত্রিয়া নাস্তি সপিণ্ডনং।

পতিপুত্রবিহীনা রমণীরও সপিণ্ডীকরণ নাই।

দেবীপুরাণে—

প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য দেহস্তস্যাশুচির্ভবেৎ।
নাপি দৈবং ন বা পৈত্রং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥

দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, পিতা মাতা মরিলে এক বৎসর যাবৎ দেহ অশুচি থাকে, সুতরাং যাবৎ বৎসব পূর্ণ না হয়, তাবৎ কোনরূপ দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম করিবে না। তবে পিতা মরিলে সেই কালাশৌচে মাতার সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট করিতে পারে এবং মাতা মরিলে সেই কালাশৌচে পিতার সাম্বৎসরিক একোদ্দিষ্ট করা যায়।

যদি কালাশৌচমধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হয় অথবা পুত্রকন্যার অন্নাশনাদির জন্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রিয়ার পূর্ব্বদিবস সপিণ্ডীকরণ করিবে। একপুত্র স্থলে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থা আছে। সে স্থলে আদ্যশ্রাদ্ধের পর দিবসে সপিণ্ডীকরণ করা যায়। প্রমাণ যথা—

আস্থিতেশ্চ শরীরস্য দ্বাদশাহঃ প্রশস্যতে॥

গৃহশুদ্ধির্দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ।

মনুসংহিতায়াং—

দশরাত্রাৎ শুনি মৃতে মাসাৎ শূদ্রে ভবেৎ শুচিঃ।
দ্বাভ্যাঞ্চ পতিতে গেহমন্ত্যে মাসচতুষ্টয়াৎ।
অন্ত্যজে বর্জ্জয়েদ্‌গেহমিত্যেব মনুরব্রবীৎ॥

অধুনা গৃহশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি কথিত হইতেছে। যদি বিপ্র, ক্ষত্র অথবা বৈশ্যের গৃহে কুকুর প্রভৃতির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দশ দিনান্তে সেই

গৃহ শুদ্ধ হইয়া থাকে। যদি শূদ্র প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে এক মাসের পর বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহ শুদ্ধ হয় আর যদি পতিত ব্যক্তি মরে, তাহা হইলে দুই মাসান্তে শুদ্ধ হইবে। যদি বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহে ম্লেচ্ছ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে চারি মাসান্তে গৃহ শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং চণ্ডালাদি প্রাণত্যাগ করিলে সেই গৃহ আর শুদ্ধ হয় না, তাহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। *

মনুসংহিতায়াং—

গৃহশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি অন্তঃস্থে শবদূষিতে।
প্রোৎসৃজ্য মৃণ্ময়ং ভাণ্ডং সিদ্ধমন্নং তথৈবচ।
গৃহাদপাস্য তৎসর্ব্বং গোময়েনোপলেপয়েৎ।
গোময়েনোপলিপ্যাথ ছাগেনাঘ্রাপয়েদ্বুধঃ।
ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রপূতশ্চ হিরণ্যকুশবারিভিঃ।
সর্ব্বমভ্যুক্ষয়েৎ বেশ্ম ততঃ শুদ্ধ্যত্যসংশয়ঃ॥

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, কোন লোকের গৃহমধ্যে মরণ হইলে যদি সেই গৃহাভ্যন্তরে মৃত্তিকাপাত্র ও পক্ব অন্নাদি থাকে, তাহা হইলে তৎসমস্ত ফেলিয়া দিবে। পরে গোময় দ্বারা গৃহ লেপন করত ছাগ দ্বারা আঘ্রাণ করাইতে হয়। অনন্তর বিপ্র সুবর্ণ ও কুশসমন্বিত জল দ্বারা সেই গৃহ অভিষিক্ত করিবেন। এই প্রকার করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্ব শ্লোকে যে কয় দিন অশুদ্ধ থাকিবার বিধি বলা হইয়াছে, সেই সেই সংখ্যক দিন বিগত হইলে তৎপরে এইরূপ করিবে।

ব্রহ্মপুরাণে—

সুবর্ণ-রৌপ্যশঙ্খাশ্ম শুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ।
নির্লেপানি বিশুদ্ধ্যন্তি কেবলেন জলেন তু॥

---

* যদি ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়, তবে তিন দিন; ক্ষত্রিয়ের গৃহে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হইলে পাঁচ দিন, বৈশ্যের গৃহে বৈশ্য মরিলে আট দিন এবং শূদ্রের গৃহে শূদ্রের মৃত্যু হইলে এক পক্ষ পরে গৃহ শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বর্ণ, রজত, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, রত্নময় পাত্র আর অনুচ্ছিষ্ট কাংস্য, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, বঙ্গ ও সীসময় বস্তু জল দ্বারা ধৌত হইলেই শুদ্ধিলাভ করে।

অপিচ—

শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শুদ্ধ্যন্তি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ।
সূতিকাশববিণ্মূত্ররজস্বলাহতানি চ।
প্রক্ষিপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি॥

ব্রহ্মপুরাণে আরও লিখিত আছে যে, যদি পূর্ব্বলিখিত ধাতুপাত্র বা পাষাণপাত্র শূদ্রব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হয়, তাহা হইলে বারত্রয় ক্ষার, অম্ল ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। যদি ঐ সকল পাত্র সূতিকা, রজস্বলা, শব, মল ও মূত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যাবৎ তাপ সহ্য হয়, তাবৎকাল অগ্নিমধ্যে দিয়া শুদ্ধ করিবে।

যেষামভক্ষ্যং মাংসঞ্চ তৎশরীরৈর্যুতঞ্চ যৎ।
বাপীকূপতড়াগেষু জলং সর্ব্বত্র দূষ্যতি॥

যে জীবের মাংস অখাদ্য, যদি তাদৃশ কোন জীবের মৃতদেহ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি জলাশয়ে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই জল অশুদ্ধ হইবে।

শতং ষষ্ট্যথবা ত্রিংশৎ তোয়কুম্ভান্ সমুদ্ধরেৎ।
পঞ্চগব্যং ততস্তেষু প্রক্ষিপেন্মন্ত্রপূর্ব্বকং॥

পূর্ব্বোক্তরূপে জলাশয় অশুদ্ধ হইলে তাহা যেরূপে পুনরায় শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে। কূপ হইতে ত্রিংশৎ কুম্ভ, তড়াগ বা পুষ্করিণী হইতে ষষ্টি কুম্ভ এবং সরোবর হইতে একশত কুম্ভ জল তুলিয়া মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য দিলেই জলাশয় শুদ্ধ হয়।

যমসংহিতায়াং—

আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা দূষ্যা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥

যমসংহিতায় লিখিত আছে যে, কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, তৈল, আর ফল এই সমস্ত বস্তু ম্লেচ্ছপাত্রে রাখিলে অশুদ্ধ হয়; কিন্তু উহা পাত্রান্তর করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতিঃ—

অদ্ভিসা হেমরৌপ্যায়ঃ কাংস্যং শুদ্ধ্যতি ভস্মনা।
অম্লেন তাম্ররৈত্যে চ পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ঃ॥

বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, জল দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য, ভস্ম দ্বারা কাংস্য, অম্ল দ্বারা পিত্তল ও তাম্র এবং অগ্নিযোগে মৃণ্ময়পাত্র শুদ্ধ হয়।

বৌধায়নঃ—

ভিন্নকাংস্যে তু যোহশ্নীয়াৎ নদ্যাং স্নাত্বা জপেদ্দ্বিজঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু একভুক্তঃ সদা শুচিঃ॥

বৌধায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আহার করে, সে অশুদ্ধ হয়। যদি সেই ব্যক্তি নদীতে স্নানপূর্ব্বক এক সহস্র অষ্টাধিক গায়ত্রী জপ করত একাহারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধ হইতে পারে।

দেবলঃ—

তাম্র-রজত-সুবর্ণাশ্মস্ফটিকানাং ভিন্নং ভিন্নং।

দেবল বলিয়াছেন যে, তাম্র, রজত, সুবর্ণ, পাষাণ ও স্ফটিক এই সমস্ত ভগ্নই হউক, আর অভগ্নই হউক, সর্ব্বদাই শুদ্ধ।

ইতি অশৌচব্যবস্থা।

প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা।

মহাপাপাদিক্ষয়ায় ব্রতনিরূপণং।

মহাপাপ ও উপপাপ প্রভৃতি বিনাশার্থ যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত কহে। ঐ প্রায়শ্চিত্তের নামই ব্রত। ব্রত বহুবিধ, তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্রতের বিষয় নিম্নে কথিত হইতেছে।

প্রাজাপত্যব্রতং।

মনুসংহিতায়াং—

ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতং।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীযাৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ।
সায়ং দ্বাবিংশতিগ্রাসাঃ প্রাতঃ ষড়্বিংশতিস্তথা।
অযাচিতে চতুর্ব্বিংশঃ পরঞ্চানশনং স্মৃতং।
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণঞ্চ যাবাংশ্চ প্রবিশেন্মুখং।
এবং গ্রাসং বিজানীযাৎ শুদ্ধ্যর্থং কায়শোধনং॥

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, দ্বাদশ দিনে প্রাজাপত্য ব্রত সমাধা হইয়া থাকে। প্রথম তিন দিবস কুক্কুটের অণ্ডপ্রমাণ ষড়্বিংশ গ্রাসমাত্র আহার করিবে। তদনন্তর তিন দিবস নিশাকালে দ্বাবিংশ গ্রাস ভক্ষণ করিবে, তৎপর তিন দিবস অযাচিতভাবে চতুর্ব্বিংশ গ্রাস ভোজন করিবে। তদনন্তর তিন দিন অনাহারে থাকিতে হয়। এই প্রকার করিলেই প্রাজাপত্য ব্রত সমাধা হইয়া থাকে। *

উক্তব্রতাদশক্তৌ ধেনুমূল নিরূপণং।

যদি উক্ত প্রাজাপত্য করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে পয়স্বিনী গাভী

---

* কলিযুগে প্রাজাপত্যাদি ব্রত করিতে মনুষ্যেরা অক্ষম বিধায় ধেনুর মূল্য দানের ব্যবস্থা আছে, যথা—

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ব্রত করিবে, ত্রেতায় ধেনুদান দিবে, দ্বাপরে ও কলিতে তন্মূল্য দিবে।

দান করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে তন্মূল্য দিবে। ইহার প্রমাণ যথা—

প্রাজাপত্যব্রতাশক্তৌ ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীং।
ধেনোরভাবে দাতব্যং তুল্যমূল্যং ন সংশয়ঃ॥

ধেনুর মূল্য দিতে হইলে ধনীব্যক্তিরা পঞ্চ কাহন দিবে; যাহারা মধ্যবিধ, তাহারা তিন কাহন এবং দরিদ্র ব্যক্তি এক কাহন মাত্র দিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ধেনুঃ পঞ্চভিরাঢ্যাণাং মধ্যানাং ত্রিপুরাণি চ।
কার্ষাপণৈকমূল্যা হি দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতা॥

ব্যবস্থাপত্রং॥

প্রাজাপত্যব্রতাদাশক্তৌ পয়স্বিনী ধেনুরেকা দেয়া। তদশক্তৌ ধনিনঃ পঞ্চ কার্ষাপণী মধ্যানাং ত্রিকার্ষাপণী দরিদ্রস্য এককার্ষাপণী বরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

ইতি প্রাজাপত্যব্রতং।

চান্দ্রায়ণব্রতং।

পিপীলিকাকৃতি, যতি, শিশু, প্রকৃত প্রভৃতি ভেদে চান্দ্রায়ণ বহুবিধ। তন্মধ্যে প্রকৃত চান্দ্রায়ণ সার্দ্ধবিংশতি কার্ষাপণীবরাটক এবং যতি চান্দ্রায়ণ প্রভৃতিতে সপাদ একাদশকার্ষাপণী বরাটক দান করিতে হয়।

ইতি চান্দ্রায়ণব্রতং।

পরাকব্রতং।

যদি পরাকব্রত করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক দ্বাদশদিন অনাহারে থাকিবে। যদি তাহাতে অক্ষম হয়, তবে

পঞ্চসংখ্যক ধেনু দান করিবে, তাহাতেও সমর্থ না হইলে তম্মূল্যস্বরূপ পঞ্চদশ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

যতাত্মনোঽপ্রমত্তস্য দ্বাদশাহমভোজনং।
পরাকো নাম কৃচ্ছ্রোঽয়ং সর্ব্বপাপপ্রণোদনঃ॥

মনীষিগণ পরাকব্রতের যেরূপ ব্যবস্থাপত্র দিয়া থাকেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

পরাকব্রতাদ্যশক্তৌ পঞ্চদশকার্ষাপণীবরাটকদানং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

ইতি পরাকব্রতং।

অতিকৃচ্ছ্রব্রতং।

অতিকৃচ্ছ্র নামক ব্রত দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে দিন আরম্ভ করিবে, সেই দিন হইতে তিন দিন যাবৎ প্রত্যহ এক এক গ্রাস মাত্র ভোজন করিবে। পরে তৎপর তিন দিবস সন্ধ্যাকালে এক এক গ্রাস মাত্র আহার করিতে হয়। অনন্তর তিন দিবস অযাচিতরূপে এক এক গ্রাস আহার করিবে। অবশেষে চতুর্থ দিন অনাহারে অবস্থান করিতে হয়। এই ব্রত করিতে অসমর্থ হইলে দুইটী ধেনু দান ব্যবস্থেয়। তাহাতে অক্ষম হইলে তম্মূল্যস্বরূপ ষট্ কাহন কপর্দ্দক দান করিতে হয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রং চরেদ্দ্বিজঃ॥

ইতি অতিকৃচ্ছ্রব্রতং।

প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বাহকৃত্যং।

যে দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন নখ কর্ত্তন কেশ মুণ্ডন প্রভৃতি করত দিবাতে বারত্রয় স্নান ও ত্রিসন্ধ্যা করত যখন নভোমার্গে নক্ষত্র দর্শন হইবে, তৎকালে ঘৃতমাত্র সেবন পূর্ব্বক সংযত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল।

যথা শঙ্খঃ—

বাপ্য কেশান্ নখান্ পূর্ব্বং ঘৃতং প্রাশ্য বহির্নিশি।
প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাদিশেৎ।
প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনো বাগ্যতস্ত্রিসবনং স্পৃশেৎ॥

এই বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থাপত্র পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

ব্যবস্থাপত্রং।

প্রায়শ্চিত্তস্য পূর্ব্বদিবসে কেশনখাদীন্ বাপয়িত্বা ত্রিসন্ধ্যং স্নাত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বাগ্যতঃ সন্ বহিঃ কস্থলং কার্য্যং।

ঘৃতপ্রাশনস্য হেতুঃ।

ঘৃত তেজোময় ব্রহ্মস্বরূপ, ঘৃতমধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আছে, এই হেতুই ঘৃত পাপ দূর করে বলিয়া উহা সেবন করিতে হয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

মৎস্যপুরাণে—

যস্মাৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম ঘৃতে তচ্চ ব্যবস্থিতং।
তেজোমৃতময়ং দিব্যং মহাপাতকনাশনং॥

কেশনখাদিবিষয়ে বিশেষবিধিঃ।

হারীতসংহিতায়াং—

রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
কেশানাং বপনং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥

হারীতসংহিতায় কেশনখাদি বিষয়ে বিধি এইরূপ লিখিত আছে যে, রাজা, রাজকুমার, বিপ্র ইহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বদিবসে কেশ নখ প্রভৃতি মুণ্ডন কর্ত্তনাদি করিবেন, নতুবা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অপিচ—

কেশানাং ধারণার্থন্তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীনে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ॥

হারীতসংহিতায় আরও লিখিত আছে যে যদি কেশ প্রভৃতি মুণ্ডন-কর্ত্তনাদি করিতে অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে দ্বিগুণ ব্রত ও দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি হয় ও তাহাতে যেরূপ দক্ষিণার বিধি আছে, তাহার দ্বিগুণ দিবে।

ইতি প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বাহকৃত্যং।

মুণ্ডনব্যবস্থা।

গোহত্যা করিলে অথবা মহাপাপ করিলে বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, নৃপতি ও নারীজাতি ইহারা মস্তক মুণ্ডন করিবে। নতুবা অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তস্থলে ইহারা মুণ্ডন করিবে না। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

মিতাক্ষরায়াং—

বিদ্বদ্বিপ্রনৃপস্ত্রীণাং নেষ্যতে কেশবাপনং।
ঋতে মহাপাতকিনো গোহন্তুশ্চাবকীর্ণিনঃ॥

পতিব্রতী নারীর কোনরূপ পাপেই মস্তক মুণ্ডন নাই। যদি গোবধ করে, তথাপি গোষ্ঠমধ্যে বাস, গোচর্ম্ম ধারণ, ধেনুর পশ্চাদ্গমন অথবা গোমতীজপ কিছুই করিবে না। উপরে যে মুণ্ডনের কথা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মস্তকস্থ কেশগুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলিদ্বয়প্রমাণ ছেদন করিবে। এইরূপ করিলেই শিরোমুণ্ডন সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল যথা—

ভবদেবঃ—

মুণ্ডনং নৈব নারীণাং অনুব্রজ্যাজপাদিকং।
ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ দধ্যাদ্ধাবাজিনং।
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ং।
সর্ব্বত্রৈব হি নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতং॥

যাহারা বিধবা রমণী, তাহারা অবশ্য মস্তক মুণ্ডন করিবে। কারণ যদি তাহারা কবরী বন্ধন করে, তাহা হইলে তাহাদিগের স্বর্গীয় পতি বন্ধন-গ্রস্ত হন। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

বিধবাকবরীবন্ধো বন্ধায় জায়তে পতেঃ।
শিরসো মুণ্ডনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা॥

এই বিষয়ে বুধগণ যেরূপ ব্যবস্থাপত্র দিয়া থাকেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ব্যবস্থাপত্রং।

প্রায়শ্চিত্তসাধনার্থং সশিখমুণ্ডনেন প্রত্যবায়ানুৎপত্তিরন্যত্র তু প্রত্যবায় ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রায়শ্চিত্তবিশেষে মুণ্ডনবিধিঃ।

যদি একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় অর্থাৎ যদি পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ করিতে হয়, তাহা হইলে গাত্রলোমমাত্র মুণ্ডন করিবে। দ্বিপাদ করিতে হইলে শ্মশ্রুমুণ্ডন অর্থাৎ গোঁপদাড়ি ফেলিয়া দিবে; ত্রিপাদ স্থলে শিখা ভিন্ন সমস্ত মুণ্ডন করিবে এবং পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইলেই সমস্ত শিরো-মুণ্ডন ব্যবস্থেয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

মিতাক্ষরায়াং—

পাদেঽঙ্গলোমবাপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রুণাপি চ।
ত্রিপাদে শিখাবর্জ্জং সশিখন্তু নিপাতনে॥

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বিপ্রাদির সমস্ত মস্তক মুণ্ডনের কি বিধি নাই ? তাহার উত্তর এই যে, প্রায়শ্চিত্তকালে মুণ্ডনে দোষ হয় না।

ইতি মুণ্ডনব্যবস্থা।

প্রায়শ্চিত্তস্য দিননিরূপণং।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, শনি ও কুজবার ব্যতীত অন্যান্য দিনে প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহ করিতে পারে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ব্যবহারচিন্তামণৌ—

নাষ্টম্যাং ন চতুর্দ্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্তপরীক্ষণে।
ন পরীক্ষা বিবাহশ্চ শনিভৌমদিনে তথা ॥

ইতি প্রায়শ্চিত্তস্য দিননিরূপণং।

বয়োভেদে প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ।

যাহার বয়ঃক্রম ষোড়শবৎসরের ন্যূন, যদি তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক করিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল।

যথা স্মার্ত্তঃ—

অত্রোনষোড়শবর্ষীয়স্যার্দ্ধং।

যে ব্যক্তির বয়ঃক্রম অশীতিবৎসর, আর যাহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর ন্যূন, আর যে ব্যক্তি রোগী ও যে স্ত্রীজাতি, তাহাদিগের পক্ষে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা, ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

বিষ্ণুপুরাণে—

অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ ॥

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে, আর সে বালক বলিয়া পরিগণিত হয় না। তাহার নাম প্রাপ্ত যৌবন।

ইহার উত্তর এই যে, পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ কুমার, দশবর্ষ যাবৎ পৌগণ্ড এবং দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ কৈশোর বলিয়া কথিত। কৈশোরকালেও প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না বলিয়া অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রমাণ যথা—

কৌমারং পঞ্চমব্দান্তঃ পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ ততঃপরং॥

পাঁচ হইতে দশবর্ষের মধ্যস্থ বালকেরা এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইহার স্মার্ত্তোক্ত প্রমাণ যথা—

দশবর্ষাভ্যন্তরীয়বালস্য পাদবিধানাৎ॥

প্রায়শ্চিত্তাকরণে পাপঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াং—

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তি দারুণান্॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহলোকে নিন্দনীয় হইতে হয় এবং অন্তিমে ঘোরতর নরকে পড়ে।

প্রায়শ্চিত্তস্য কালাতিক্রমে বিধিঃ।

প্রায়শ্চিত্ত করিতে কালাতিপাত হইলে দ্বিগুণ রাজদণ্ড দিতে হয় এবং দ্বিগুণ দক্ষিণা সহ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। একবর্ষমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে কালাতিপাতজন্য দোষ হয় না। তদূর্দ্ধেই উক্ত বিধি। প্রমাণ যথা—

স্মৃতিসাগরে—

কালাতিরেকাদ্দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
দ্বিগুণং রাজদণ্ডঞ্চ দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

চণ্ডালাদিনারীগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

মনুসংহিতায়াং—

চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রঃ জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥

মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, যদি ব্রাহ্মণ হইয়া চণ্ডাল প্রভৃতির গৃহে ভোজন বা চণ্ডালিনী গমন করে কিম্বা চণ্ডালের দান লয়, তাহা হইলে পতিত হয় আর জ্ঞানে করিলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই পাপ অজ্ঞানকৃত হইলে ৪৫ প্রাজাপত্য কিম্বা তদসমর্থে ১৩৫কাহন বরাটক দান করিবে। যদি জ্ঞানকৃত হয়, তবে ব্রহ্মহত্যার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়।

ইতি চাণ্ডালাদিনারীগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

অন্ত্যজানারীগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

যমসংহিতায়াং—

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তো মেধিভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যকাঃ স্মৃতাঃ
এতেষান্তু স্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥

যমসংহিতাতে বর্ণিত আছে যে, রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেধি, ভিল্ল অন্ত্যজ জাতি এই সপ্তপ্রকার। অজ্ঞানে এই সকল জাতির নারীতে উপগত হইলে, তাহার গৃহে আহার বা তাহাদের দান গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয় এবং জ্ঞানে করিলে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অপিচ স্মার্ত্তঃ—

নটীং শৈলূষিকীঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনীং।
কামতস্তু যদা গচ্ছেৎ চরেৎ চান্দ্রায়ণদ্বয়ং॥

স্মার্ত্ত মতে লিখিত আছে যে, নটী, শৈলূষিকী, রজকী, বেণুজীবীর পত্নী, (ডোম) চর্ম্মকারপত্নী এই সকলে উপগত হইলে একটী চান্দ্রায়ণের আচরণ করিবে। জ্ঞানকৃত হইলে দুইটী চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য। যদি চান্দ্রায়ণব্রতে অক্ষম হয়, তবে ৪৫ কাহন বরাটক দান আর অজ্ঞানকৃত হইলে ২২৷৷০ কাহন দান করিবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

নটীত্যাদিনাং স্ত্রিয়ো গত্বা বিপ্রাদিস্তৎপাপপক্ষয়কামেন চান্দ্রায়ণদ্বয়াদ্যশক্তৌ পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণী বরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং। অজ্ঞানতঃ চান্দ্রায়ণমেকং বা তদনুকল্পসার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

ইতি অন্ত্যজানারীগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

পতিতনারীগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

ব্রতং যচ্চোদিতং পুংসাং পতিতস্ত্রীসেবনাৎ।
তচ্চাপি কারয়েন্মূঢ়ং পতিতাসেবনাৎ স্ত্রিয়ং॥

চণ্ডালী ইত্যাদিতে উপগত হইলে যে পাপ হয়, পতিতা স্ত্রীতে গমন করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে, সুতরাং সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাই বিধেয়।

অপিচ—

হীনবর্ণোপভুক্তায়া ত্যজ্যা বধ্যাপি বা ভবেৎ।

উত্তমজাতীয়া রমণী হীন বর্ণে উপগত হইলে তাহাকে নিষেধ করিবে। তাহা না শুনিলে তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, তাহাতে পাপ নাই!

ইতি পতিতানারীগমনপ্রাশ্চিত্তং।

যজ্ঞোপবীতচ্ছেদনপ্রায়শ্চিত্তং।

বৃহন্মনুঃ—

উপবীতং ব্রাহ্মণস্য ছিন্নং শূদ্রেণ কামতঃ।
অন্যদাদায় মন্ত্রেণ জপেদুপবসেদ্দিনং॥

শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ছিন্ন হইলে বিপ্র অন্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করত গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক একদিন উপবাস করিবে॥

হারীতসংহিতায়াং—

চাণ্ডালপুক্কশম্লেচ্ছান্ত্যজকাপালিকৈস্তথা।
ছিন্নযজ্ঞোপবীতো যঃ সোতিকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি॥

চণ্ডাল, পুক্কশ ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ ও কাপালিক ইহারা ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিলে অতিকৃচ্ছ্র আচরণ হয়। ব্রতে অক্ষম হইলে তিনটী ধেনু দান বা তন্মূল্য ৯ কাহন বরাটক দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।

বৃহস্পতিঃ—

শূদ্রেণ তু যদা ছিন্নমুপবীতং দ্বিজন্মনঃ।
দণ্ডং ত্রিংশৎপণং দত্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুদ্ধ্যতি॥

বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছেন যে শূদ্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ছেদন করিলে সেই শূদ্র রাজাকে ত্রিংশৎ পণ দণ্ড দিয়া নিজে প্রাজাপত্যের আচরণ করিবে।

অন্যচ্চ—

চাণ্ডালৈঃ শ্বপচৈর্ব্বাপি ছিন্নং যজ্ঞোপবীতকং।
মুনিভিস্তু বিনির্দ্দিষ্টং মহাসান্তপনদ্বয়ং॥

ঋষিরা এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে, চণ্ডাল বা শ্বপচ দ্বারা যজ্ঞসূত্র ছিন্ন হইলে সেই ব্রাহ্মণ দুইটী মহাসান্তপনব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে দুইটী ধেনু বা তন্মূল্য ৬ কাহন বরাটক দান কল্প বিধেয়।

স্মৃতিসাগরে--

ব্রাহ্মণেন যদা দৈবাৎ ছিন্নং যজ্ঞোপবীতকং।
মনস্তাপেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ আপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা নিরাহারং ক্ষিপেদ্দিনং॥

স্মৃতিসাগরে লিখিত আছে যে, যদি দৈবাৎ ব্রাহ্মণের উপবীত ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে মনস্তাপ করিলেই শুদ্ধি হয় এবং তিন বার প্রাণায়াম করিয়া একদিন উপবাস করিবে।

গর্ভপাতপ্রায়শ্চিত্তং।

ব্রাহ্মণহন্তা ভ্রূণহত্যা ভবতি।

সজ্ঞানে গর্ভ নষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অজ্ঞাত বধ হইলে নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

নারীবধপ্রায়শ্চিত্তং।

ষড়্‌বর্ষাণি রাজন্যে ত্রীণি বৈশ্যে একং শূদ্রে ক্ষত্রিয়বৎ ব্রাহ্মণীষু বৈশ্যবৎ ক্ষত্রিয়াসু শূদ্রবৎ ক্ষত্রিয়াসু শূদ্রবদিতরাসু।

জ্ঞানে নারীবধ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে অনুকল্পনাই, অজ্ঞানবধের প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত হইতেছে।—অজ্ঞানকৃত বিপ্রাণীবধে ষড়্‌-বর্ষ, ক্ষত্রিয়বধে ত্রিবর্ষ, বৈশ্যা বধে একবর্ষ ও শূদ্রাণীবধেও একবর্ষ নিয়মিত ব্রতাচরণ করিবে। ব্রতে অক্ষম হইলে বিপ্রাণী স্থলে ৯০টী ধেনু বা তন্মূল্য ২৭০ কাহন বরাটক, ক্ষত্রিয়াস্থলে ৪৫ ধেনু বা তন্মূল্য ১৩৫ কাহন বরাটক আর বৈশ্যা ও শূদ্রাস্থলে ১৫টী ধেনু বা তন্মূল্য ৪৫ কাহন বরাটক দান কর্ত্তব্য।

অপিচ—

অধমানান্তু বর্ণানামুৎকৃষ্টহননে গুহ।
দোষো বহুতরো জ্ঞেয়ঃ ক্ষত্রাদীনাং ন সংশয়ঃ॥

নীচবর্ণদ্বারা উত্তমবর্ণা স্ত্রী বধ হইলে বহুদোষ বশতঃ স্বস্বজাতি উক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ, বালক, রোগী প্রভৃতির পক্ষে অর্দ্ধেক ব্যবস্থেয়। ব্যবস্থাপত্র যাহা নিম্নে কথিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বস্থলেই এক প্রকার, তবে জাতি, ধেনুসংখ্যা ও ব্রতের বর্ষসংখ্যা বিচার করিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

অজ্ঞানকৃতাবপ্রাণীবধজন্যপাপক্ষয়ায় বিপ্রাদিনা ষড়্বার্ষিকীব্রতানাশক্তৌ সর্বা-সংখ্যাকধেনুদানং করণীয়ং তদভাবে তদনুকল্পসপ্তত্যধিকদ্বিশতকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদাং মতং।

ব্যভিচারিণীবধে প্রায়শ্চিত্তং।

একবার পরপুরুষরতা নারীকে বধ করিলে একটী শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ ৯ মাস ব্রতানুষ্ঠান বা একশত কাহন বরাটকদান ব্যবস্থা। ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী বধ করিলে ছয় মাস, ক্ষত্রিয়া বধ করিলে ৪৷৷ মাস ১৫ দিন, বৈশ্যা বধ করিলে তিন মাস, শূদ্রা বধ করিলে দেড় মাস ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। অক্ষম হইলে ১০০ কাহন বরাটক দান করিবে। এবিষয়ে স্মার্ত্তোক্ত প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

অপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।

অধমবর্ণগতাব্যভিচারিণীবধে প্রায়শ্চিত্তং।

মনুসংহিতায়াং—

জিনকার্ম্মুকবস্তাবীন্ পৃথক্ দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং নারীর্হত্বানবস্থিতাঃ॥

মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, যে স্ত্রী অধমবর্ণের পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে রতা থাকে, তাহাকে হত্যা করিলে বিপ্র চর্ম্মপুট দান করিবে এবং ক্ষত্রিয় কার্ম্মুক, বৈশ্য ছাগ ও শূদ্রজাতি মেষ দান করিবে। ইহার ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ব্যবস্থাপত্রং।

উত্তমজাতীযাযোষিতঃ লোভেন নিকৃষ্টবর্ণেন সহ ব্যভিচাররতায়াঃ স্ত্রিয়া বধজন্য-পাপক্ষয়ায বিপ্রাদিক্রমেণ চর্ম্মপুট-ধেনু-ছাগ-মেষদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদাং মতং।

সুরাপানপ্রায়শ্চিত্তং।

বৃহস্পতিঃ—

সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া স নিৰ্দ্দগ্ধো মৃতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

বৃহস্পতি বলিযাছেন যে, যে ব্যক্তি সুরাপান করে, তাহাকে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে ফেলিযা দিতে হয়। তাহার বদন বহ্নিদগ্ধ হইলেই পাপের প্রাযশ্চিত্ত হয।

অপিচ স্মার্ত্তঃ—

সুরাপানে বিপ্রস্তাম্র-রৌপ্য-সীসকানামন্যতমং ধাতুং অগ্নি-রূপং পীত্বা শরীরত্যাগাৎ শুদ্ধ্যতে॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ বলিয়া গিযাছেন যে, সুরাপান করিলে সে তাম্র, রৌপ্য, সীসক এই কয়টীর যে কোন একটী ধাতু দ্রবীভূত করিয়া পান করিলে তাহার পাপ বিনাশ পায়।

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতগোবধনির্ণয়ঃ।

"বধ করিব" সংকল্প করত ইচ্ছাপূর্ব্বক বধ করিলেই তাহাকে জ্ঞানকৃত বধ কহে, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানকৃতবধজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর অন্য পশুবধার্থ নিক্ষিপ্ত শরাদি দৈববলে লাগিয়া যদি গোবধ হয়, তবে অজ্ঞানকৃত বধজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

গোঘাতীলক্ষণং।

অগ্নিপুরাণে—

যদি স্যাৎ প্রাণবিয়োগ ব্যাপারো হননং স্মৃতং।
রাগাৎ দ্বেষাৎ প্রমাদাদ্বা স্বতঃ পরত এব চ॥

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রমাদাদিবশতঃ গোবধ করিলেই তাহাকে গোঘাতী বলা যায়।

বিপ্রস্বাকিকগোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

মনুসংহিতায়াং—

উপপাতকসংযুক্তো গোঘ্নো মাসং যবান্ পিবেৎ।
কৃতবাসো বসেদ্গোষ্ঠে চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ।
চতুর্থকালমশ্নীয়াদক্ষারলবণং মিতং।
গোমূত্রেণ চরেৎ স্নানং দ্বৌ মাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
দিবানুগচ্ছেদ্গাস্তাস্তু তিষ্ঠন্নূর্দ্ধং রজঃ পিবেৎ।
শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ।
তিষ্ঠন্তীষ্বনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষ্বপ্যনুব্রজেৎ।
আসীনাসু তথাসীনো নিয়তো বীতমৎসরঃ।
আতুরামভিশস্তাং বা চৌরব্যাঘ্রাদিভির্ভয়ৈঃ।
পতিতাং পঙ্কমগ্নাং বা সর্ব্বৈঃ প্রাণৈর্বিমোচয়েৎ।
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশং।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ।
আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকং।
অনেন বিধিনা যস্তু গোঘ্নো গামনুগচ্ছতি।
স গোহত্যাকৃতং পাপং ত্রিভির্মাসৈর্ব্যপোহতি।

বৃষভৈকং দশ গাশ্চ দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ।
অবিদ্যমানে সর্ব্বস্বং বেদবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ॥

জ্ঞানে বিপ্রস্বামিক গোবধ করিলে একমাস যাবৎ গোমূত্রসহ যবগ্রাস পান করিতে হয় এবং গোচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেহাচ্ছাদন করিয়া গোষ্ঠে বাস করিবে। পরমাসে সন্ধ্যাসময়ে গোমূত্রে স্নান করত সৈন্ধবসহ উপরোক্ত যব ভোজন পূর্ব্বক সংযত হইয়া থাকিবে। দিবাতে গোগণসহ গোষ্ঠে থাকিয়া গোচরণোত্থিত ধূলি সেবন করিতে হয়। নিশাভাগে গোসমূহকে আশ্রমে আনিয়া শুশ্রূষা করিবে। তদনন্তর প্রণাম পূর্ব্বক বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে চৌরাদিভয় হইতে রক্ষা করিবে। যখন গোগণ উঠিবে, তখন উঠিতে হইবে, বসিলে বসিতে হইবে, গমন করিলে অনুগামী হইতে হইবে। শীত, জল, রৌদ্র, ঝড় ইত্যাদিতে গো পড়িলে তাহাদের যথার্থ যত্ন করিবে। যদি তাহারা নিজের বা অপরের গৃহে অথবা শস্যক্ষেত্রে পড়ে, অথবা অসময়ে বৎস স্তনপান করে, তাহা হইলে নিবারণ করিবে না। এই প্রকারে তিনমাস অতীত হইলে পাপ দূর হয়। তিন মাসান্তে একটা বৃষ সহ দশটী ধেনু দান করিতে হয়। তাহাতে অক্ষম হইলে স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব বিপ্রবরে প্রদান করিবে। এই বিষয়ে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মহাশয় যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

ব্যবস্থাপত্র।

অস্মিন যুগে বিপ্রস্বামিকগোঃ সকৃৎজ্ঞানকৃতসাক্ষাদ্বধজন্যপাপক্ষয়ায় বিপ্রেণ প্রাজাপত্যব্রতাদ্যশক্তৌ পঞ্চদশকার্ষাপণীদক্ষিণৈকৈকপঞ্চাশৎকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষা পরা শ.।

অর্থাৎ বিপ্রস্বামিক গোবধ অজ্ঞানে হইলে প্রাজাপত্যব্রতে অশক্ত হইলে যে ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা দিতে না পারিলে তন্মূল্যস্বরূপ একপঞ্চাশৎ কাহন কপর্দ্দক ও দক্ষিণা পঞ্চদশ কাহন কপর্দ্দক দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অজ্ঞানকৃতগোবধে প্রায়শ্চিত্তং।

যদি ব্রাহ্মণের গো অজ্ঞানবশতঃ বধ করে, তাহা হইলে সার্দ্ধ পঞ্চবিংশ কার্ষাপণী কপর্দ্দক এবং দক্ষিণা সার্দ্ধ সপ্ত কার্ষাপণী দান করিবে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্ত বিপ্রের সমান। নারী, শূদ্র, বালক, বৃদ্ধ, রোগী ইহাদিগের পক্ষে অজ্ঞানকৃতবধে ১২৸০ দান ও দক্ষিণা ৩৸০ কাহন বিধি।

যাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, এরূপ বালক-বালিকা অথবা রোগযুক্ত বালক বালিকা জ্ঞানকৃত বধ করিলে ১২৸০ কাহন দান আর দক্ষিণা ৩৸০ কাহন দিবে। কিন্তু অজ্ঞানকৃত হইলে ৬।৵০ কাহন দান আর ১৵০ দক্ষিণা দিতে হয়।

যদি শূদ্র, বৃদ্ধ বা রোগী হয় অথবা স্ত্রীজাতি হয় কিম্বা অপূর্ণ ষোড়শ-বর্ষের হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকৃতবধে ১২৸০ কাহন দান ও দক্ষিণা ৩৸০ কাহন দিবে এবং অজ্ঞানকৃত বধে ৬।৵০ কাহন দান দক্ষিণা ১৸৵০ কাহন দিতে হয়।

উনৈকাদশবর্ষীয় শূদ্রবালক বা শূদ্রবালিকা হইলে অথবা রোগী বা রোগিণী শূদ্র হইলে ৬।৵০ কাহন দান ও ১৸৵০ কাহন দক্ষিণা দিবে।

ব্যবস্থাপত্র সকলই পূর্ব্বের ন্যায়, কেবলমাত্র জাতি এবং জ্ঞানকৃত কি অজ্ঞানকৃত ও দানদক্ষিণবরাটককের সংখ্যা নিয়মিত উল্লেখ করিবে। উৎসর্গবাক্য ও দক্ষিণাবাক্য নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

উৎসর্গবাক্য।

তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণস্বামিকাজ্ঞানকৃতসাক্ষাদ্গোবধজন্যপাপক্ষয়কামনয়া সবস্ত্রান্ একপঞ্চাশৎকার্ষাপণীবরাটকান্ গন্ধাদ্যর্চ্চিতান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।

দক্ষিণাবাক্য।

তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণস্বামিকাজ্ঞানকৃতসাক্ষাদ্গোবধজন্যপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্র একপঞ্চাশৎকার্ষাপণীবরাটকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতান্ সবস্ত্রান্ পঞ্চদশকার্ষাপণী-বরাটকান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।

—— ——

একহায়নাদিগোবধপ্রায়শ্চিত্তবিধিঃ।

ব্রাহ্মণস্বামিক একবর্ষবয়স্ক গোবৎস জ্ঞানে বধ করিলে নিয়মিত প্রায়শ্চিত্তের এক পাদ, দ্বিবর্ষের বৎস হইলে দ্বিপাদ, তিন বর্ষের হইলে তিন পাদ আর চারি বর্ষের হইলে প্রাজাপত্য করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল যথা—

একবর্ষে গবি হতে কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে।
অবুদ্ধিপূর্ব্বং পুংসঃ স্যাৎ দ্বিপাদস্তু দ্বিহায়নে।
ত্রিহায়নে ত্রিপাদঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যমতঃ পরং॥

ইহার ব্যবস্থাপত্র, উৎসর্গবাক্য ও দক্ষিণা বাক্য নিম্নে লিখিত হইল।

ব্যবস্থাপত্রং।

বিপ্রস্বামিকৈকহায়নগোঃ সকৃজ্জ্ঞানকৃতসাক্ষাদ্বধজনাপাপক্ষয়ায় ব্রতাদ্যশক্তৌ বিপ্রাদিনা দ্বাদশপণাধিকত্রিকার্ষাপণীদক্ষিণকদ্বাদশপণাধিক-দ্বাদশকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বালক, বৃদ্ধ, রোগী, শূদ্র, স্ত্রী প্রভৃতি সকলের পক্ষেই বাক্য একরূপ। তবে জাতি, বরাটকসংখ্যা উপরোক্ত বিধিমতে যাহা আছে, তাহার উল্লেখ করিবে এইমাত্র প্রভেদ। উৎসর্গবাক্য ও দক্ষিণাবাক্যও সেইরূপ জানিবে।

উৎসর্গবাক্য।

ওঁ তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিপ্রস্বামিকৈকহায়নগোঃ সকৃজ্জ্ঞানকৃতবধজনাপাপক্ষয়কামঃ দ্বাদশপণাধিকদ্বাদশ-কার্ষাপণবরাটকান্ গন্ধাদ্যর্চ্চিতান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।

দক্ষিণাবাক্য।

ওঁ তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণস্বামিকৈকহায়নগোঃ সকৃজ্জ্ঞানকৃতবধজন্যপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ দ্বাদশ-পণাধিকদ্বাদশকার্ষাপণবরাটকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতান্ দ্বাদশপণাধিক-ত্রিকার্ষাপণবরাটকান্ শ্রী বিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।

গর্ভিণ্যাদিগোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

যথা বৃহস্পতিঃ—

গর্ভিণীং কপিলাং দোগ্ধ্রীং হোমধেনুঞ্চ সুব্রতাং।
রোধাদিনা ঘাতয়িত্বা দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ॥

বৃহস্পতি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, বিপ্রাদিস্বামিক গর্ভবতী কপিলা দুগ্ধবতী সুব্রতা হোমধেনু যদি রোধাদি দ্বারা নিহত হয়, তাহা হইলে নিয়মিত প্রায়শ্চিত্তের দুই গুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অর্থাৎ ১০২ কাহন দান আর ৩০ কাহন দক্ষিণা দিতে হয়। পরন্তু অজ্ঞানে বধ হইলে উহার অর্দ্ধেক ব্যবস্থেয়। বৃদ্ধ, বালক, শূদ্র বা স্ত্রী যদি জ্ঞানে বধ করে, তবে ৫১ কাহন দান আর দক্ষিণা ১৫ কাহন এবং অজ্ঞানে হইলে ২৫৷৷০ কাহন দান ও ৭৷৷০ কাহন দক্ষিণা দিতে হয়। ব্যবস্থাপত্র পূর্ব্ববৎ, কেবল গর্ভিণী গোবধ জন্য বলিয়া উল্লেখ করিবে আর প্রায়শ্চিত্তকারীর জাতি ও বরাটকসংখ্যা উল্লেখ হইবে এইমাত্র প্রভেদ। গর্ভিণী গোবধ না হইয়া কেবল গর্ভপাত হইলে ১২৸০ কাহন দান ও ৩৸০ কাহন দক্ষিণা দিবে।

অপিচ বৃহস্পতিঃ—

অতিবৃদ্ধামতিকৃশামতিবালাঞ্চ রোগিণীং।
হত্বা পূর্ব্ববিধানেন চরেদর্দ্ধং ব্রতং দ্বিজঃ॥

বৃহস্পতি আরও বলিয়াছেন যে, যে গো অতি বৃদ্ধ, অতি কৃশ, রোগিণী তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে বধ করিলে ১৫৷৷০ কাহন দান ও ৭৷৷০ কাহন দক্ষিণা দিবে। শূদ্র ও নারীপক্ষে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা এবং একাদশবর্ষীয়ের ন্যূনপক্ষে পাদ ব্যবস্থা।

অন্যচ্চ—

গোদ্বয়বধে প্রযত্নাভেদেপি বিশেষবচনাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তং দ্বৈগুণ্যমুক্তং।

গৃহদাহ প্রভৃতি দ্বারা একের অধিক গোবধ হইলে ১০২ কাহন দান ও ৩০ কাহন দক্ষিণা দিবে। উভয়ের অধিক ব্যক্তি একটী গোকে বিনাশ

করিলে যে কয়জন মানুষ, তত সংখ্যার পাদ পাদ ব্যবস্থা। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

সম্বর্ত্তাপস্তম্বৌ—

একা চেদ্বহুভির্ব্বাপি দৈবাদ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্॥

উপরোক্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপত্র নিম্নে দ্রষ্টব্য, যথা—

ব্যবস্থাপত্রং।

ব্রাহ্মণস্বামিক একাধিকগোগৃহদাহজন্যবধজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণাদিনা ব্রতাদ্যশক্তৌ ত্রিংশৎকার্ষাপণবরাটকদক্ষিণকস্বাধিকশতকার্যাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদাং পরামর্শঃ।

অন্যচ্চ—

বর্ষমাত্রা তু বালা স্যাদতিবালা দ্বিবার্ষিকী।
অতঃপরন্তু সা গৌঃ স্যাত্তরুণী দন্তজন্মনি॥

একবর্ষীয় বৎসকে বালা ও দ্বিবর্ষীয়কে অতিবালা কহে। তৎপরে দন্ত জন্মিলে তরুণী গো হয়। তরুণী গোবধে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

গোবধাপবাদঃ।

পরাশরসংহিতায়াং—

ধূর্য্যেষু বহমানেষু দণ্ডেনাভিহতেষু চ।
কাষ্ঠেন লোষ্ট্রনা বাপি পাষাণেন তু তাড়িতঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতশ্চৈব মৃতো বা সদ্য এব চ।
এবং গতানাং ধূর্য্যাণাং প্রবক্ষ্যামি যথাবিধি।
উত্থিতস্তু পদং গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশাপি বা।
গ্রাসং বা যদি গৃহ্লাতি তোয়ং বা পিবতি স্বয়ং।
পূর্ব্বব্যাধিবিনষ্টানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

অধুনা যাহাতে গোহত্যাজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে না হয়, তাহা বলা যাইতেছে। যে গোর পূর্ব্বে রোগ ছিল, পরে সুস্থ হইয়াছে আর এখন

ব্যাধি নাই, তাহাকে তাহার প্রভু হলে যোজনা করিলে বা শকটে যোজনা করিলে তদবস্থায় যদি তাহাকে অল্প পরিমাণে প্রহার করা যায় এবং সেই প্রহার জন্য সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে আর মূর্চ্ছাভঙ্গান্তে পাঁচ পদ, সাত পদ অথবা দশ পদ গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ তৃণ জল সেবন করত প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই গোপ্রভুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। ইহার তৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যে তাহার রোগ হইয়াছিল, সেই রোগ হেতুতেই মরিয়াছে, স্থির করিতে হয়; সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক করে না। যে গোর পূর্ব্বে কোন রোগ ছিল না, সে যদি উক্ত প্রকারে মরে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সেস্থলে দণ্ডাঘাতে যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, তদনুষ্ঠান করিবে। ইহার ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল যথা,—

ব্যবস্থাপত্রং।

যদি ব্যাধিরহিতঃ আঘাতজন্যাব্যাধিনা গ্রাসাদীন্ গৃহীত্বাপি ম্রিয়তে তদা পূর্ব্বোক্তদণ্ডনিপাতনজন্যবধজনিতপাপক্ষয়ার্থং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

পূর্ব্বে যাহার রোগ ছিল, পরে সুস্থ হওয়াতে হলাদিতে যোজনা করিলে অল্পাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া, পরে পঞ্চ পদাদি গমন ও তৃণাদি সেবনপূর্ব্বক মরে, তাহাতে পাতক হয় না যে বলা হইল, তাহার ব্যবস্থাপত্র এই স্থলে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

ব্যবস্থাপত্রং।

দণ্ডাহতপূর্ব্বব্যাধিযুক্তগোমূর্চ্ছায়াং পতনানন্তরমুত্থায় পুনঃ পঞ্চসপ্তদশপদগমনানন্তরং গ্রাসগ্রহণতোয়পানাদিভিঃ পূর্ব্বব্যাধিনষ্টত্বনিশ্চয়াত্তন্মরণে পাতকাভাব ইতি বিদুষাং মতম্।

অপিচ সম্বর্ত্তঃ—

যন্ত্রণে গোচিকিৎসার্থে মূঢ়গর্ভবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপত্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
দাহশ্ছেদঃ শিরাভেদঃ প্রযত্নৈরুপকুর্ব্বতাং।
দ্বিজানাং গোহিতার্থং বা প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।

ঔষধং স্নেহমাহারং দদ্যাদ্গোব্রাহ্মণেষু চ।
প্রাণিনাং প্রাণবৃত্ত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥

সম্বর্ত্ত এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে, সযত্নে গোচিকিৎসা করিতে গিয়া তাহার যাতনা নিবারণার্থ, মৃত বৎস বাহির করিবার নিমিত্ত, অথবা তাহার হিতের জন্য প্রাণ রক্ষার্থ যদি বহ্নিতাপ দেওয়া যায়, কিম্বা শিরা-ভেদাদি করা যায়, তাহাতে গোর মরণ ঘটিলে কিম্বা জীবন রক্ষার্থ কিম্বা আহারাদি প্রদানে মরিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। এ বিষয়ের ব্যবস্থাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা,—

ব্যবস্থাপত্রং।

বিপ্রাদেরৌষধং জীবনরক্ষার্থমাহারং জলাদি দদতো গোমরণে প্রায়শ্চিত্তং নাস্তীতি বিদুষাং মতং।

প্রায়শ্চিত্তান্তে পাপনাশজ্ঞানং।

যথা স্মার্ত্তঃ—

প্রায়শ্চিত্তানন্তরং গোভ্যো যবসং দদ্যাৎ। যদি তু গাবস্তদ্দত্তৃণং ন গৃহ্নীয়ুস্তদা পুনস্তৎপ্রায়শ্চিত্তমনুতিষ্ঠেৎ।

প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধানে শেষ করিয়া গোগণকে যবাদি প্রদান করিবে, যদি তাহারা তাহা আহার না করে, তাহা হইলে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অপি চ হারীতসংহিতায়াং—

স্বশিরসা যবসমাদায় গোভ্যো দদ্যাৎ যদি তাঃ প্রমোদিতা গৃহ্নীয়ুরন্যথৈনং প্রবর্ত্তয়েয়ুঃ।

হারীতসংহিতাতেও লিখিত আছে যে, প্রায়শ্চিত্তাবসানে আপনার শিরোদেশে ঘাস গ্রহণ পূর্ব্বক গোকে প্রদান করিলে যদি তাহারা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করে, তাহা হইলে আত্মাকে নিষ্কলুষ জ্ঞান করিবে; নচেৎ

পুনর্বার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

আরম্ভে সর্ব্বকৃচ্ছ্রাণাং সমাপ্তৌ চ বিশেষতঃ।
আজ্যেনৈব হি শালাগ্নৌ জুহুযাদ্ব্যাহৃতীঃ পৃথক্।
শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্‌ব্রতস্যান্তে গোহিরণ্যাদিদক্ষিণং॥

অর্থাৎ যাবতীয় প্রায়শ্চিত্ত ব্রতের প্রারম্ভে আর অবসানে যথাবিধি বহ্নিতে আজ্যাহুতি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ব্যাহৃতি হোম করিতে হয় আর ব্রতাবসানে আত্মশুদ্ধ্যর্থ যথাবিধি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করত গোহিরণ্য প্রভৃতি দক্ষিণা দিবে।

অপিচ—

ক্রিয়ান্তে শুদ্ধয়ে যত্তু ব্রাহ্মণানাস্তু ভোজনং।
শুদ্ধ্যর্থমিতি তৎ প্রোক্তং বৈনতেয়মনীষিভিঃ॥

আর মনীষিগণ ইহাও ব্যবস্থা দিয়া থাকেন যে, প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়।

ক্ষত্রিয়স্বামিক গোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

যথা দেবলঃ—

গোঘ্নঃ ষণ্মাসান্ তচ্চর্ম্মণা পরিবৃতো গোগ্রাসাহারো গোব্রতো যবাশী গোভিরভিসঞ্চরন্ মুচ্যতে।

দেবল এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি ক্ষত্রিয়স্বামিক গো জ্ঞানকৃত বধ হয়, তাহা হইলে কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য ষণ্মাস যাবৎ গোচর্ম্মে দেহাবৃত করত গোগ্রাস আহার করিবে এবং গোব্রত ধারণ করিয়া থাকিবে। গোমূত্র দ্বারা যব পক্ক করিয়া তাহাই ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত গলদেশে রজ্জুবন্ধন পূর্ব্বক গোশব্দতুল্য বাক্য প্রয়োগ করিবে, গোর ন্যায় গোষ্ঠে বেড়াইবে। যদি এই প্রকার করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ৩৬ কাহন ধেনুমূল্য ও দক্ষিণা যথাসাধ্য দিবে। যদি অজ্ঞানকৃত বধ

হয়, তবে ধেনুমূল্য ১৮ কাহন এবং দক্ষিণা যথাশক্তি ব্যবস্থেয়। ইহার ব্যবস্থা নিম্নে লিখিত হইল।

ব্যবস্থাপত্রং।

ক্ষত্রস্বামিকগোঃ সকৃজ্জ্ঞানকৃতসাক্ষাদ্বধজন্যপাতকক্ষয়ার্থং বিপ্রাদিনা ব্রতাদ্যশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকষট্‌ত্রিংশৎকার্ষাপণদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং মতং।

ব্যবস্থাপত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষেও ঐরূপ, কেবল ব্রাহ্মণ হইলে বিপ্রাদিনা স্থলে বিপ্রেণ, ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয়েণ এবং বৈশ্য হইলে বৈশ্যেন উল্লেখ করিবে।

যদি শূদ্র, স্ত্রী, শূদ্রস্ত্রী, কিম্বা বালক অথবা রোগী বা বৃদ্ধ জ্ঞানকৃত বধ করে, তাহা হইলে ১৮ কাহন ও দক্ষিণা যথাশক্তি এবং অজ্ঞানকৃত হইলে ৯ কাহন ও দক্ষিণা যথাশক্তি দিবে। যদি অপূর্ণ একাদশ বর্ষের বালক-বালিকা বয়, তবে জ্ঞানকৃত বধে ৯ কাহন এবং অজ্ঞানকৃত বধে ৪৸৹ কাহন দিবে আর দক্ষিণা সাধ্যমত ব্যবস্থেয়। উৎসর্গমন্ত্র ও দক্ষিণাবাক্য নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

উৎসর্গবাক্য।

তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ক্ষত্রিয়স্বামিকগোসাক্ষাৎজ্ঞানকৃতবধজনিতপাপক্ষয়কামঃ ব্রতাদ্যশক্তৌ সম্বন্ধান্ ষট্‌ত্রিংশৎকার্ষাপণবরাটকান্ গন্ধাদ্যর্চ্চিতান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।

দক্ষিণাবাক্য।

তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ক্ষত্রিয়স্বামিগোসাক্ষাজ্জ্ঞানকৃতবধজনিতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ সম্বন্ধষট্‌ত্রিংশৎ-কার্ষাপণবরাটকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।

বাক্য সর্ব্বত্রই একপ্রকার, কেবল জাতি ও জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এবং বরাটকসংখ্যার প্রভেদমাত্র।

গবেতরপশুপক্ষীবধে প্রায়শ্চিত্তং।

ঘোটক বধ করিলে বস্ত্র দান করিতে হয়, গজবধে পঞ্চ সংখ্যক নীলবৃষ দান করিবে, যদি অজ বা মেষ বধ হয়, তাহা হইলে একটী একবৎসরের বৃষ দান ব্যবস্থেয় এবং রাসভ বধ হইলেও একবর্ষ বয়স্ক বৎস দিতে হয়। যজ্ঞার্থ ছাগ মেষ বধে প্রায়শ্চিত্ত নাই। নিম্নে প্রমাণ লিখিত হইল, যথা—

বাসো দদ্যাদ্ধয়ং হত্বা পঞ্চ নীলবৃষান্ গজং।
অজং মেষমনড্বাহং খরং হত্বৈকহায়নং॥

ব্যবস্থাপত্রং।

তুরগবধে বস্ত্রদানং গজবধে পঞ্চনীলবৃষদানং ছাগমেষখরাণাংপ্রত্যেকবধে ক্ষু একবর্ষীয়বৃষদানং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং মতং।

সাস্থিনঃ অস্থিহীনস্য চ বধে প্রায়শ্চিত্তং।

অস্থিমতান্তু সত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্থ্যনস্থ্নান্তু শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ॥

অস্থিবিশিষ্ট জন্তু অর্থাৎ ক্বকলাসাদির সহস্র সংখ্যক বধ করিলে আর নিরস্থি অর্থাৎ পিপীলিকাদির শকটপ্রমাণ বধ করিলে শূদ্রহত্যাজনিত ব্রত করিতে হয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

ক্বকলাসপ্রভৃতীনাং অস্থিমতাং সহস্রবধে পিপীলিকাদীনাং অনস্থ্নাং শকটবহনীয-প্রাণিবধে [illegible] শক্তৌ সংকিঞ্চন্মিণক্রমেণ একধেনুক-পণীযন্ত্রাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং মতং।

অপিচ—

কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থ্নাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি॥

স্বল্পপ্রাণ অস্থিযুত জীব হইলে বিপ্রকরে সাধ্যমত কিঞ্চিৎ দান করিবে আর স্বল্পপ্রাণ নিরস্থি জীব বধ হইলে একবার প্রাণায়াম করিতে হয়।

ব্রহ্মবধপ্রায়শ্চিত্তং।

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপ করে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়; নচেৎ তাহার অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

যঃ কামতো মহাপাপং নরং কুর্য্যাৎ কথঞ্চন।
ন তস্য শুদ্ধির্বিজ্ঞেয়া বহ্নৌ প্রপতনাদৃতে॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞানে ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশবর্ষ যাবৎ বনমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিহত বিপ্রের শিরোদেশ স্বীয় পাপের চিহ্নস্বরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিবে। আর সেই শবের মস্তকে করিয়া ভিক্ষা আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আহারাদি সম্পন্ন করিতে হয়। যদি নিহত বিপ্রের মস্তক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য কোন মৃত বিপ্রের মস্তক সংগ্রহ করিয়া লইবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

মনুসংহিতায়াং—

ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজং॥

উপরে যাহা বলা হইল, উহা নির্গুণ বিপ্রের পক্ষে বুঝিতে হইবে। যদি সগুণ হয়, তাহা হইলে দ্বিগুণ ব্যবস্থেয়। আর নির্গুণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বিগুণ, নির্গুণ বৈশ্যের পক্ষে ত্রিগুণ, নির্গুণ শূদ্রের পক্ষে চতুর্গুণ এবং সগুণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্বিগুণ, সগুণ বৈশ্যের পক্ষে ত্রিগুণ, সগুণ শূদ্রের পক্ষে চতুর্গুণ। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

ভবিষ্যপুরাণে—

দ্বিগুণা ক্ষত্রিয়াণান্তু বৈশ্যানাং ত্রিগুণা স্মৃতা।
চতুর্গুণা তু শূদ্রাণাং শুদ্ধিরুক্তা মহাত্মনা॥

উপরে যে ব্রতের কথা বলা হইল, তাহাতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ একশত অশীতি প্রাজাপত্য করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে একশত অশীতি

ধেনু দান করিতে হয়, যদি তাহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে একশত অশীতি ধেনুর মূল্য ৫৪০ কাহন বরাটক দান ও ১০০ কাহন দক্ষিণা দিবে। ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে উপরে যেরূপ প্রমাণ বলা হইয়াছে, তদনুরূপই করিতে হয়, এবং যদি জ্ঞানত বধ করে, তাহা হইলে চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে ১০৮০ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

অজ্ঞানকৃতবিপ্রবধজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা দ্বাদশবার্ষিকব্রতাদ্যশক্তৌ শতকার্ষাপণী৹ দক্ষিণকচত্বারিংশদধিকপঞ্চশতকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি। বহুসা মতং।

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শূদ্র ইহার অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ বিপ্র হইলে বিপ্রের অর্দ্ধ, ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয়ের অর্দ্ধ, বৈশ্য হইলে তাহার নিরূপিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ এবং শূদ্র হইলে শূদ্রের নিরূপিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক করিবে।

ক্ষত্রিয়াদিবধপ্রায়শ্চিত্তং।

মনুসংহিতায়াং—

তুরীয়ো ব্রহ্মহত্যায়াঃ ক্ষত্রিয়স্য বধে স্মৃতঃ।
বৈশ্যেষ্টমাংশো বৃত্তস্থে শূদ্রে জ্ঞেয়স্তু ষোড়শঃ।
অকামতস্তু রাজন্যং বিনিপাত্য দ্বিজোত্তমঃ।
বৃষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ।
ত্র্যব্দঞ্চরেদ্বা নিয়তো জটিব্রহ্মহনো ব্রতং।
বসন্ দূরতরে গ্রামাৎ বৃক্ষমূলনিকেতনঃ।
এতদেব চরেদব্দং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ।
প্রমাপ্য বৈশ্যং বৃত্তস্থং দদ্যাচ্চৈকশতং গবাং।
এতদেব ব্রতং কৃচ্ছ্রং ষাণ্মাসান্ শূদ্রহা চরেৎ।
বৃষভৈকাদশা বাপি দদ্যাদ্বিপ্রায় গাঃ সিতাঃ॥

বিপ্রাদিরা জ্ঞানতঃ বৃত্তস্থ ক্ষত্রিয়কে বধ করিলে অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধের

একপাদ ব্রত করিবে অর্থাৎ তদ্রূপ শবমস্তক ধারণাদি পূর্ব্বক ত্রৈবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ প্রকার বৈশ্য বধ করিলে সার্দ্ধবার্ষিক এবং শূদ্রহত্যা করিলে নবমাসিক ব্রতের আচরণ করিতে হয়। যদি অজ্ঞানকৃত বধ হয়, তাহা হইলে শবমস্তক ধারণ করিবার আবশ্যক করে না। ক্ষত্রিয় হত্যা হইলে জটাধারণ করিবে আর শবের কেশ অলঙ্কার-স্বরূপ ধরিয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণ করিবে এবং গ্রামে অবস্থিতি করিবে না, তরুমূলে বাস করিবে। যদি ইহাতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে একটী বৃষ সহ সহস্র সংখ্যক ধেনুদান করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে ১০০৫ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয় এবং বৈশ্য ও শূদ্র হত্যায় ১০০ কাহন বরাটক দান করিতে হয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

জ্ঞানকৃতবৃত্তস্থক্ষত্রিয়বধে শবশিরোধ্বজধারণাদি-সর্ব্বাঙ্গোপেতজটিঃগ্রামদূরনিবাসিতরুমূলনিকেতনত্রৈবার্ষিকব্রতং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

অজ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয়বধে শবশিরোধ্বজধারণাদিবর্জিতত্রৈবার্ষিকব্রতাদশক্তৌ বৃষৈকসহিতসহস্রগোদানানুকল্পতন্মূল্যং পঞ্চোত্তরসহস্রকার্ষাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

বৈশ্যশূদ্রযোর্বধে শতকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

উৎসর্গবাক্যং।

তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ক্ষত্রিয়বধজনিতপাপক্ষয়কামঃ ত্রৈবার্ষিকব্রতাশক্তৌ পঞ্চোত্তরসহস্রকার্ষাপণবরাটকাম-স্বাদ্যচ্চিতান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যো হহং সম্প্রদদে।

দক্ষিণাবাক্যং।

তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ক্ষত্রিয়বধজনিতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ পঞ্চোত্তরসহস্রকার্ষাপণবরাটকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ব্রাহ্মণেভ্যোহহং সম্প্রদদে।

বৈশ্যশূদ্রাদিবধস্থলেও ব্যবস্থাপত্র দান উৎসর্গবাক্য দক্ষিণাবাক্য এই প্রকার, কেবল জাতি ও বরাটক সংখ্যা পৃথক্‌রূপ উল্লেখ করিবে।

বৈশ্যস্বামিক-গোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য যদি বৈশ্যস্বামিক গোবধ করে, তাহা হইলে গোমতী বিদ্যা জপ পূর্ব্বক গোষ্ঠে অবস্থান করিবে এবং পঞ্চগব্য পান করিতে হয়। এক মাস এই নিয়মে থাকিলেই পাপমোচন হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল।

শাতাতপঃ—

পঞ্চগব্যেন গোঘাতী মাসেনৈকেন শুদ্ধ্যতি।
গোমতীঞ্চ জপেদ্বিদ্যাং গবাং গোষ্ঠে চ সংবসেৎ॥

শাতাতপ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, যদি বৈশ্যস্বামিক গোবধ করা যায়, তাহা হইলে একমাস যাবৎ গোমতী বিদ্যা জপ ও পঞ্চগব্য সেবন পূর্ব্বক গোষ্ঠে অবস্থিতি করিবে। শাতাতপ পঞ্চগব্যের প্রমাণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

গোশকৃদ্দ্বিগুণং মূত্রং সর্পির্দদ্যাচ্চতুর্গুণং।
ক্ষীরমষ্টগুণঞ্চৈব পঞ্চগব্যে তথা দধি॥

অর্থাৎ গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, গোমূত্রের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের আটগুণ দধি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিলেই পঞ্চগব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোমতীবিদ্যা।

গোমতীং কীর্ত্তয়িষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং।
তান্তু মে গদতো বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
গাবঃ সুরভয়ো নিত্যং গাবো গুগ্‌গুলগন্ধিকাঃ।
গাবঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং গাবঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
অন্নমেব পরং গাবো দেবানাং হবিরুত্তমং।
পাবনং সর্ব্বভূতানাং ক্ষরন্তী চ হবীংষি চ।

হবিষা মন্ত্রপূতেন তর্পয়ন্ত্যমরান্ দিবি।
ঋষীণামাগ্নিহোত্রেষু গাবো হোমপ্রয়োজিকাঃ।
পাবনং সর্ব্বভূতানাং গাবঃ শরণমুত্তমং।
গাবঃ পবিত্রং পরমং গাবো মঙ্গলমুত্তমং।
গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবো ধন্যাঃ সনাতনাঃ।
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা মতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥

শূদ্রস্বামিকগোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

যথা বিশ্বামিত্রোক্তিঃ—

কৃচ্ছ্রাংস্তু চতুরঃ কুর্য্যাদ্গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে।
অমত্যা চ দ্বয়ং কার্য্যং তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধয়োঃ।
স্ত্রীশূদ্রয়োরেবমেতদ্বধে চৈব ন সংশয়ঃ॥

যদি জ্ঞানে শূদ্রস্বামিক গোবধ করা যায়, তাহা হইলে চতুঃসংখ্যক কৃচ্ছ্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যদি তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ কার্যাপণী দান এবং যথাসাধ্য দক্ষিণা প্রদান করিবে। যদি অজ্ঞানে বধ করা যায়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা। বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও শূদ্র ইহারা জ্ঞানকৃত বধ করিলে ৬ কাহন দান, যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানকৃত বধ হইলে ৩ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। যাহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধ ও একাদশবর্ষের ন্যূন, সে জ্ঞানে বধ করিলে ৩ কাহন ও যথাশক্তি দক্ষিণা এবং অজ্ঞানে হইলে দেড় কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। শূদ্রস্বামিক গোবধে কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলের পক্ষেই তুল্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয় এবং ব্যবস্থাপত্রও পূর্ব্বের ন্যায়, তবে স্বামিকস্থলে শূদ্রস্বামিক এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত আর বরাটকসংখ্যা

যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ উল্লেখ করিবে। উৎসর্গ বাক্য ও দক্ষিণা বাক্যও পূর্ব্বের ন্যায়। সকল প্রকার গোবধ প্রায়শ্চিত্তাবসানেই গোস্বামীকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

অধমশূদ্রস্বামিকগোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

বিপ্র প্রভৃতি যে কোন বর্ণই হউক না কেন, যদি অধমস্বামিক গোবধ করে, তাহা হইলে ছয় কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহার ব্যবস্থাপত্র, উৎসর্গপত্র ও দক্ষিণাবাক্যও পূর্ব্বের ন্যায়, কেবল অধমস্বামিক এই কথা উল্লেখ করিতে হয় আর বরাটসংখ্যা ও জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাদির উল্লেখ করিবে।

রোধাদিজন্যগোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

পরাশরসংহিতায়াং—

রোধনে তু চরেৎ পাদং বন্ধনে চার্দ্ধমেব হি।
যোজনে পাদহীনং স্যাৎ প্রাজাপত্যং নিপাতনে॥

এক্ষণে রোধাদিজন্য গোবধ প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে। পরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে যে, যদি গো রুগ্ন থাকে, অথচ তৎস্বামী অজ্ঞাতে অর্থাৎ তাহা না জানিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করে এবং তজ্জন্য সেই গোর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রাজাপত্য এতের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৮০ পণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্তই ব্যবস্থেয়। যদি উল্লিখিত প্রকার গো বন্ধনদশায় থাকিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে ১।০ কাহন দান করিবে আর যদি উক্তরূপে গো ভারাধিক্যবশতঃ শকট প্রভৃতিতে যোজিত হইয়া মরে, তাহা হইলে ২।০ কাহন দানই ব্যবস্থেয়। যদি উক্তপ্রকারের গো দণ্ডাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে ৩ কাহন দান ও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে। অঙ্গিরাও এবিষয়ে যেরূপ প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

রোধনে বন্ধনে চৈব যোজনে চ গবাং রুজঃ।
উৎপাদ্য মরণং বাপি নিমিত্তী তত্র লিখ্যতে ॥

উপরে যে দণ্ডাঘাতের কথা উল্লেখ হইয়াছে, সেই দণ্ডের প্রমাণও নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

অঙ্গিরাঃ—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ স্থৌল্যেন বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
সার্দ্রশ্চ সপলাশশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে।
তস্মাদূর্দ্ধপ্রমাণেন যদি গাং বিনিপাতয়েৎ।
দ্বিগুণন্তু ভবেত্তত্র প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতং ॥

যাহার দৈর্ঘ্য বাহুপ্রমাণ ও স্থৌল্য অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, এবং যাহা সরস ও পল্লবসমন্বিত, তাহাকেই প্রকৃত দণ্ড কহে। তদি ইহার অন্যথা করিয়া অন্য-রূপ দণ্ড দ্বারা আঘাতপূর্ব্বক গোবধ হয়, তাহা হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

রোধাদিজনিত গোবধের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল,—

ব্যবস্থাপত্রং।

ক্ষীণগবাজ্ঞানকৃতসকৃদ্রোধনজন্যবধজনিতপাপক্ষয়ায় বিপ্রাদিনা ব্রতাদ্যশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকদ্বাদশকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

উৎসর্গবাক্যং।

ওঁতৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ক্ষীণগবাজ্ঞানকৃতসকৃদ্রোধনিমিত্তবধজনিতপাপক্ষয়কামো ব্রতাদ্যশক্তৌ দ্বাদশকার্ষাপণ-বরাটকান্ সম্প্রদানৈর্চ্চতান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে।

দক্ষিণাবাক্যং।

ওঁতৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ক্ষীণগবাজ্ঞানকৃদ্রোধনিমিত্তবধজনিতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎদ্বাদশকার্ষাপণবরাটক-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।

বন্ধন দ্বারা, হলাদিতে যোজনাদ্বারা এবং দণ্ডঘার্ত নিপাতনের দ্বারা বধের প্রায়শ্চিত্ততেও এই প্রকার উৎসর্গমন্ত্র ও দক্ষিণাবাক্য উচ্চারণ করিতে হয়।

উপরে অজ্ঞানকৃত বধের ব্যবস্থা কথিত হইল। যদি ক্ষীণতাজ্ঞানে রোধাদি দ্বারা মরণ ঘটে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণের এক পদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অর্থাৎ সেস্থলে রোধজন্য বধে ৫।৶০ বরাটক দান, বন্ধন জন্য বধে ১১।০ কাহন, যোজনজন্য বধে ১৬৸৶০ কাহন, দণ্ডনিপাতনজন্য বধে ২২৷৷০ কাহন এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। অতিরিক্ত দণ্ডাঘাত-জন্য বধে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৫ কাহন ব্যবস্থেয়। স্ত্রী শূদ্র বালক বৃদ্ধ হইলে অর্দ্ধেক এবং অত্যন্ত বালক হইলে এক পাদ ব্যবস্থা।

নাসাচ্ছেদনাদিপ্রায়শ্চিত্তং।

যদি নাসাচ্ছেদন করাতে, গাত্রদাহে, কর্ণচ্ছেদন করাতে, বন্ধন করাতে অত্যন্ত ভারবহনশতঃ অথবা অধিক দোহন করাতে গোর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়! তাহাতে অক্ষম হইলে ২২৷৷০ কাহন বরাটক দানরূপ প্রাযশ্চিত্ত এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। এই ব্যবস্থা বিপ্রাদিবর্ণচতুষ্টয়েরই সমান, কেবল শূদ্র, স্ত্রী ও বালক বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ ব্যবস্থেয়। নাসাচ্ছেদনাদিবধজন্য পাপক্ষয়ার্থে যে প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা,—

হারীতসংহিতায়াং—

নাসাচ্ছেদনদাহেষু কর্ণচ্ছেদনবন্ধনে।
অতিবাহাতিদোহাভ্যাং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

লিঙ্গচ্ছেদনে মূল্যনিরূপণং।

পশুর লিঙ্গচ্ছেদন হইলে মরণ ঘটিবার সম্ভব, এই হেতু মহাপশুর ক্ষে ত্রিবিধ মূল্যের বিধান আছে। অর্থাৎ ১৮০ কাহন মূল্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

৫৪০ কাহন মধ্যম এবং ২৭০ কাহন অধম। ইহার প্রমাণ নিম্নে দ্রষ্টব্য, যথা,—

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াং—

লিঙ্গস্য ছেদনে মৃত্যো মধ্যমো মূলমেবচ।
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণো মতঃ॥

বৃক্ষচ্ছেদনপ্রায়শ্চিত্তং।

সাধারণ বৃক্ষ বা লতা ছেদন করিলে বৃদ্ধকৃচ্ছ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হস্তে কিঞ্চিৎ দান করিলেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যদি ফলবান্ বৃক্ষ অথবা ফলবতী লতা ছেদন করে, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে অপারগ হইলে ৩ কাহন বরাটক দান ব্যবস্থেয।

যমসংহিতায়াং—

বৃক্ষলতাগুল্মচ্ছেদনে বৃদ্ধকৃচ্ছ্রং ফলবতাং প্রাজাপত্যং।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, স্বল্পফলবান্ বৃক্ষ বা লতাদি ছেদন করিলে আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র জপ করিবে। প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল,যথা—

মনুসংহিতায়াং—

ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতং।
তৃণবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাং॥

ইতি বৃক্ষচ্ছেদনপ্রায়শ্চিত্তং।

সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তং।

মনুসংহিতায়াং—

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি :ানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ তৎসংসর্গবিশুদ্ধয়ে॥

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিলে পতিতের যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তবে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

ইতি সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তং।

গোরশুমোচনপ্রায়শ্চিত্তং।

যে কোন বর্ণই হউক, যদি নিজে গোরশু মোচন করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, তাহাতে অক্ষম হইলে ২২৷৷০ কাহন বরাটক দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি অন্য দ্বারা ঐ কর্ম্ম করায়, তাহা হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ১১।০ কাহন দিবে। দক্ষিণা যথাশক্তি দিতে হয়। আর বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী প্রভৃতির পক্ষে অর্দ্ধেক ব্যবস্থেয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল; যথা,

গোভিলঃ—

মুষ্কমোষকরো বিপ্রো ব্রতঞ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
প্রয়োজকস্তু কুর্ব্বীত ব্রতস্যার্দ্ধং বিশুদ্ধয়ে॥

ইহার ব্যবস্থাপত্রও নিম্নে লিখিত হইল,—

* ব্যবস্থাপত্রং।

বিপ্রাদিনা গোরশুমোচনজন্যপাপক্ষয়ার্থং চান্দ্রায়ণব্রতাদ্যশক্তৌ সার্দ্ধদ্বাবিংশতি-কার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

গোমাংসভক্ষক-গোবিক্রয়াদেঃ প্রায়শ্চিত্তং।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াং—

বিক্রয়ৈর্গাং বিনিময়ৈর্দত্ত্বা গোমাংসখাদকে।
ব্রতং চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ বধে সাক্ষাদ্বধীভবেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে লিখিত আছে যে, যে গোমাংস ভক্ষণ বা গোবিক্রয় করে কিম্বা গোবিনিময় দ্বারা অন্য গো গ্রহণ করে, তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপে গো লইয়া বধ করে, তাহা হইলে বিক্রেতা সাক্ষাৎবধজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চান্দ্রায়ণে অক্ষম হইলে ২২৷৷০ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত ও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। উপরোক্ত বধরূপ প্রায়শ্চিত্তে ৫১ কাহন দান ও ১৫ কাহন দক্ষিণা দিতে হয়। শূদ্র, বাল, বৃদ্ধাদির পক্ষে অর্দ্ধ ব্যবস্থেয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

যবনাদৌ গোবিনিময়-বিক্রয়াদিমাত্রে চান্দ্রায়ণং করণীয়ং বধে তু বিক্রেতা যথোক্তসাক্ষাদ্গোবধপ্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিজ্ঞানাং মতং।

অপালননিমিত্ত-গোবধপ্রায়শ্চিত্তং।

পরাশরসংহিতায়াং—

শীতাগ্নিনিহতা চৈব উদ্বন্ধনমৃতাপি বা।
শূন্যাগারাদ্যপেক্ষায়াং প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
অপালনাৎ প্রণশ্যেত গৌশ্চরন্তী কথঞ্চন।
জলৌঘপল্বলে মগ্না নাগবিদ্যুদ্ধতাপি বা।
শ্বভ্রে বা পতিতা কস্মাৎ শ্বাপদৈর্ব্বাপি ভক্ষিতা।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং গোস্বামী ব্রতমুত্তমং।
সশিখং বপনং কার্য্যং ত্রিসন্ধ্যমবগাহনং।
শৃঙ্গৈর্ব্বাপি খুরৈর্যুক্তাং লাঙ্গুলশ্রবণাদিভিঃ।
আর্দ্রমেব হি তচ্চর্ম্ম পরিধায় চ গাং ব্রজেৎ।
তাসাং মধ্যে বসেদ্রাত্রৌ দিবা তাভিঃ সমং ব্রজেৎ॥
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্যবৈশ্যয়োঃ।
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনং।
অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাং॥

শীতে, বায়ুতে, উদ্বন্ধনে, অথবা শূন্যগৃহে বন্ধনবশতঃ যদি বিপ্রস্বামিক গোর মৃত্যু হয় অপালন নিমিত্ত মরে, বৃহৎ জলাশয়ে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে পড়িয়া মরে, সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে, বিদ্যুদগ্নিতে মরে, গর্ত্তে পতিত হইয়া মরে, অথবা শ্বাপদ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহা হইলে তৎস্বামী অনুত্তম প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। সশিখ মস্তক মুণ্ডন, ত্রিসন্ধ্যা স্নানপূর্ব্বক মৃত গোর শৃঙ্গ, ক্ষুর, পুচ্ছ ও কর্ণ সহ সরস চর্ম্ম পরিধান করত, দিবাতে গোসহ ভ্রমণ করা, সন্ধ্যাতে গোগণ গোশালায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের সেবা করিবে এবং সমস্ত নিশা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। এইপ্রকার করিলে গোহত্যা পাপ বিমোচন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পক্ষেই এই বিধি। যদি একপ ব্রত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে [illegible] করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে ৬ কাহন [illegible] প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দক্ষিণা এক বৃষমূল্য [illegible] কাহন ও এক [illegible] এক কাহন দিয়া শুদ্ধ হইবে।

সঙ্কল্প।

[illegible]

উ[illegible]।

[illegible] অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক[illegible] দেবশর্ম্মা অপালননিমিত্ত[illegible] [illegible]।

দক্ষিণাবাক্য।

তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক[illegible] দেবশর্ম্মা অপালননিমিত্তগোবধজনিতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ ব্রত[illegible] সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং ষট্কাহনকপর্দ্দক[illegible] সম্প্রদদে। *

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শূদ্র ও রোগীর পক্ষে ৩ কাহন ও দক্ষিণা [illegible] কাহন ব্যবস্থা। যদি উভয়ত্ব ঘটে ও একাদশোনবর্ষ বালক হয়, তাহা ১।০ কাহন

দান ও ১॥০ কাহন দক্ষিণা দিবে। ব্যবস্থাপত্র, উৎসর্গবাক্য ও দক্ষিণা-বাক্য পূর্ব্ববৎ, কেবল জাতি ও ববাটকসংখ্যাদি পৃথক্‌রূপ উল্লেখ করিবে।

যে ব্রাহ্মণাদি স্বামিক গোবৎসের বয়ঃক্রম ত্রিবর্ষ অপূর্ণ, তাহার অপালনাদিহেতু বধ হইলে ১॥০ কাহন দান ও ১॥০ কাহন দক্ষিণা দিবে। যদি বৎসস্বামী রাখালের করে সম্পূর্ণ ভার দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই রাখাল প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

পাদশ্চাপ্রাপ্তকে দেয়ো বৎসস্বামিন্যরক্ষিতে।

যদা দিবারাত্রাবপি পালকহস্তগতা ভবন্তি তদা দোষোৎপন্নে পালক এব গর্হণীয়তা॥

যদি নিশাকালে গোস্বামীর আলয়ে কোনরূপ মহৎ বিপদ উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য গো প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে গোস্বামীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এবং প্রাতঃকালে রাখালের হস্তে অর্পিত হইবার পর মরিলে রাখাল প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল,—

যথা স্মার্ত্তঃ—

দিবা পশূনাং পালকহস্তন্যস্তানাং যোগক্ষেমং বিধায় দোষে জাতে পালকস্য গর্হণীয়তা রাত্রৌ পুনঃ পালকপ্রত্যর্পিতানাং স্বামিগৃহস্থিতানাং স্বামিনো দোষঃ।

যদি পালক অর্থাৎ রাখাল অর্থাভাবাদিবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে গোস্বামী স্বীয় গৃহ হইতে সমস্ত দিয়া রাখালকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবে। যদি বহু রাখালের প্রতি ভার থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেককে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যদি রাখাল ম্লেচ্ছ হয়, তবে গোস্বামী নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি অপালনহেতু বহু গো বিনষ্ট হয়, আর বহু গোস্বামী হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে দ্বিগুণ দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। যদি বহু গো অপালনবশতঃ মরে, আর তাহাদের স্বামী একব্যক্তিমাত্র হয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হইবে।

হলশকটে যোজনপ্রায়শ্চিত্তং।

বৃষোৎসর্গে যে বৃষকে উৎসর্গ করা যায়, যদি তাহাকে লইয়া শকটে বা হলে যোজনা করে, তাহা হইলে প্রাজাপত্যদ্বয় করিবে। ব্রতে অসমর্থ হইলে ৬ কাহন বরাটকদান ব্যবস্থেয়। যদি গাভীকে হলাদি যোজনা করে, তবে ১২ কাহন দান ব্যবস্থেয় অর্থাৎ সেস্থলে চারি প্রাজাপত্যের বিধি আছে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

গোভিলঃ—

হলৈর্ব্বা শকটৈর্ব্বাপি বাহযেদ্যো বৃষং দ্বয়ং।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাৎ দ্বিগুণং গোজিতা গবাং॥

ইহা ব্যতীত স্থানান্তরে আরও লিখিত আছে যে, বৃষোৎসর্গে উৎসৃষ্ট বৃষকে অথবা কপিলা ধেনুকে শকটাদিতে যোজনা করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বয় ব্রত করিবে অথবা ৪৫ কাহন বরাটকদান দিবে। প্রমাণ যথা—

বৃষভন্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলাং বাপি কামতঃ।
যোজয়িত্বা হলে কুর্য্যাৎ ব্রতং চান্দ্রায়ণদ্বয়ং॥

অস্থ্যাদিভঙ্গজন্যপ্রায়শ্চিত্তং।

স্মৃতিসাগরে—

কর্ণলাঙ্গুলয়োশ্ছেদমস্থিভঙ্গং বিধায় চ।
প্রাজাপত্যব্রতং কুর্য্যাচ্চত্বারো ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥

কর্ণ ও লাঙ্গুল উৎপাটন করিলে অথবা অস্থ্যাদি ভাঙ্গিলে বর্ণচতুষ্টয়কেই প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিতে হয়। ব্রত করিতে অসমর্থ হইলে ৩ কাহন কপর্দ্দকদান ও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে।

ব্যবস্থাপত্র।

বিপ্রস্বামিকাদিগোবস্থ্যাদিভঙ্গজনিতপাপক্ষয়ায় বিপ্রাদিনা ব্রতাশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকত্রিকাহনবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

রজস্বলানারীস্পর্শপ্রায়শ্চিত্তং ।

যথা কশ্যপঃ—

রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী যদি ।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ।
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা রাজন্যা ব্রাহ্মণী যদি ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্যাসস্য বচনং যথা ।
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা বৈশ্যয়া ব্রাহ্মণী চ যা ।
পঞ্চরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ।
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা শূদ্রয়া ব্রাহ্মণী যদি ।
ষড়্‌রাত্রেণ বিশুদ্ধেত্তু ব্রাহ্মণী কামচারতঃ ।
অকামতশ্চরেদর্দ্ধং ব্রাহ্মণী সর্ব্বজাতিষু ।
চাণ্ডালেন শ্বপাকেন সংস্পৃষ্টা চেদ্রজস্বলা ।
অতিক্রম্য তান্যহানি প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ।
তাং নিশান্তু ব্যতিক্রম্য অজাঘ্রাণন্তু কারয়েৎ ॥

যদি বিপ্রাণী রজস্বলা বিপ্রাণীকে, ক্ষত্রিয়নারীকে কিম্বা শূদ্রাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে যথাক্রমে একরাত্র, ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, ষড়্‌রাত্র অনাহার ও সকল পক্ষেই পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিবে। এইরূপ ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই তুল্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির স্পর্শ করিলেও এই ব্যবস্থেয়। পরন্তু ইহা জ্ঞানকৃত বলিয়া জানিবে আর যদি অজ্ঞানবশে স্পর্শ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধ ব্যবস্থা। চণ্ডাল ও শ্বপচনারীকে রজস্বলাবস্থায় স্পর্শ করিলে সকল বর্ণকেই তিনরাত্রি অনাহার পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়।

অপিচ বৃদ্ধশাতাতপঃ জাবালিশ্চ—

রজস্বলে তু যে নার্য্যাবন্যোন্যং স্পৃশতো যদি ।
সবর্ণে পঞ্চগব্যন্তু ব্রহ্মকূর্চ্চমতঃ পরং ॥

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ প্রাতর্ব্রহ্মকূর্চ্চবিধিঃ স্মৃতঃ॥

শাতাতপ বলিয়াছেন যে, রজস্বলা নারীকে রজস্বলা নারী স্পর্শ করিলে যদি সেই নারী সবর্ণা হয় তাহা হইলে পঞ্চগব্য পান করিতে হইবে। কিন্তু যদি অসবর্ণা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকূর্চ্চ করিতে হয়। এক অহোরাত্র উপবাস করত প্রভাতকালে পঞ্চগব্য পান করিলে তাহাকেই ব্রহ্মকূর্চ্চ বলা যায়। জাবালিও এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

চাণ্ডালাদিস্পৃষ্টবারিপানপ্রায়শ্চিত্তং।

অজ্ঞানবশে চণ্ডালাদিস্পৃষ্ট সলিল পান করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় আর যদি জ্ঞানত করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ ব্রত আচরণ করিবে। এই ব্রতে অসমর্থ হইলে ৬ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা,—

স্মার্ত্তঃ—
যস্তু চাণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেত্তোয়মকামতঃ।
স তু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

চাণ্ডালাদীনামুচ্ছিষ্টভোজনপ্রায়শ্চিত্তং।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য যদি চণ্ডাল বা পতিতাদির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে পরাকব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। অথবা তদনুকল্প ১৫ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শূদ্র উহা ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান করিবে, অথবা তদনুকল্প ৩কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি অজ্ঞানে ভোজন করে, তাহা হইলে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা। যদি আহারান্তে বমন করিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

অঙ্গিরাঃ—

চাণ্ডালপতিতাদীনামুচ্ছিষ্টান্নস্য ভক্ষণে।
দ্বিজঃ শুদ্ধ্যেৎ পরাকেন শূদ্রঃ কৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥

ব্যবস্থাপত্রং।

চাণ্ডালপতিতাদীনামুচ্ছিষ্টান্নজ্ঞানকৃতভক্ষণজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা বিপ্রাদিনা পরাকব্রতং করণীয়ং তদশক্তৌ তদনুকল্পপঞ্চদশকার্ষাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শূদ্রেণ প্রাজাপত্যব্রতং করণীয়ং তদশক্তৌ ত্রিকার্যাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং। দক্ষিণা চ যথাশক্তি দাতব্যা।

আত্মোচ্ছিষ্টভোজনপ্রায়শ্চিত্তং।

আপস্তম্বসংহিতায়াং—

আত্মনাং ভুক্তশেষন্তু ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বিধিঃ ॥

আপস্তম্বসংহিতায় লিখিত আছে যে, ভোজন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় সেই পাত্রে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে বিপ্র চান্দ্রায়ণব্রত করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে তদনুকল্প ২২॥০ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ঐরূপ আত্ম-উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতের আচরণ করিবে, তাহাতে অপারগ হইলে ৯ কাহন বরাটকদান করিতে হয়। শূদ্রজাতি হইলে ৪॥০ কাহন বরাটক দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

আত্মোচ্ছিষ্টভোজনজনিতপাপক্ষযকামেন বিপ্রেণ চান্দ্রায়ণব্রতাদ্যশক্তৌ সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং। ক্ষত্রবৈশ্যাভ্যান্তু তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতাদ্যশক্তৌ নবকার্ষাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং শূদ্রেণ তদর্দ্ধং সার্দ্ধচতুঃকার্ষাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং মতং।

পর্ব্বমৈথুনপ্রায়শ্চিত্তং।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি ইহাকেই পর্ব্ব দিন কহে। এই সকল দিনে নারীসঙ্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে অসমর্থ হইলে ২২৷৷৹ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পর্ব্ব ভিন্ন অন্য সময়ে ঋতুমতী নারীতে উপগত না হইলে প্রাজাপত্য ব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে ১৷৷৹ কাহন বরাটক দান করিতে হয়। অজ্ঞানবশতঃ হইলে শত প্রাণায়াম করিবে।

অভক্ষ্যভোজনপ্রায়শ্চিত্তং।

এক্ষণে অভক্ষ্যভোজনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তমিতি বিবৃত হইতেছে। অজ্ঞানে একবারমাত্র গোমাংস ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যদি তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ৩ কাহন বরাটক-দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি জ্ঞানে একবার ভোজন করে, তাহা হইলে প্রাজাপত্যদ্বয় অথবা ৬ কাহন বরাটক দান করিবে। ইহার প্রমাণ ও ব্যবস্থাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

গোমাংসভোজনে প্রাজাপত্যং ভবেৎ।

ব্যবস্থাপত্রং।

সকৃদজ্ঞানতো গোমাংসভোজনজনাপাতকক্ষয়কামেন বিপ্রাদিনা প্রাজাপত্যব্রতং কর্ত্তব্যং তদশক্তৌ ত্রিকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

জ্ঞানতো গোমাংসভোজনজ. ... প্রাজাপত্যব্রতং কর্ত্তব্যং তদভাবে ষট্‌কার্ষাপণীবরাটকদান. ... বিদাং মতং।

যে ব্যক্তি একবর্ষ যাবৎ গোমাংস সেবন করে, একবৎসর ব্রত করিলে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। তাহাতে অশক্ত হইলে পঞ্চদশ ধেনুদান করিবে, যদি তাহাতেও অক্ষম হয়, তাহা হইলে তন্মূল্য ৪৫ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ইহাতে দক্ষিণা সাধ্যানুসারে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ব্যবস্থাপত্রং।

চিরন্তনকালং ব্যাপ্য গবাশ্বকুঞ্জরাদের্মাংসভোজনে সম্বৎসরব্রতাদাশক্তৌ পঞ্চ চত্বারিংশৎকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তঞ্চ করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

বিষ্ণুসংহিতায়াং—

গ্রাম্যকুক্কুট-গোমাংসভক্ষণেষু দ্বিজাতীনাং প্রায়শ্চিত্তান্তে ভূয়ঃ সংস্কারং কুর্য্যাৎ।

বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে যে, গ্রাম্যকুক্কুট ও গোমাংস ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিবে। অক্ষম হইলে ২২॥০ কাহন বরাটকদান ব্যবস্থেয়।

অপিচ শঙ্খঃ—

গামশ্বং কুঞ্জরোষ্ট্রৌ চ সর্ব্বং পঞ্চনখন্তথা।
ক্রব্যাদং কুক্কুটং গ্রামং কুর্য্যাৎ সম্বৎসরং ব্রতং॥

যদি গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, সর্ব্বপ্রকার পঞ্চনখ আর গ্রাম্যকুক্কুট ইহাদের মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সম্বৎসর যাবৎ ব্রতাচারণ করিবে। অসমর্থ হইলে ৪৫ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কিন্তু ইহা জ্ঞানকৃত জানিবে। অজ্ঞানে ভক্ষণ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিবে।*

অপিচ স্মার্ত্তঃ—

অমেধ্যানামপেয়ানামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে।
রেতোমূত্রপুরীষাণাং শুদ্ধ্যৈ চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, অমেধ্য, অপেয়, অখাদ্য, রেত, মূত্র, মল প্রভৃতি জ্ঞানত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ইহাতে অক্ষম হইলে ২২॥০ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, যদি অজ্ঞানে করে, তবে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়। †

---

* পঞ্চনখ অর্থাৎ নর, বানর, কুঞ্জর ও ব্যাঘ্র।

† অমেধ্য স্থলে কেহ কেহ অলেহ্য পাঠ করিয়া থাকেন।

অপিচ—

অম্বুবাচীদিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ।
স্বপাকং পরপাকম্বা চাণ্ডালান্নসমং স্মৃতং॥

শাস্ত্রান্তরে আরও লিখিত আছে যে, অম্বুবাচী দিনে স্বয়ং পাক করিয়া অথবা পরকর্তৃক পক্ক কিছু আহার করিবে না। সেই দিন আহার করিলে চাণ্ডালান্ন ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে।

হারীতসংহিতায়াং—

মৎস্যকণ্টকশম্বুকশঙ্খশুক্তিকপর্দ্দকান্।
পীত্বা নবোদকঞ্চৈব পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥

হারীতসংহিতায় লিখিত আছে যে, মীন কণ্টক, শম্বুক, শঙ্খ, শুক্তি কপর্দ্দক ও বৃষ্টির জল এই সকল সেবন করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া বিশুদ্ধ হইতে হয়।

স্তেযপ্রায়শ্চিত্তং।

বিপ্র হইয়া স্বর্ণ চুরি করিলে বল্কল ধারণ করত অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার ব্রত আচরণ করিবে অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিকী ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। ধতে অক্ষম হইলে বরাটকদানই ব্যবস্থেয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

মনুসংহিতায়াং—

তপসাপনুদেদ্‌যস্তু সুবর্ণস্তেয়জং মলং।
চীরবাসা দ্বিজারণ্যে চরেৎ ব্রহ্মহনো ব্রতং॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইয়া যে কোন ব্যক্তির স্বর্ণ, হীরক ইত্যাদি অপহরণ করিলে তাহারা মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

গুর্ব্বঙ্গনাগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

মনুসংহিতায়াং—

খট্বাঙ্গী চীরবাসো বা শ্মশ্রুণো বিজনে বনে।
প্রাজাপত্যঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমব্দমেকং সমাহিতঃ॥

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, নিজ ভার্য্যাভ্রমে গুরুপত্নীতে উপগত হইলে জটাবল্কক ধারণ ও শ্মশ্রুকেশ প্রভৃতি ধারণ করত একবর্ষ মধ্যে ত্রিংশৎ প্রাজাপত্য করিবে, অক্ষম হইলে ৯০ কাহন বরাটক দান এবং ত্রিংশৎ কার্ষাপণী দক্ষিণা দিতে হয়।

অপিচ—

গুরুতল্পাভিগামী যস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।

মূর্ত্তিং জ্বলন্তীং বাশ্লিষ্যেন্মৃত্যুনা স বিশুদ্ধ্যতি ॥

বিমাতা প্রভৃতি গুরুপত্নীতে গমন করিলে সুতপ্ত শয্যাতে শয়ন পূর্ব্বক লৌহময়ী জ্বলন্ত নারীমূর্ত্তি করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেই শুদ্ধি লাভ হয়।

অপিচ—

স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।

নৈঋ্‌র্ত্তীং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ ॥

অথবা গুরুপত্নীগামী পাপী স্বীয় শিশ্ন স্বয়ং কর্ত্তন করত অঞ্জলিতে ধরিয়া মৃত্যুকাল যাবৎ নৈঋত কোণে প্রধাবিত হইবে। এই প্রকার করিলেই শুদ্ধি লাভ করিবে।

অসবর্ণাগুরুপত্নীগমনপ্রায়শ্চিত্তং।

অসবর্ণা গুরুপত্নী হরণ করিলে জলাদি দ্বারা যাউ পাক করিয়া ভক্ষণ করত তিনমাস চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। এস্থলে একমাসে চান্দ্রায়ণ হইয়া থাকে, সুতরাং তিনমাসে তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে। যদি তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রতি চান্দ্রায়ণে ২২॥০ কাহন বরাটক দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

স্বভার্য্যায়াং মাতৃত্বাদিবদতঃ প্রায়শ্চিত্তং।

মৎস্যপুরাণে—

ক্রোধাদ্‌যদি ত্যজেদ্ভার্য্যাং বয়স্থাঞ্চ গুণাধিকাং।

ঋষিচান্দ্রায়ণং কৃত্বা পুনঃ সংগ্রহমাদিশেৎ ॥

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি রোষবশে গুণবতী বয়স্থা পত্নীকে মাতৃ বা ভগিনী সম্বোধন করত পরিত্যাগ করে এবং পুনশ্চ তাহাকে উপভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঋষিচান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া তৎপরে গ্রহণ করিবে। ঋষি চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম এই যে, একমাস যাবৎ প্রত্যহ তিন তিন গ্রাস অন্ন মাত্র সেবন করিতে হয়, ইহাতে অসমর্থ হইলে ২৩টী ধেনু দান করা উচিত, তাহাতেও অক্ষম হইলে ৬৭৷৷০ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অপিচ স্মৃতিসাগরে—

ক্রোধান্মোহাদ্বদন্ ভার্য্যাং মাতরং ভাগিনীমপি।
প্রাজাপত্যব্রতং কুর্য্যাৎ সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥

রোষ বা মোহনিবন্ধন যদি আপনার পত্নীকে মাতা ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষেই প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হয় অথবা তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

রোষান্মোহাদ্বা স্বভার্য্যায়াং মাতৃত্বাদিবদতা বিপ্রাদিসর্ব্ববর্ণেন প্রাজাপত্যব্রতং করণীয়ং তদশক্তৌ ত্রিকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালাদিস্পর্শজনিতপ্রায়শ্চিত্তং।

উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে চাণ্ডাল বা শ্বপচজাতি স্পর্শ করিলে এক সহস্র আটবার গায়ত্রী জপ ও এক শতবার দ্রুপদাদি মন্ত্র জপ করিলেই শুদ্ধিলাভ হয়। যদি উচ্ছিষ্টমুখ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা শূদ্রকে উক্ত চাণ্ডালাদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিন দিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। যদি অন্ত্যজ জাতিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে বিপ্র প্রাজাপত্য ব্রত আর ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় পাদহীন উক্ত ব্রত করিবে। উক্ত ব্রতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ৩ কাহন বরাটক দান করিবেন। যদি আমদ্রব্য আহার ও স্পর্শ করে, তাহা হইলে পাদপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

আমস্তম্বসংহিতায়াং—

ভুক্তোচ্ছিষ্টস্ত্বনাচান্তশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদস্পর্শনং গচ্ছেত্তত্র কুর্য্যাদ্বিশোধনং।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি।
ভুক্তোচ্ছিষ্টোন্ত্যজৈঃ স্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ।
অর্দ্ধোচ্ছিষ্টে স্মৃতঃ পাদঃ পাদ আমাশনে তথা॥

চাণ্ডালাদীনামন্নভোজনপ্রায়শ্চিত্তং।

সজ্ঞানে অন্ত্যাবসায়ীগণের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। যদি তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তদনুকল্প ২২৷৷৹ কাহন বরাটক দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যদি অজ্ঞানে ভোজন করে, তাহা হইলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাতে অক্ষম হইলে ১১৷৹ কাহন বরাটক দান করিবে। ইহার প্রমাণ, নিম্নে লিখিত হইল,* যথা—

অন্ত্যাবসায়িনামন্নমশ্নীয়াদ্যস্তু কামতঃ।
স তু চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা॥

ব্যবস্থাপত্রং।

জ্ঞানকৃতচাণ্ডালাদ্যন্নভোজনজন্যপাপক্ষয়কামেন চান্দ্রায়ণব্রতাদ্যশক্তৌ সার্দ্ধসপ্তধেনুদানং কর্ত্তব্যং। তদশক্তৌ সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

সকৃদজ্ঞানকৃতচাণ্ডালাদীনামন্নভোজনজন্যপাপক্ষয়কামেন তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতং কর্ত্তব্যং। তদশক্তৌ পাদোনধেনুচতুষ্টয়দানং কর্ত্তব্যং। তদভাবে তন্মূল্যপাদিক একাদশকার্ষাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

---

* চাণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহি, মাগধ ও আযোগব ইহাদিগকেই অন্ত্যাবসায়ী কহে। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

চাণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা সূতো বৈদেহিকস্তথা।
মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেঽন্ত্যাবসায়িনঃ॥

অপিচ স্মার্ত্তঃ—

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।

মনস্তাপেন শুদ্ধেত্তু দ্রুপদস্বা শতং জপেৎ ॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যে, আপৎকালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদি বিপদসময়ে বিপ্রাদি বর্ণত্রয় শূদ্রগৃহে অন্নভোজন করিলে মনস্তাপ করিবে ও দ্রুপদাদি মন্ত্র জপ করিবে।

সূতিকাদ্যন্নভোজন তদ্গৃহবাসপ্রায়শ্চিত্তং।

যদি শূদ্র, চিকিৎসক, ক্রুর ব্যক্তি, নারীজীবী, মৃগজীবী, চণ্ডাল, ভূমিপাল, অজাজীবী, সারমেয়জীবী, শুঁড়ী ও সূতিকা ইত্যাদির অন্ন ভোজন করে, তবে সেই বিপ্রকে একমাস ব্রতাচরণ করিতে হয়; কিন্তু ইহা জ্ঞানকৃত ভোজনে জানিবে। আর যদি অজ্ঞানে ভোজন করে, তাহা হইলে চাণ্ডালাদির অন্ন ভোজনে যে প্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সেই প্রকার করিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণো ভুক্ত্বা তথা রঙ্গাবভাষিণঃ।

চিকিৎসকস্য ক্রূরস্য তথা স্ত্রীমৃগজীবিনঃ।

চাণ্ডালান্নং ভূমিপান্নং অজাজীবীশ্বাজীবিনাং।

শৌণ্ডিকান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতী ভবেৎ ॥

চাণ্ডাল প্রভৃতির আলয়ে অজ্ঞাত বাস করিলে পরে জ্ঞাত হইলে যাহাতে বিশুদ্ধ হইতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। চণ্ডালাদির গৃহে বাস করা হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই চান্দ্রায়ণ ব্রত করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অসমর্থ হইলে ২২॥০ কাহন বরাটক দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। শূদ্র হইলে তাহাকে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে তিন কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানকৃত বাসস্থলে সকলকেই পরাকব্রত করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে ১৫ কাহন বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যাহারা

ইহাদের সংসর্গ করে, তাহাদিগকে প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩ কাহন বরাটক দান করিবে। যদি সংসর্গীর সহিত কেহ সংসর্গ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য বা তদশক্তে ১৷৷৹ কাহন বরাটক দান করিবে। আর যদি সংসর্গকারীর সংসর্গীর সংসর্গী হয়, তাহা হইলে প্রাজাপত্যের এক চতুর্থাংশ অথবা তদভাবে ৸৹ পণ বরাটক দান করিবে। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

আপস্তম্বসংহিতায়াং—

অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেৎ তস্য বেশ্মনি।
স বৈ জ্ঞাত্বা তু কালেন কুর্য্যাত্তত্র বিশোধনং।
চান্দ্রায়ণং পরাকম্বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনং।
প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রাণাং তথা সংসর্গদূষণে।
যৈস্তস্য ভুক্তং পক্কান্নং কৃচ্ছ্রং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ।
তেষামপি চ যৈর্ভুক্তং তেষামর্দ্ধং বিধীয়তে।
তেষামপি চ যৈর্ভুক্তং কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে॥

ব্যবস্থাপত্রং।

অন্ত্যজাতেরবিদিতে তদ্গৃহে বাসজন্যপাপক্ষয়ার্থিনা দ্বিপ্রেণ চান্দ্রায়ণব্রতাদাশক্তৌ তদনুকল্পসার্দ্ধদ্বাবিংশতিকাষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিজ্ঞানাং মতং।

ব্যবস্থাপত্র সকলের পক্ষেই একরূপ, তবে জাতি ও বরাটকসংখ্যার প্রভেদ মাত্র।

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তং।

যথা স্মার্ত্তঃ—

পিতৃমাতৃরহিতস্য নিঃস্বস্য প্রাজাপত্যত্রয়ং প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়নমিতি।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যে, যে পিতৃমাতৃরহিত দরিদ্র,

তাহার যথাকালে উপনয়ন না হইলে তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়। তিনটী প্রাজাপত্য করিতে অসমর্থ হইলে ৯ কাহন বরাটক দান এবং ১ কাহন দক্ষিণা দিবে।

মনুসংহিতায়াং—

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুতিষ্ঠেদ্‌যথাবিধি।
তাংশ্চ কারয়িত্বা ত্রীন্‌ কৃচ্ছ্রান্‌ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, যাহাদিগের যথাকালে উপনয়ন না হয়, তাহাদিগকে ব্রাত্য বলা যায়। তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া পরে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হয়। উপনয়নের যথাবিহিত কাল এই যে, বিপ্র ১৫ বৎসরের মধ্যে, ক্ষত্রিয় ২২ বর্ষের মধ্যে আর বৈশ্য ২৪ বর্ষের মধ্যে উপনীত হইবে। এই সময় অতীত হইলেই ব্রাত্য বলা যায়।

ব্যবস্থাপত্রং।

যথাবিহিতকালেনানুপনীতেন পিতৃমাতৃরহিতব্রাহ্মণাদনাঢ্যকেন ত্রিপ্রাজাপত্যব্রতং কর্ত্তব্যং তদশক্তৌ নবকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়। সপিতৃকধনশালিনা তু গোদক্ষিণকচান্দ্রায়ণং করণীয়ং তদশক্তৌ এককার্ষাপণদক্ষিণকসার্দ্ধাবিংশতিকার্ষাপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদাং মতং।

অনাশ্রমিত্বপ্রায়শ্চিত্তং।

যদি অপতিত পিতা, পুত্র, বন্ধু, ভ্রাতা, ভার্য্যা, আচার্য্য ও শিষ্য ইহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রম পরিহার করে, তাহা হইলে একশত পণ বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

পিতৃপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃদম্পত্যাচার্য্যশিষ্যকাঃ।
এষামপতিতানাঞ্চ ত্যাগী চ শতদণ্ডভাক্‌।

ব্যবস্থাপত্রং

পিতৃপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃদম্পত্যাচার্য্যশিষ্যত্যাগিনা বিপ্রাদিনা শতপণবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদাং মতং।

মতান্তরে—

অনাশ্রমিত্বং বৎসরং প্রাজাপত্যং চরিত্বা আশ্রমমনুপেয়াৎ দ্বিতীয়েঽতিকৃচ্ছ্রং তৃতীয়ে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং ঊর্দ্ধং চান্দ্রায়ণং।

মতান্তরে এইরূপ লিখিত আছে যে একবর্ষ অনাশ্রমী হইয়া থাকিলে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়; যদি দুই বর্ষ অনাশ্রমী হয়, তাহা হইলে ছয়টী প্রাজাপত্য করিবে, তিন বৎসরের অধিক দিন অনাশ্রমী হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ঐ সকল ব্রতে অসমর্থ হইলে ক্রমান্বয়ে ৩ কাহন, ৯ কাহন, ১৮ কাহন ও ২২৷৷০ কাহন বরাটক দান করিতে হয়।

দিবামৈথুনপ্রায়শ্চিত্তং।

যথা স্মার্ত্তঃ—

দিবা তু মৈথুনং কৃত্বা নগ্নঃ স্নাত্বা তথাম্ভসি।
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা দিনমেকং ব্রতী ভবেৎ॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দিবাভাগে মৈথুন করিলে, নগ্ন হইয়া জলে স্নান করিয়া, এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দেখিলে একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।

ম্লেচ্ছদাস্য-ম্লেচ্ছভোজনাদিকরণপ্রায়শ্চিত্তং।

দেবলঃ—

দাসীকৃতো বলবান্ ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অশুভং কারিতং কর্ম্ম গব দেঃ প্রাণহিংসনং।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জনঞ্চৈব তথা তস্যৈব ভক্ষণং।
খরোষ্ট্রবিড়্বরাহাণাং আমিষস্যৈব ভক্ষণং।
তৎস্ত্রীণাঞ্চ তথা সঙ্গস্তাভিশ্চ সহ ভোজনং।

মাসোষিতে দ্বিজাতৌ তু প্রাজাপত্যং নিষেবনং।
চান্দ্রায়ণন্ত্বাহিতাগ্নেঃ পরাকস্ত্বথবা ভবেৎ।
চান্দ্রায়ণং পরাকম্বা চরেৎ সম্বৎসরোষিতঃ।
সম্বৎসরোষিতঃ শূদ্রো মাসার্দ্ধং যাবকং পিবেৎ।
মাসং বিপ্রোষিতঃ শূদ্রো কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধ্যতি।
বিপ্রোষিতো বিশেষেণ বিপ্রকর্ষেণ উষিতঃ।
ঊর্দ্ধং সম্বৎসরাৎ কল্প্যং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমৈঃ।
সম্বৎসরৈশ্চতুর্ভিশ্চ তদ্ভাবং সোধিগচ্ছতি।
হ্রাসো ন বিদ্যতে তস্য প্রায়শ্চিত্তং দুরাত্মনঃ॥

যদি নিরগ্নি বিপ্র ম্লেচ্ছের, চণ্ডালাদির অথবা যবনের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে, উচ্ছিষ্ট আহার করে, অথবা উষ্ট্র, মার্জ্জার, বিট বরাহ প্রভৃতির মাংস খায় কিম্বা ম্লেচ্ছ প্রভৃতির নারীসহ বিহার করে অথবা সেই নারীতে মুগ্ধ হইয়া তাহার অন্নাদি সেবন করে আর তৎসহ একমাস যাবৎ কুকর্ম্মে রত থাকে, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ করিবে। যদি অনগ্নি বিপ্র এক-বর্ষ যাবৎ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি পরাকব্রতই ব্যবস্থেয়। শূদ্র যদি একমাস যাবৎ দাসত্ব করে, তাহা হইলে কৃচ্ছ্রব্রতের এক চতুর্থাংশ করিবে; কিন্তু একবর্ষ দাসত্ব করিলে অর্দ্ধমাস যবযাউ ভক্ষণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বিপ্র চারি বর্ষ করিলে চতুঃসংখ্যক চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা চতুঃসংখ্যক পরাকব্রত এবং শূদ্র চতুঃসংখ্যক প্রাজাপত্য করিবে। চারি বর্ষের ঊর্দ্ধ দাসত্বাদি করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তই ব্যবস্থেয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

নিরগ্নিনা বিপ্রেণ ম্লেচ্ছাদীনাং সম্বৎসরৈকদাসকর্ম্মকরণে চান্দ্রায়ণং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাভ্যাং পরাকঃ শূদ্রেণ প্রাজাপত্যব্রতং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

দদ্রুরোগপ্রায়শ্চিত্তং।

কাষ্ঠ হরণ করিলে সর্ব্বাঙ্গে দদ্রুরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই

ব্যক্তি অশীতিপল প্রমাণ তিলতৈল দ্বারা পরিপূরিত কুম্ভদ্বয় দান করিলে শুদ্ধ হয়। ইহার প্রমাণ ও ব্যবস্থাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

শাতাতপীয়ে—

দার্ব্বাহারী চ পুরুষো জায়তে দদ্রুরোগবান্।
স তু পাপবিশুদ্ধ্যর্থং দদ্যাত্তৈলঘটদ্বয়ং॥

ব্যবস্থাপত্রং।

দদ্রুরোগজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা বিপ্রাদিনা যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকদ্বিকুম্ভপরিপূরিততিলতৈলদানরূপ প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদাং মতং।

অর্শোরোগপ্রায়শ্চিত্তং।

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত অশুচি শুক্রজাত পুত্রকন্যাও প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহাদের পক্ষে দশকার্ষাপণী বরাটকদানের ব্যবস্থা আছে। কন্যার পক্ষে তৃতীয় ভাগের এক ভাগ বিধি।

ব্যবস্থাপত্রং।

অকৃতপ্রায়শ্চিত্তার্শোরোগসমন্বিতোৎপন্নেন পুত্রেণ তৎপাপক্ষয়ার্থং পরাকব্রতস্য তৃতীয়ভাগাদ্যশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকদশকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং মতং।

কন্যাপক্ষে তু ষড়বিংশতিকপর্দ্দকাধিকত্রিকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং।

অতিপাতকপ্রায়শ্চিত্তং।

কর্ম্মবিপাকে—

অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপদ্ভবন্তি হি।
অন্যে চ বহুধা রোগা জায়ন্তে বৈ গসঙ্করাঃ।

পূর্ব্বজন্মে অতিপাতক করিলে ইহজন্মে অতিকুষ্ঠ ও অর্শোরোগ এবং অন্যান্য বহুরোগ যন্মে। সেই পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

যক্ষ্মারোগপ্রায়শ্চিত্তং।

যক্ষ্মারোগ হইলে পরাকব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে পঞ্চসংখ্যক ধেনুদান করিতে হয়, তাহাতেও অক্ষম হইলে তন্মূল্য-স্বরূপ পঞ্চদশ কার্ষাপণী বরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

যক্ষ্মারোগসূচিতমহাপাতকশেষপাপক্ষয়ার্থিনা পরাকব্রতং কর্ত্তব্যং তদশক্তৌ পঞ্চধেন্বনুমূল্যপঞ্চদশবরাহপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

কুষ্ঠরোগপ্রায়শ্চিত্তং।

কুষ্ঠরোগ বহুবিধ, তন্মধ্যে বৃহৎ কুষ্ঠরোগে পরাকব্রত করিবে অথবা তদনুকল্প ত্রিংশৎ কার্ষাপণীবরাটকদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

মহৎকুষ্ঠরোগসূচিতাতিপাতকশেষপাপক্ষয়কামেন পরাকব্রতাদ্যশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকং ত্রিংশৎকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

সর্ব্বশ্বিত্রে পরাকদ্বয় ও অল্প পরিমাণে হইলে একটী পরাকব্রত করিবে। ব্যবস্থাপত্র সর্ব্বস্থলেই একরূপ, কেবল বরাটকসংখ্যার প্রভেদ আর যেরূপ কুষ্ঠ তাহার নাম উল্লেখ করিবে। প্রমাণ যথা—

সর্ব্বাঙ্গশ্বিত্রে পরাকদ্বয়ং অল্পে তু পরাকং।

স্বল্প কুষ্ঠস্থলে পঞ্চদশবারাহপণীদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

ব্যবস্থাপত্রং।

অল্পকুষ্ঠরোগসূচিতপাতকশেষপাপক্ষয়ার্থিনা পরাকব্রতাদ্যশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকপঞ্চদশদশক বরাহপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

উপপাতকপ্রায়শ্চিত্তং।

জ্বর, ছর্দ্দি, জলোদর, অজীর্ণ, মোহ, ভ্রম, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত উপপাতক হইতে জন্মিয়া থাকে। এই সকল রোগী উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পরাকব্রতের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ ৭৸০ কাহন বরাটক উৎসর্গ করাই বিধেয়। ইহার ব্যবস্থাপত্র নিম্নে লিখিত হইল। সমস্ত রোগের পক্ষেই ব্যবস্থাপত্র একরূপ, কেবল রোগের নাম প্রভেদমাত্র। অধিকন্তু শূল রোগের পক্ষে কিছু প্রভেদ আছে। অল্প হইলে ব্যবস্থাপত্র ঐ একপ্রকার হইবে, কিন্তু বালক হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়।

ব্যবস্থাপত্রং।

জ্বররোগসূচিতোপপাতকশেষপাপক্ষয়ার্থিনা পরাকব্রতাদ্যশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকং সার্দ্ধসপ্তকার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং মতং।

অনুপাতকপ্রায়শ্চিত্তং।

মিতাক্ষরায়াং—

শতং জপ্তা তু সা দেবী সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
সহস্রন্তু সা জপ্তা পাতকেভ্যঃ প্রমোচনী॥
দশসহস্রজপ্যেন সর্ব্বকিল্বিষহারিণী।
লক্ষং জপ্তা তু সা দেবী মহাপতকধ্বংসিনী॥

মহাপাতকীর সংসর্গে থাকিলে তাহাকে অনুপাতকী বলা যায়। মহা-পাতকীর সমান অনুপাতকীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত গায়ত্রী জপদ্বারাও অনুপাতকী শুদ্ধ হইতে পারে। মিতাক্ষরাতে লিখিত আছে যে, একশত গায়ত্রী জপ দ্বারা সর্ব্বপাপ অর্থাৎ প্রকীর্ণ অপাত্রীকরণ প্রভৃতি পাপ বিনাশ পায়, সহস্র জপ দ্বারা উপপাপ ধ্বংস হয়, অযুত জপ দ্বারা অনুপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং লক্ষ জপ দ্বারা মহাপাপ বিনাশ পায়।

প্রকীর্ণপাপপ্রায়শ্চিত্তং।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে সগর্ভ দাহন, একাদশী দিনে বিধবার অন্ন আহার, শ্রাদ্ধকরণে অধিকার থাকিতেও তাহা না করণ, এই সমস্ত প্রকীর্ণ পাপ মধ্যে পরিগণিত। সগর্ভা স্ত্রী দাহনে প্রাজাপত্য করিবে, বিধবা নারী একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে এবং শ্রাদ্ধ অকরণ স্থলে অহোরাত্র উপবাস করিতে হয়। এই সমস্ত কর্ম্মে অক্ষম হইলে ৮ পণ বরাটক দান করিবে।

ব্যবস্থাপত্রং।

প্রকীর্ণপাপক্ষয়ার্থিনা চান্দ্রায়ণতদ্যশক্তো ষট্‌কাহণকসার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণীবরাটকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং মতং।

ইতি যশোহর-মল্লীকপুর নিবাসি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত ব্যবস্থার্ণব বা দায়ভাগকল্পদ্রুম সমাপ্ত।

সূচিপত্র।

অথ তিথিকৃত্যব্যবস্থা।

দায়ভাগব্যবস্থা।

অথ অশৌচ-ব্যবস্থা।

প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা।

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

আমাদিগের দেশে সচরাচর যে সকল ব্যবস্থার আবশ্যক, তাহা জানিতে হইলে অল্পবিদ্য সাধারণ লোকের বা মূর্খ ইতরজাতীয় ব্যক্তিকে যারপর নাই কষ্ট পাইতে হয়। আমি এই জন্য সাধারণের উপকারার্থ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থার প্রমাণ সংগ্রহ এবং তাহা অনুবাদ ও ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত করত "ব্যবস্থার্ণব বা দায়ভাগকল্পদ্রুম" নাম দিয়া এইগ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী পাল দ্বারা প্রকাশিত করিলাম। এক্ষণে সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলেই সফলপ্রযত্ন হইব কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা।

ব্যবস্থার্ণব

বা

দায়ভাগ কল্পদ্রুম।

অর্থাৎ

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার, বিবাহ, তিথিতত্ত্ব, দায়ভাগ,
অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ব্যবস্থা এবং জন্মান্তরীয়
রোগজন্য পাপপ্রায়শ্চিত্তনিরূপক গ্রন্থ।

যশোহর-মহিরপুরনিবাসী

বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বেদাঙ্গনিধি-কর্ত্তৃক সংশোধিত।

শ্রীবিনোদ বিহারী পাল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

(দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।)

কলিকাতা,

লোয়ার সারকিউলার রোড ৯৪।১ সংখ্যক ভবনে, অন্নপূর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীবেণীমাধব ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।